জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

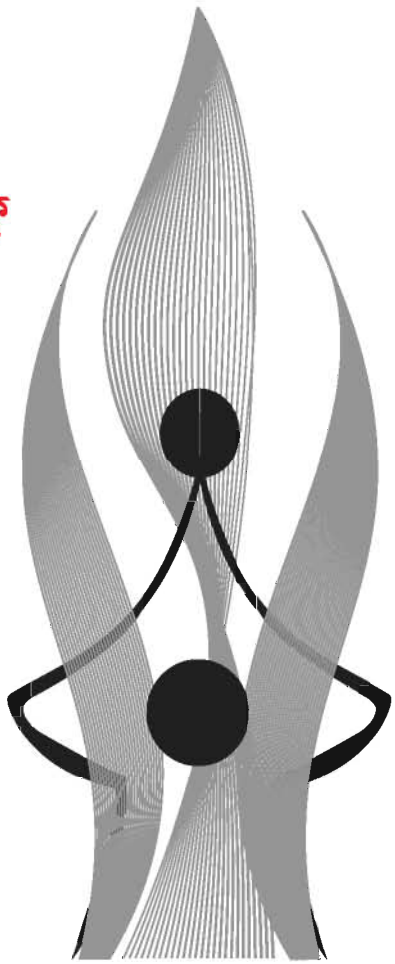

লেখক ও সম্পাদক

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া
ড. সুকোমল বড়ুয়া
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া
গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

আব্দুল মোমেন মিল্টন

সমন্বয়কারী

মোঃ আবু সালেক খান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই তবে শিক্ষকের জন্য রয়েছে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে/সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ বিভাজন করা হয়েছে।

- বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পাঠ শিক্ষার্থীদের বয়স ও জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে রচনা করা হয়েছে।
- শিক্ষক কোমলমতি শিশুদের পাঠদান ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে বাস্তবভিত্তিক এবং জীবন-ঘনিষ্ট করার বিষয়টি সর্বদা বিবেচনায় রাখবেন।
- শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দুই-তিন জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
- পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- পাঠদান আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন প্রয়োজনে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন। পাঠদানের সময় উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিষয়, শ্লোক আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণ রীতি/পদ্ধতি শিখনের সময় বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।
- দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিখন অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পাঠদানের সময় প্রত্যাশিত উদাহরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় এবং নিজের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গাথা বলতে ও লিখতে উৎসাহিত করবেন যাতে বাস্তবভিত্তিক প্রাত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।
- প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কৌশল, পদ্ধতি ও যথাযথ উদাহরণ সংযোজিত হয়েছে।
- মূল্যায়নে শিক্ষক সংস্করণে নমুনা প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন। ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে কখনো শিক্ষার্থীদেরকে তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
- সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন।

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মুল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিয়ে পূনর্মূল্যায়ন করবেন ।
- শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক উপস্থাপন ও সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন ।
- বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিচালনা করবেন ।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন । প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেবেন ।
- পাঠ্যপুস্তক পাঠদান এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা এবং অর্জিত যোগ্যতা বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবেন ।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধ	১–১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	ত্রিরত্ন বন্দনা	১৭–২৮
তৃতীয় অধ্যায়	আহার ও পানীয় পূজা	২৯–৪২
চতুর্থ অধ্যায়	উপোসথ শীল	৪৩–৫৬
পঞ্চম অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি : সূত্র পিটক	৫৭–৭০
ষষ্ঠ অধ্যায়	কুশল ও অকুশল কর্ম	৭১–৮২
সপ্তম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের শিষ্য–প্রশিষ্য	৮৩–৮৮
অষ্টম অধ্যায়	জাতক পরিচিতি	৮৯–৯৮
নবম অধ্যায়	পূর্ণিমা ও পার্বণ	৯৯–১৩৮
দশম অধ্যায়	তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান	১৩৯–১৫৮
একাদশ অধ্যায়	ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি	১৫৯–১৭০
দ্বাদশ অধ্যায়	প্রকৃতি ও পরিবেশ	১৭১–১৮০

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ

দুই হাজার পাঁচশত বছর আগের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল শুদ্ধোদন। রানির নাম ছিল মহামায়া বা মায়াদেবী। এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহামায়া পালকি চড়ে বাপের বাড়ি দেবদহ যাচ্ছিলেন। রানি লুম্বিনী উদ্যানে পৌঁছালে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজা শুদ্ধোদন পুত্র জন্ম হওয়ায় খুশি হলেন। রাজা-রানির মনোবাসনা সিদ্ধ হওয়ায় শিশুর নাম রাখলেন 'সিদ্ধার্থ'। রাজা শুদ্ধোদন নবজাত পুত্রের ভাগ্য গণনা করার জন্য গণক ডাকলেন। গণকেরা গণনা করে বললেন, যদি এ কুমার সংসারে থাকেন, তবে রাজ চক্রবর্তী হবেন। আর যদি সংসার ত্যাগ করেন তা হলে বুদ্ধ হবেন। কিন্তু একজন গণক নিশ্চিত করে বললেন, এ নবজাত শিশু নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন।

গণকেরা আরও বললেন, এ রাজকুমার জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী দর্শন করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন। এ চার নিমিত্ত যাতে কুমারের চোখের সামনে না পড়ে, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করেন। রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারের জন্য তিন ঋতু উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদের ভেতরে রাজকুমারের মনোরঞ্জনের জন্য আমোদ–প্রমোদের ব্যবস্থা করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ উনিশ বছরে পদার্পণ করেন। কুমার যাতে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ না করেন, সেজন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রস্তুতি নেন। একদিন রাজ্যের বিবাহযোগ্য যুবতীরা রাজকুমারের সামনে এলো। তারা রাজকুমারের হাত হতে উপহার গ্রহণ করল। সর্বশেষ দণ্ডপানির কন্যা যশোধরা গৌতম সিদ্ধার্থের সামনে এলো। রাজকুমার যশোধরাকে নিজ হাতের অঙ্গুরি আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। পরে যশোধরার সাথে কুমার সিদ্ধার্থের বিয়ে হয়। রাজপুত্রকে সংসার জীবনে আবদ্ধ করতে পারায় রাজা আনন্দ অনুভব করলেন।

বিয়ের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থের দিন আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। এদিকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বছরে পদার্পণ করলেন। অনেক দিন পর রাজকুমারের নগর ভ্রমণের ইচ্ছা হলো। রাজা রাজকুমারের নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন।

রাজকুমার সারথি ছন্দককে সঙ্গো নিয়ে রথে চড়ে নগর ভ্রমণে বের হলেন। প্রথম দিন

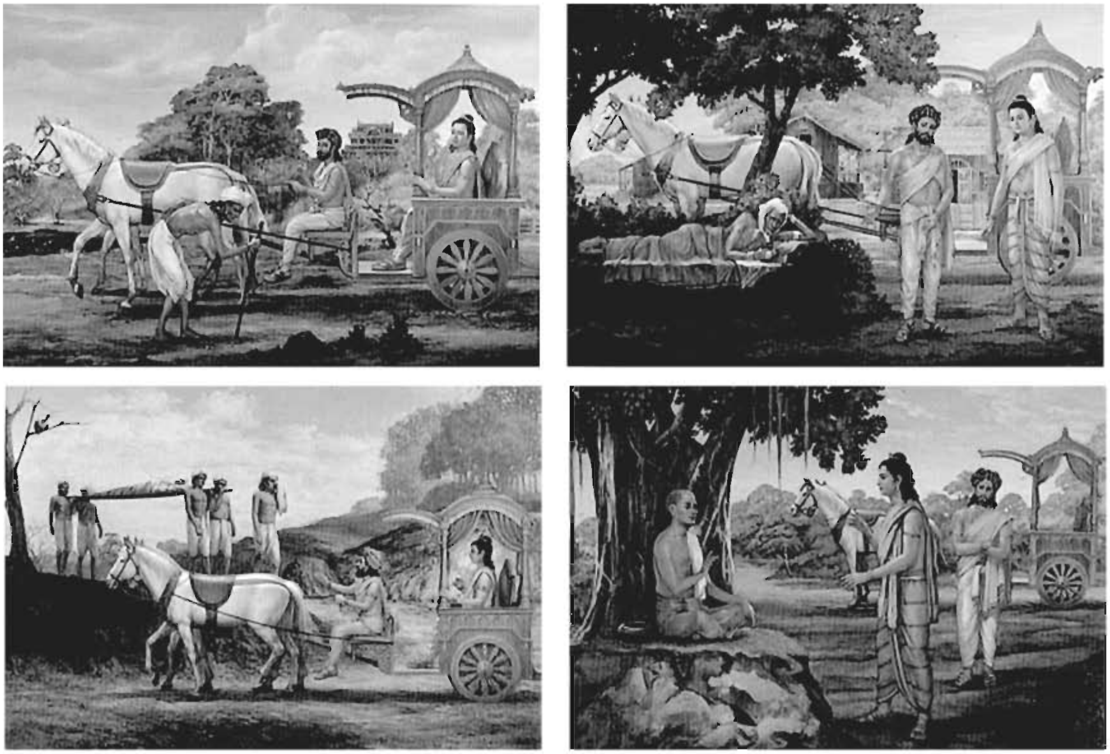

রাজকুমার সিদ্ধার্থের চার নিমিত্ত দর্শন

রাজকুমার নগরের পূর্বদিকে ভ্রমণে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর কুমারের চোখের সামনে একজন জরাগ্রস্ত মানুষ চোখে পড়ল। লোকটি লাঠি ভর করে চলছিল। থরথর করে কাঁপছিল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটি কে?' তখন ছন্দক বলল– প্রভু এ লোকটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি। আপনাকেও একদিন জরাগ্রস্ত হতে হবে। রাজকুমার এ কথা শুনে মর্মাহত হলেন। সেদিন দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় দিন নগরের দক্ষিণ দিকে ভ্রমণে বের হলেন। সেদিন দেখলেন, একজন ব্যাধিগ্রস্ত লোক। রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন এ লোকটি ব্যাধিগ্রস্ত। একদিন তাঁকেও ব্যাধিগ্রস্ত হতে হবে। সেদিনও রাজকুমার দুঃখিত মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

তৃতীয় দিন নগরের পশ্চিম দিকে নগর ভ্রমণে বের হয়ে একটি মৃত ব্যক্তি দর্শন করলেন। তাকে চারজন লোক কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেক লোক কাঁদছিল। কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, একদিন তাঁকেও মরতে হবে। সেদিনও কুমার সিদ্ধার্থ মনে দুঃখ নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

চতুর্থ দিন নগরের উত্তর দিকে ভ্রমণে বের হন। সেদিন একজন গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী দেখে পুলকিত হলেন। কুমার সিদ্ধার্থ ভেবে সিদ্ধান্ত নিলেন,পৃথিবীর দুঃখ মুক্তির জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন। পরে তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে সংবাদ পেলেন, তাঁর একটি পুত্র জন্ম নিয়েছে। পুত্রের জন্মের সংবাদ শুনে বলে উঠলেন, রাহু আমায় গ্রাস করতে এসেছে।

রাজকুমারের মুখে রাহু কথা শুনে নবজাত শিশুর নাম রাখা হলো রাহুল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত হতে কীভাবে মুক্ত হবেন,নির্জনে বসে বসে তা ভাবছিলেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। চাঁদের আলোতে সমস্ত নগর আলোকিত। সিদ্ধার্থ এখনই গৃহত্যাগের উপযুক্ত সময় মনে করে সারথি ছন্দককে ডাকলেন। ছন্দক কন্থক নামক অশ্ব সাজিয়ে আনে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যশোধরার শয়নকক্ষে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে নবজাত সন্তানকে এক নজর দেখেন। পরে গভীর রাতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ ও সারথি ছন্দক অশ্বে আরোহণ করেন। ভোর বেলায় অনোমা নদীর তীরে গেলেন। গায়ের রাজপোশাক খুলে ছন্দককে বিদায় দেন। ছন্দক বিষণ্ন মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। এরপর সিদ্ধার্থ তলোয়ার দিয়ে নিজ মাথার চুল কেটে ফেলেন। সে চুল আকাশে উড়িয়ে দেন। দেবতারা সে চুল গ্রহণ করে বিহারে স্থাপন করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ মুক্তি লাভের আশায় এক আশ্রম হতে অন্য আশ্রমে যাচ্ছিলেন। প্রথমে যান আড়ার–কালাম নামক একজন ঋষির আশ্রমে। সেখান থেকে গেলেন রুদ্রক রামপুত্রের আশ্রমে। তাঁদের নিকট মুক্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা না দেখে, নিজেই সাধনা করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। এরপর কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রিয় , বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামক পাঁচজন সাধকের সঙ্গে সাধনা করলেন। কিন্তু পরে তাঁদের ত্যাগ করে গয়ার দূরবর্তী ডুঙ্গেশ্বরী নামক এক পাহাড়ের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। আহার–নিদ্রা ত্যাগ করে সাধনা আরম্ভ করেন। শরীরের রক্ত-মাংস শুকিয়ে যায়। চলন শক্তি হারিয়ে ফেলেন। শরীরের কঙ্কালসার দেখা দেয়।

এ কঠোর তপস্যার দ্বারা শরীর দুর্বল হয়ে যায়। তখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ চিন্তা করলেন, আত্মনিগ্রহ দ্বারা এবং অতি ভোগের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মধ্যম পথই সাধনার জন্য উত্তম হবে মনে করে সেনানী গ্রামের দিকে রওনা হলেন। তখন হতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ অল্প অল্প আহার গ্রহণ করতে লাগলেন। এ কারণে গায়ে শক্তি ফিরে পেলেন।

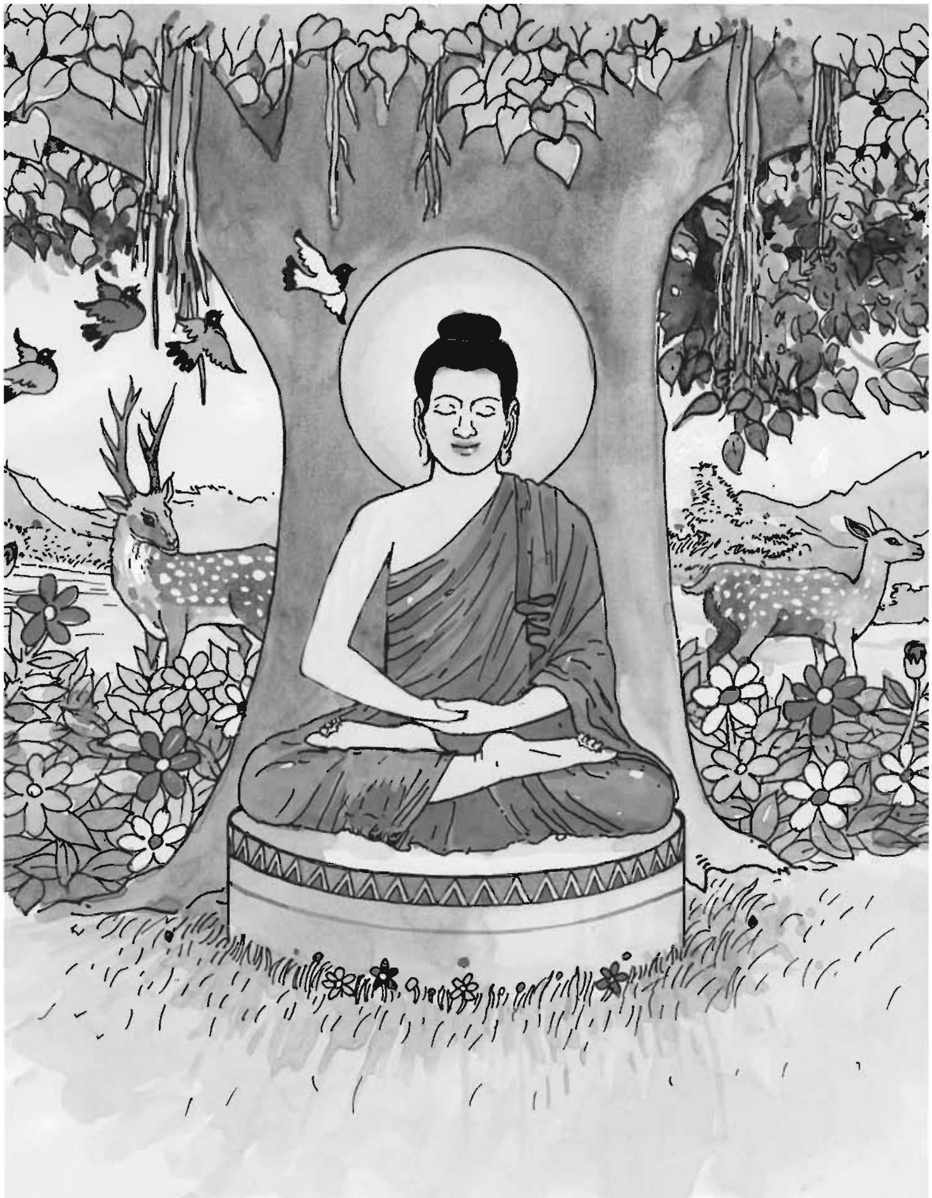

কঠোর সাধনারত সিদ্ধার্থ গৌতম

সেনানী গ্রামে এসে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বসলেন। সে সেনানী গ্রামের কুলবধূ ছিলেন সুজাতা। বিয়ের পর প্রথম গর্ভে যদি পুত্রসন্তান লাভ হয় তা হলে বৃক্ষ দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেবেন।

সুজাতার পূর্ণা নাম্নী এক দাসী ছিল। তিনি পূর্ণাকে অশ্বত্থ বৃক্ষতলা পরিষ্কার করার জন্য আদেশ দেন। পূর্ণা দাসী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় গৌতম সিদ্ধার্থকে দেখল। বাড়িতে গিয়ে সুজাতাকে অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় বৃক্ষ দেবতা বসে আছেন বলে জানাল। সুজাতা তাড়াতাড়ি সোনার থালায় পায়সান্ন নিয়ে বৃক্ষ দেবতার সামনে গেলেন। দেবতাকে বন্দনা করে পায়সান্ন দান করলেন। গৌতম সিদ্ধার্থ পায়সান্ন ভোজন করলেন।সুজাতা সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাকে বললেন, ‘হে দেবতা! আমার পুত্রের যাতে মঙ্গল হয়, সেজন্য আশীর্বাদ করুন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন, উপাসিকা! তোমার আশা পূর্ণ হোক।’

এরপর গৌতম সিদ্ধার্থ পায়সান্ন ভোজন করে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করেন। স্বর্ণ থালাটি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে অধিষ্ঠান করেন। যদি আমি বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারি, তাহলে

সিদ্ধার্থ গৌতমকে সুজাতার পায়সান্ন দান

থালাটি যেন ভাটিতে চলে যায়। তাঁর ইচ্ছানুসারে থালাটি ভাটিতে চলে গেল। তিনি যে বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম হবেন, এতে নিশ্চিন্ত হলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্নার আলোতে সমস্ত পৃথিবী ঝলমল করছিল। এমন সময় গৌতম সিদ্ধার্থ সন্ধ্যাবেলার পূর্বে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে যান। সেখানে

একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। গৌতম সিদ্ধার্থ অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বজ্রাসনে পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করেন।

আসনে উপবেশন করে সংকল্প গ্রহণ করলেন–
"এ আসনে দেহ মোর যাক শুকাইয়া,
অস্থি চর্ম মাংস সব যাক বিনাশিয়া;

বোধিবৃক্ষের নিচে মার বিজয়ী বুদ্ধ

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,
টলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে।”

এ সময় পাপমতি মার ভীষণ আকৃতির গিরিমেঘলা নামক হস্তীর পিঠে আরোহণ করে। পরে হুংকার দিয়ে গৌতম সিদ্ধার্থের সামনে আসে। সহস্র হস্তে অস্ত্র ধারণ করে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য ভয় দেখাচ্ছিল। সিদ্ধার্থের ওপর উত্তপ্ত শিলা নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু মারের সব আক্রমণ ব্যর্থ হলো। গৌতম সিদ্ধার্থ সংকল্পে অবিচল রইলেন। পাপমতি মার দিশেহারা হয়ে আপন কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য আদেশ দিল। কিন্তু মারের কন্যারা কোনোভাবেই গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারেনি। পরে মার ধ্যান ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে সসৈন্যে গৌতম সিদ্ধার্থের সম্মুখ হতে পালিয়ে যায়।

গৌতম সিদ্ধার্থ এভাবে মার বিজয় করেন। পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। সেদিনও বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম গগনে অস্ত যাচ্ছিল। তিনি সে পূর্ণিমা রাতের তৃতীয় যামে– সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন। তখন গৌতম সিদ্ধার্থের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করলেন।সমস্ত পৃথিবীতে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ করে আনন্দে বুদ্ধ এ উদান গাথা উচ্চারণ করলেন–

সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ

"পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর;

ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়।
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পেয়েছে ক্ষয়।"

ছয় বছর কঠোর সাধনার পর বুদ্ধ হলেন। বুদ্ধ হয়ে আপন জ্ঞানের আলোতে জগৎবাসীকে আলোকিত করেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কত বছর বয়সে কুমার সিদ্ধার্থ বিবাহ করেন?
ক. পনের বছরে　　খ. উনিশ বছরে
গ. একুশ বছরে　　ঘ. পঁচিশ বছরে

২. কুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণের সময় কয়টি দৃশ্য দেখেছিলেন?
ক. চারটি　　খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি　　ঘ. সাতটি

৩. কন্থক কিসের নাম?
ক. হাতি　　খ. অশ্ব
গ. গাধা　　ঘ. গরু

৪. কুমার সিদ্ধার্থ কত বছর কঠোর সাধনা করেন?
ক. ছয় বছর　　খ. সাত বছর
গ. আট বছর　　ঘ. নয় বছর

৫. কে সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন দান করেন?
ক. বিশাখা　　খ. গৌতমী
গ. সুজাতা　　ঘ. হেমলতা

৬. মানুষের জন্মের কারণ কী?
ক. তৃষ্ণা　　খ. বিলাসিতা
গ. ভোগ　　ঘ. সুখ

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আর যদি .... ত্যাগ করেন তাহলে বুদ্ধ হবেন।
২. একজন .... লোক রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে।
৩. দেবতারা সে চুল গ্রহণ করে .... স্থাপন করেন।
৪. সিদ্ধার্থের ওপর উত্তপ্ত .... নিক্ষেপ করছিল।
৫. বুদ্ধত্ব লাভ করার পর দেবতারা .... করল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. একজন গণক নিশ্চিত করে বললেন	১. আরম্ভ করেন।
২. এ লোকটি সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা	২. ভঙ্গ করতে পারেনি।
৩. কুমার সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্যা	৩. নবজাত শিশু বুদ্ধ হবেন।
৪. সত্যের সন্ধানে রাজকুমার	৪. হতে মুক্তির জন্য সন্ন্যাসী হয়েছেন।
৫. মারের কন্যারাও সিদ্ধার্থের ধ্যান	৫. সেনানী নামক গ্রামে পৌছালেন।
	৬. নগর ভ্রমণে যান।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. গৌতম সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করলে কী হবেন?
২. রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্য কয়টি প্রাসাদ নির্মিত হয়?
৩. রাজা শুদ্ধোদন কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
৪. কোন পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন?
৫. কে গৌতম সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন দান করেন?
৬. গৌতম সিদ্ধার্থ কত বছর বয়সে বুদ্ধ হন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুমার সিদ্ধার্থের বিবাহের ঘটনা লেখ।
২. সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণের বর্ণনা দাও।
৩. মুক্তির সন্ধানে গৌতম সিদ্ধার্থ কোন কোন ঋষির নিকট যান?
৪. গৌতম সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যার বর্ণনা দাও।
৫. বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ যে উদান গাথা উচ্চারণ করেন তা লেখ।

প্রথম অধ্যায়
গৌতম বুদ্ধ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের চার নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.২ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ঘটনা বলতে পারবে।
১.৩ সিদ্ধার্থ গৌতমের কঠোর তপস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.৪ গৌতম কেন মধ্যমপথ অবলম্বন করেছিলেন তা বলতে পারবে।
১.৫ সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের চার নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.১.২ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবে।
১.১.৩ সিদ্ধার্থের বিবাহ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।
১.২.১ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১.৩.১ সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.৩.২ সিদ্ধার্থ গৌতম কেন ঋষির সান্নিধ্যে এসেছিলেন তা বলতে পারবে।
১.৪.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের মধ্যমপথ অবলম্বনের কারণ বর্ণনা করতে পারবে।
১.৪.২ সুজাতার পায়সান্ন দান সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.৫.১ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ বর্ণনা করতে পারবে।
১.৫.২ গৌতম বুদ্ধের প্রথম উদান গাথা আবৃত্তি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১

বিষয়বস্তু : 'দুই হাজার ------------- আনন্দ অনুভব করলেন।'

শিখনফল

১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের চার নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.১.৩ সিদ্ধার্থের বিবাহ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

উপকরণ

গৌতম বুদ্ধের চিত্র, ফ্ল্যাশ কার্ড, ভিডিও চিত্র/ স্লাইড,পোস্টার পেপার।

২ ।এক কথায় উত্তর দাওঃ-

ক) কত বৎসর বয়সে রাজকুমার নগর ভ্রমনে বের হয়েছিলেন?
খ) সিদ্ধার্থ কার সঙ্গে নগর ভ্রমনে বের হয়েছিলেন?
গ) প্রথম দিন নগর ভ্রমনে বের হয়ে কাকে দেখেছিলেন?
ঘ)মৃত ব্যক্তি দেখে সারথীকে জিজ্ঞাসা করে কুমার কী জানতে পারলেন?
ঙ) কুমার সিদ্ধার্থ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- গৌতম বুদ্ধের চিত্র দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণমূলক প্রশ্ন করে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- গৌতম বুদ্ধের জীবনভিত্তিক ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করতে পারবেন।
- ফ্যাশ কার্ডের সাহায্যে সিদ্ধার্থের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠশেষে কী জানলো তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন।

  ক) কপিলাবস্তু কোথায় অবস্থিত ছিল?

  খ) রাজা শুদ্ধোদন কেন খুশি হয়েছিলেন?

  গ) গণকেরা কী বলেছিলেন?

  ঘ) রাজা পুত্রের নাম কী রাখলেন?

  ঙ) যশোধরা কে ছিলেন?
- জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- সঠিক উত্তর যাচাই করবেন।
- শ্রেণিকে চারটি দলে ভাগ করবেন ও নিচের বিষয়গুলো বণ্টন করে দিন।

  ক) সিদ্ধার্থের জন্ম

  খ) গণকের ভবিষ্যত বাণী

  গ) চারনিমিত্ত ও রাজা শুদ্ধোদনের পরিকল্পনা

  ঘ) সিদ্ধার্থের বিয়ে
- দলগত কাজ মনিটরিং করবেন ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
- দলগত কাজ উপস্থাপন।

মূল্যায়ন

১. শূন্য স্থান পূরণ কর:

ক) রাজা ——— নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন।

খ) প্রথম দিন রাজকুমার নগরের ——— ভ্রমনে গেলেন।

গ) প্রভু এ লোকটি ——— বৃদ্ধ ব্যক্তি।

ঘ) রাজকুমার একথা শুনে ——— হলেন।

ঙ) দুঃখ মুক্তির জন্য তিনি ——— ধর্ম গ্রহণ করবেন।

বাড়ির কাজ

- সিদ্ধার্থের জন্ম কাহিনী বর্ণনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১-২

বিষয়বস্তু

' বিয়ের পর রাজকুমার --------------- ধর্ম গ্রহণ করবেন।'

১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের চার নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.১.২ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ :

পুস্তকের প্রদত্ত চিত্র, পোস্টার পেপার, স্লাইড ইত্যাদি

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- পুস্তকের চিত্র প্রদর্শন করে ছবিতে কী দেখছে জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- শ্রেণির উদ্দেশে চিত্রসমূহ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করতে বলবেন।
- প্রশ্ন করবেন
  ক) এ ঘটনাগুলোকে কী বলে?
  খ) কে এসব দেখেছিলেন?
- পাঠ ঘোষণা করবেন : সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ ও চার নিমিত্ত দর্শন
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠটি চারটি দলে ভাগ করে দিন।
- প্রত্যেক দল নির্ধারিত পাঠের বিষয় আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখবে।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে।
- প্রশ্ন করবেন : চার নিমিত্ত দেখে সিদ্ধার্থ কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

মূল্যায়ন

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।
ক) নবজাত শিশুর নাম রাহুল হলো কি ভাবে?
খ) সিদ্ধার্থ কী ভাবে রাজ প্রাসাদ ত্যাগ করলেন?
গ) অনোমা নদীর তীরে সিদ্ধার্থ কী করলেন?
ঘ) সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যা কি রকম ছিল?
ঙ) সিদ্ধার্থ সাধনার জন্য কেন মধ্যম পথ গ্রহন করলেন?

বাড়ির কাজ

- সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ বর্ণনা কর।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৩

বিষয়বস্তু

পরে তিনি রাজপ্রাসাদে -------------- শক্তি ফিরে পেলেন।

শিখনফল

১.২.১ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১.৩.১ সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.৩.২ সিদ্ধার্থ গৌতম কেন ঋষির সান্নিধ্যে এসেছিলেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ

গৃহত্যাগের চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- গৃহত্যাগের চিত্র প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে প্রশ্ন করে জেনে নিবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন।
- সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কাহিনী গল্পাকারে বলবেন।
- পাঠটি পড়ার নির্দেশ দেবেন।
- ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।
- নমুনা : সিদ্ধার্থ পুত্র সন্তানের জন্ম-সংবাদ পেয়ে কী বললেন?
- সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যা সম্পর্কে পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ও জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- ছোট ছোট প্রশ্ন করে পাঠের বোধগম্যতা যাচাই করবেন।
- নমুনা :

  ক) সিদ্ধার্থ প্রথমে কোন ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন?

  খ) রামপুত্র রুদ্রক কে ছিলেন?

  গ) সিদ্ধার্থ কীভাবে তপস্যা করেন?

  ঘ) সিদ্ধার্থ কোন পথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন?
- কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন।
- প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেবেন।

মূল্যায়ন

ক) শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. রাজকুমার সিদ্ধার্থ ----শয়ন কক্ষে গেলেন।

২. দেবতারা সে চুল গ্রহণ করে ---- স্থাপন করেন।

৩. আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ---- আরম্ভ করেন।

৪. এ কঠোর ---- দ্বারা শরীর দুর্বল হয়ে যায়।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ

১. সিদ্ধার্থ কীভাবে গৃহত্যাগ করলেন?

২. সিদ্ধার্থ কেন মধ্যম পথ অবলম্বন করেন?

বাড়ির কাজ

- মুক্তি লাভের আশায় সিদ্ধার্থ কী কী করেন বর্ণনা কর।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৪–৫

বিষয়বস্তু : 'সেনানি গ্রামে এসে-------এতে নিশ্চিন্ত হলেন।'

শিখনফল

১.৪.২ সুজাতার পায়সান্ন দান সম্পর্কে বলতে পারবে ।

উপকরণ

পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :

- ক) বৈশাখী পূর্ণিমায় আমরা কেন উৎসব করি?
  খ) ঐদিন আমরা বিশেষ কী খাবার খাই? কেন খাই?
- পাঠ ঘোষণা করবেন : বুদ্ধকে সুজাতার পায়সান্ন দান ।
- পুস্তকের চিত্রটি দেখতে বলবেন এবং চিত্রে কী দেখছে তা বন্ধুর সাথে আলোচনা করতে বলবেন ।
- শ্রেণির উদ্দেশে চিত্রটি বর্ণনা করতে বলবেন ।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ।
- সুজাতার পায়েস দানের ঘটনাটি বর্ণনা করতে বলবেন ।
- নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন :
  ক) সুজাতা কে ছিলেন?
  খ) সুজাতা কাকে পায়েস দান করেছিলেন?
  গ) বৃক্ষ দেবতা আসলে কে ছিলেন?
- প্রশ্নের উত্তর মৌখিকভাবে আদায় করবেন ।
- উত্তর খাতায় লিখে দেখাতে বলবেন ।

মূল্যায়ন

১ । সঠিক উত্তর(√) দাওঃ-

ক) সেনানী গ্রামের কুলবধু ছিলেন–

১. মালিণী ২. সুজাতা ৩.কল্যানী ৪.যশোধরা

খ) অশ্বথ বৃক্ষতলা কে পরিষ্কার করেছিল?

১.মৃন্ময়ী ২.সুজাতা ৩.দাসী পূর্ণা ৪.দাসী শিবানী

গ) বৃক্ষদেবতা কোথায় বসেছিলেন?

১.আম্রকাননে ২.কুঞ্জবনে ৩.অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ৪ বেনুবনে

ঘ) বৃক্ষদেবতাকে কী দান করলেন?

১.ফল ২. পায়সান্ন ৩. দুধ ৪.পলান্ন

২ । গৌতম সিদ্ধার্থ সুজাতাকে কী ভাবে আশীর্বাদ করেন?

৩ । মার কেন পালিয়ে গেল?

বাড়ির কাজ

- সুজাতার পায়সান্ন দানের ঘটনাটি বর্ণনা কর ।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৫–৬

বিষয়বস্তু

'বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি ---------------- সম্মুখ হতে পালিয়ে যায় ।'

শিখনফল

১.৫.১ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ বর্ণনা করতে পারবে ।

উপকরণ :

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত রঙিন চিত্র ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :

  ক) বৈশাখী পূর্ণিমা কেন বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব?

- পাঠ ঘোষণা করবেন : বুদ্ধত্ব লাভ
  পুস্তকের চিত্রটি দেখে চিত্রে কী আছে বর্ণনা করতে বলবেন ।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন ।
- নিচের শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন, শব্দগুলো থেকে প্রতিটির পরিচয় আলাদা কাগজের টুকরায় লিখে ভাঁজ করে একটি সংরক্ষিত বাক্সে (পোস্ট বক্স) ফেলতে হবে । একটি করে দেখাতে হবে : উরুবিল্ব - নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গ্রাম ।
- নির্বাচিত শব্দ : অশ্বত্থ বৃক্ষ, মার, গিরিমেঘলা, রতি, আরতি, তৃষ্ণা, বজ্রাসন ।
  পোস্টবক্সের চিরকুটগুলো সংগ্রহ করে সঠিকতা যাচাই করবেন ।
- সঠিক উত্তরের জন্য হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন ।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি, বাড়ির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন ।

বাড়ির কাজ

- মারের সাথে গৌতমের যুদ্ধ বর্ণনা কর ।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৫–৬

বিষয়বস্তু

'গৌতম সিদ্ধার্থ এভাবে--------আলোকিত করেন ।'

শিখনফল

১.৫.২ গৌতম বুদ্ধের প্রথম উদান গাথা আবৃত্তি করতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকের রঙিন চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

বুদ্ধের ছবিটি প্রদর্শন করে বুদ্ধের গুণাবলি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবেন।

- পাঠ ঘোষণা করবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
  উদান গাথাটি শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরও আবৃত্তি করতে বলবেন।
- পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন :
  ক) গৌতম সিদ্ধার্থ কখন বোধিজ্ঞান লাভ করেন?
  খ) তখন তাঁর বয়স কত ছিল?
  গ) দেবতারা কী করলো?
  ঘ) বুদ্ধ কেন উদান গাথা উচ্চারণ করলেন?
  ঙ) বুদ্ধ কত বছর সাধনা করেছিলেন?
- মৌখিক উত্তর যাচাইয়ের পরে খাতায় লিখতে বলবেন।
- লিখিত উত্তরের সঠিকতা যাচাই করবেন।

মূল্যায়ন

- উদান গাথাটি আবৃত্তি কর।
- বুদ্ধত্ব লাভের পরে কি কি ঘটেছিল বর্ণনা কর।

বাড়ির কাজ

- উদান গাথাটি লিখবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিরত্ন বন্দনা

বৌদ্ধধর্মে 'ত্রিরত্ন' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়। তোমরা জান 'ত্রি' অর্থ তিন। 'রত্ন' শব্দের অর্থ মূল্যবান বস্তু। তাই এই তিন রত্ন 'ত্রিরত্ন' নামে পরিচিত। পৃথিবীতে যত মূল্যবান বস্তু আছে, ত্রিরত্নই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীতে যত রকমের রত্ন আছে, সেগুলো লৌকিক জগতের রত্ন। এগুলো ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘরত্ন হলো চিরস্থায়ী। সে ত্রিরত্নকে স্মরণ করলে মহামঙ্গল হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ লাভ হয়।

ত্রিরত্নের গুণ অপরিসীম। সংসারজীবনে রত্ন ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। মৃত্যুর পর সেসব রত্ন পরলোকে সঙ্গে যায় না। কিন্তু ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হলে পুণ্য সঞ্চিত হয়। সে পুণ্য মৃত্যুর পর মানুষকে সুখময় স্থানে নিয়ে যায়। তাই নিয়মিত ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হওয়া সকলের কর্তব্য।

প্রতিদিন শ্রদ্ধার সাথে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করবে। ত্রিরত্নের মধ্যে বুদ্ধ রত্ন সর্বশ্রেষ্ঠ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধের উপদেশ বাণী 'ধর্ম' নামে পরিচিত। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হলো নীতিবাক্য। বুদ্ধের নীতিবাক্য ও শীল যাঁরা মানেন, অনুশীলন ও প্রতিপালন করেন, তাঁরা 'সংঘ' নামে সুপরিচিত। ত্রিরত্নের গুণ সীমাহীন। ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা সম্ভব নয়। কল্পকাল ধরে ত্রিরত্নের গুণ বললেও কল্প শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ত্রিরত্ন গুণ শেষ হবে না।

বৌদ্ধধর্ম মতে, ত্রিরত্নের মর্যাদা সকলের ওপরে। সেজন্য শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকারা নিয়মিত ত্রিরত্নের অনন্ত গুণ স্মরণ করে। যারা ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করে না, তাদের জীবনধারণ অসার। ত্রিরত্নর শরণ নিলে জীবনে সুখ লাভ করা যায়। সেজন্য বৌদ্ধরা প্রতিনিয়ত ত্রিরত্নের শরণাগমন করে।

ত্রিরত্ন অনন্ত গুণের আধার। ত্রিরত্নর গুণ স্মরণ করে প্রশংসামূলক গাথা আবৃত্তি করা উচিত। প্রশংসামূলক গাথাই প্রশস্তি । প্রশস্তি গাথা পাঠ করলে নিজ মন পরিশুদ্ধ হয়। মনে পুণ্য উৎপন্ন হয়। মরণের পর স্বর্গসুখ লাভ হয়।

বুদ্ধের নয় গুণ বন্দনা

ভগবান অরহত তিনি এ কারণ,
সম্যক সম্বুদ্ধ পূর্ণ বিদ্যা আচরণ।

সুগত ও লোকবিদ আর অনুত্তর,
সারথি পুরুষ দম্য ত্রিলোক ভাস্কর।

দেব–নর গুরু তিনি বুদ্ধ ভগবান,
স্মরি গুণ নিত্য বন্দি চরণ মহান।

নির্বাণ লভিব আমি বুদ্ধের কারণে,
গমন করিনু এখন ভক্তিযুত মনে।

বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে ত্রিরত্ন বন্দনারত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু কিশোর-কিশোরী

ধর্মের ছয় গুণ বন্দনা

সুব্যাখ্যাত ধর্ম এই বুদ্ধ সুভাষিত,
সৎ–দৃষ্টিক অকালিক সাধু প্রশংসিত।

এসে দেখার যোগ্য নির্বাণের পথ,
জ্ঞানীগণ বিধিতব্য মুক্তি মনোরথ।

নির্বাণ লভিব আমি ধর্মের শরণে,
গমন করিনু এখন ভক্তিযুত মনে।

সংঘের নয় গুণ বন্দনা

সুমার্গে সুপ্রতিপন্ন বুদ্ধ শিষ্যগণ,
ঋজু আর্য অষ্টমার্গে উদ্দেশ্যে গমন।

ন্যায়–পন্থী ভগবান শ্রাবক সকল,
সমীচীন পন্থী যারা অতীব সরল।

এই যে যুগল চারি অষ্ট আর্য নর,
মার্গস্থ ফলস্থ ভেদে নির্বাণ দোসর।

আহ্বান দানের যোগ্য উপনীতে দান,
পাইবার যোগ্য পাত্র দক্ষিণা মহান।

ভক্তির অঞ্জলি যোগ্য পুণ্য ক্ষেত্র সার,
ইহা ভিন্ন মানবের কিবা আছে আর।

নির্বাণ লভিব আমি সংঘের শরণে,
গমন করিনু এবে ভক্তি যুত মনে।

নিচে ত্রিরত্ন প্রশস্তি উল্লেখ করা হলো :

পূর্বেই বলা হয়েছে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ত্রিরত্ন নামে পরিচিত। এ ত্রিরত্নের অপ্রমেয় গুণ স্মরণ করে বন্দনা করলে মানুষের মঙ্গল হয়। নিম্নে বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ ও সংঘের নয়গুণ এই ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় উল্লেখ করা হলো –

নয়গুণ সম্পন্ন বুদ্ধ বন্দনা

পালি

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথী, সত্থাদেবমনুস্‌সানং, বুদ্ধো, ভগবাতি।

বাংলা অনুবাদ

সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুপথে গমনকারী, সমস্ত জড় অজড় জগৎ জ্ঞাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ দেব–ব্রহ্মা–নর–যক্ষ-তির্যক প্রভৃতির অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব–মনুষ্যদের শিক্ষক, বুদ্ধ, ভগবান।

ছয়গুণ সম্পন্ন ধম্ম বন্দনা

পালি

স্বাকখাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্‌সিকো, ওপনাযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্‌ঞূহী'তি।

বাংলা অনুবাদ

ভগবান কর্তৃক ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, ফল প্রদানে কালাকাল বিরহিত, 'এসে দেখ' এই রূপ বলবার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতব্য।

নয়গুণ সম্পন্ন সংঘ বন্দনা

পালি

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্‌ঠ পুরিসপুগ্‌গলা এস ভগবতো সাবকসংঘো, আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো, দক্‌খিণেয্যো অঞ্জলিকরণীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্‌ঞক্‌খেত্তং লোকস্‌সা'তি।

বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে ত্রিরত্ন বন্দনারত উপাসক-উপাসিকা ও বালক-বালিকা

বাংলা অনুবাদ

ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন, যথার্থ, উত্তম প্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চার যুগল এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চার প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পুজার যোগ্য, অঞ্জলিপুটে নতশিরে বন্দনা করবার যোগ্য ও সমস্ত দেব নর সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

বৌদ্ধদের নিকট ত্রিরত্ন অতি পবিত্র ও পূজার যোগ্য পাত্র। সেজন্য সব সময় ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করা কর্তব্য। অনন্তগুণসম্পন্ন বলে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করলে নিজের মঙ্গল হয়। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারীরা ধার্মিক হয়। ধার্মিক হলে মানুষের নিকট শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে। দেবতারাও তাদেরকে বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করেন। এজন্য ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করা সকলের কর্তব্য।

প্রত্যেক মানুষই নিজের ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। বৌদ্ধদের প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করতে হয়। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ–এ ত্রিরত্নের প্রতি বন্দনা জানাতে হয়। সকাল এবং সন্ধ্যা দুই বেলা ত্রিরত্ন বন্দনা করার অভ্যাস করা সকলের কর্তব্য। বন্দনার সময় ত্রিরত্নের গুণাবলি উচ্চারণ করতে হয়। এরপর ত্রিপিটক গ্রন্থের যে কোনো অংশ হতে পাঠ বা আবৃত্তি করলে মানুষের মঙ্গল হয়। সূত্রপাঠ, ধর্মালোচনা দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। ত্রিরত্ন বন্দনার অভ্যাস নিজ জীবনে রূপায়িত করা সকলের কর্তব্য। ত্রিরত্ন বন্দনার অভ্যাস অন্যদের মাঝেও যাতে প্রতিফলিত হয়, সেজন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. 'ত্রি' শব্দের অর্থ কী?

ক. তিন　　খ. তিরিশ
গ. ত্রাণ　　ঘ. ত্রিবিধ

২. বুদ্ধ কয়টি গুণ সম্পন্ন?

ক. আটটি　　খ. নয়টি
গ. দশটি　　ঘ. বারটি

৩. কোন স্মরণ গ্রহণ করলে মানুষের সর্ববিধ মঙ্গল হয়?

ক. রাজা　　খ. মণিরত্ন
গ. ধনরত্ন　　ঘ. ত্রিরত্ন

৪. অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি কে?

ক. রাজা　　খ. যক্ষ
গ. শিক্ষক　　ঘ. বুদ্ধ

৫. সুপথের প্রতিপন্ন কারা?

ক. সারথি　　খ. সংঘ
গ. ভিক্ষু　　ঘ. উপাসক

৬. সর্বদা মানুষকে কী করতে উপদেশ দেবে?

ক. সূর্য বন্দনা　　খ. চন্দ্র বন্দনা
গ. দেব বন্দনা　　ঘ. ত্রিরত্ন বন্দনা

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বুদ্ধ, ধর্ম ও .... রত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।
২. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণ .... ন্যায় ....।
৩. ভগবান কর্তৃক .... উত্তমরূপে ....।
৪. ত্রিরত্নের প্রতি .... ধার্মিক হয়।
৫. প্রত্যেক মানবই নিজের ধর্মের .... মেনে চলে।
৬. বন্দনার সময় .... গুণাবলি উচ্চারণ করতে হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হলে	১. একমাত্র পূজার পাত্র।
২. বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন অনুসারে	২. নিষ্পাপ পুণ্য সঞ্চিত হয়।
৩. নির্বাণ লভিব আমি	৩. বুদ্ধের কারণে।
৪. মানুষ মাত্রই	৪. ত্রিরত্নের মর্যাদা সকলের ওপরে।
৫. জগতের মধ্যে ত্রিরত্নই	৫. সুখ চায়।
	৬. যত্নবান হওয়া উচিত।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ‘ত্রিরত্ন’ শব্দের অর্থ কী?
২. কারা ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করে?
৩. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণ কিসের ন্যায় সীমাহীন?
৪. কার প্রশস্তি দ্বারা মন–প্রাণ পুণ্যময় হয়?
৫. কাকে ‘অরহত’ বলা হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ত্রিরত্ন কী? ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা কর।
২. পদ্যাকারে বুদ্ধের নয়গুণ বর্ণনা লেখ।
৩. বুদ্ধের নয়গুণ ও ধর্মের ছয়গুণ বন্দনা পালিতে লেখ।
৪. সংঘের নয়গুণ বাংলায় লেখ।
৫. ত্রিশরণ গ্রহণের দ্বারা কী মঙ্গল হয় বর্ণনা কর।
৬. ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিরত্ন বন্দনা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ 'ত্রিরত্ন'- এর অর্থ বলতে পারবে।
২.২ ত্রিরত্ন কী তা ব্যাখ্যাসহ বলতে পারবে।
২.৩ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণাবলি বলতে পারবে।
২.৪ ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
২.৫ ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে পারবে।
২.৬ ত্রিরত্ন বন্দনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
২.৭ পরিবারের সকলের সাথে একত্রে বন্দনা করতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ ত্রিরত্নের অর্থ বলতে পারবে।
২.১.২ ত্রিরত্ন কয়টি বলতে পারবে।
২.২.১ ত্রিরত্ন কী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২.৩.১ ত্রিরত্নের গুণাবলি বলতে পারবে।
২.৩.২ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্পর্কে জানতে পারবে।
২.৪.১ ত্রিরত্ন প্রশস্তি বাংলা পদ্যাকারে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৪.২ ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
২.৫.১ ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।
২.৫.২ ত্রিশরণ কী বলতে পারবে।
২.৬.১ ত্রিশরণ গ্রহণের মাধ্যমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।
২.৬.২ ত্রিরত্ন বন্দনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
২.৭.১ নিয়মিত বন্দনার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১০

বিষয়বস্তু

'বৌদ্ধধর্মে 'ত্রিরত্ন' একটি .... সকলের কর্তব্য।'

শিখনফল

২.১.১ ত্রিরত্নের অর্থ বলতে পারবে।
২.১.২ ত্রিরত্ন কয়টি বলতে পারবে।
২.২.১ ত্রিরত্ন কী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২.৫.২ ত্রিশরণ কী বলতে পারবে।

উপকরণ

ফ্ল্যাশ কার্ড, অডিও সিডি, চিত্র/স্লাইড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ লেখা তিনটি ফ্যাশ কার্ড পর্যায়ক্রমে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন-
  ক) কি দেখছ?
  খ) এঁদের কী বলা হয়?
  গ) ত্রিরত্নের উদ্দেশে আমরা কী করি?
- ত্রিরত্নের উদ্দেশে আমরা বন্দনা করি- এই বলে পাঠ ঘোষণা করবেন, ত্রিরত্ন বন্দনা।
- চিত্র বা স্লাইডে ত্রিরত্ন বন্দনারত উপাসকদের দেখান ও কী কী দেখছে তা বর্ণনা করতে বলবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- পাঠটির বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-
  ক) ত্রি অর্থ কি?
  খ) রত্ন অর্থ কি?
  গ) বৌদ্ধধর্মে ত্রিরত্ন কাদের বলা হয়?
- শিক্ষার্থীদের দুইটি দলে ভাগ করবেন এবং নিচের কাজ দুইটি বণ্টন করবেন -
  ক) বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন কেন বলা হয়?
  খ) ত্রিরত্নের গুণাবলি উল্লেখ কর।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অডিও সিডি থেকে একটি ত্রিরত্ন বন্দনা শোনাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

মূল্যায়ন

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর

নমুনা

ক) বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে ----- বলা হয়।

খ) ত্রিরত্নের গুণ ----- ।

গ)সংসার জীবনে রত্ন---------জন্য ব্যবহৃত হয় ।

২ ।ত্রিরত্নের মরন আমাদের কোথায় নিয়ে যায়?

এছাড়া শিখন শেখানো কার্যাবলি, দলীয় কাজ, পঠন, অনুধাবন ও অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যাবে ।

বাড়ির কাজ

ক) ত্রিরত্ন কী? বর্ণনা কর ।

খ) ত্রিরত্নকে কেন বন্দনা করা হয়?

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১০

বিষয়বস্তু

'প্রতিদিন শ্রদ্ধার সাথে .... সুখ লাভ হয় ।'

শিখনফল

২.৩.১ ত্রিরত্নের গুণাবলি বলতে পারবে ।

২.৩.২ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্পর্কে জানতে পারবে ।

উপকরণ

- বন্দনারত উপাসকদের চিত্র ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করে বন্দনারত উপাসকদের চিত্রটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন -

  ক) ছবিতে কী দেখছ?

  খ) ওরা কী করছে?

  গ) তোমরা কি আজ সকালে বন্দনা করেছ?

  ঘ) কী কী বন্দনা করেছ?
- পাঠ ঘোষণা করবেন ও পূর্বদিনের পাঠে প্রসঙ্গ এনে আলোচনা করবেন ।
- নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখুন -

  ক) ত্রিরত্নের মধ্যে কোন রত্ন সর্বশ্রেষ্ঠ?

  খ) 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী?

  গ) 'ধর্ম' শব্দের অর্থ কী?

  ঘ) 'সংঘ' কী?

  ঙ) ত্রিরত্ন বন্দনায় কী করা হয়?
- প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ও খাতায় লিখতে বলবেন। খাতায় তুলেছে কি না
- দেখবেন ।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ও প্রশ্নের উত্তর বের করতে বলবেন (জোড়ায় কাজ) ।

- সঠিক উত্তর যাচাই করবেন ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
- উত্তরগুলো খাতায় লিখতে বলবেন।

  খাতা নিরীক্ষণ করে সংশোধন করে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

মূল্যায়ন

শ্রেণির কাজ, পর্যবেক্ষণ, বাড়ির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

বাড়ির কাজ

১. বৌদ্ধরা কেন ত্রিরত্ন বন্দনা করে?

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ১১

বিষয়বস্তু

'বুদ্ধের নয় গুণ .... ভক্তি যুত মনে।'

শিখনফল

২.৪.১ ত্রিরত্ন প্রশস্তি বাংলা পদ্যাকারে আবৃত্তি করতে পারবে।

উপকরণ

অডিও সিডি, পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র; বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণসমূহের চার্ট।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- পুস্তকের চিত্রটি দেখিয়ে চিত্রে কী দেখছে আলোচনা করতে বলবেন (জোড়ায় কাজ) ।

  শুদ্ধ উচ্চারণে বুদ্ধের নয় গুণ বন্দনাটি আবৃত্তি করবেন। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে অডিও সিডির
- সহায়তা নিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সমস্বরে আবৃত্তি করবে।
- বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে একক আবৃত্তি করার সুযোগ দেবেন।
- একই ভাবে ধর্মের ছয় গুণ ও নয় গুণ বন্দনাসমূহের পাঠ দিবেন।
- চার্টের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গের গুণসমূহ প্রদর্শন করবেন।
- চার্টে প্রদর্শিত গুণসমূহ শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে শ্রেণির উদ্দেশে পাঠ করতে বলবেন।
- চার্ট থেকে গুণসমূহ খাতায় লিখতে বলবেন।

  লেখা সঠিক হচ্ছে কি না মনিটর করবেন।

মূল্যায়ন

ক) বুদ্ধের নয় গুণ বন্দনা আবৃত্তি করবে।

খ) ধর্মের ছয় গুণ বন্দনা আবৃত্তি করবে।

গ) সঙ্গের নয় গুণ বন্দনা আবৃত্তি করবে।

১। সত্য/মিথ্যা উল্লেখ করঃ-

ক) ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম রত্ন সবশ্রেষ্ঠ।

খ)ত্রিরত্নের গুন সীমিত।

গ) ত্রিরত্নে গুন বর্ণনা অসম্ভব।

ঘ) নিরত্নের শরন নিলে জীবনে সুখ লাভ করা যায়।
ঙ) বৌদ্ধরা প্রতিদিন ত্রিরত্নের শরন নেয়।

পরিকল্পিত কাজ

একটি বন্দনা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।

বাড়ির কাজ

বন্দনাসমূহ লিখে আনবে।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ১২–১৩

বিষয়বস্তু

' নিচে ত্রিরত্ন প্রশস্তি .... সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষে।'

শিখনফল

২.৪.২ ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
২.৫.১ ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।
২.৭.১ নিয়মিত বন্দনার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ :

ত্রিরত্ন বন্দনারত উপাসকবৃন্দের চিত্র/ ভিডিও চিত্র, অডিও সিডি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

চিত্র/ভিডিও প্রদর্শন করে প্রশ্ন করবেন-

- ক) কী দেখছ?

  পাঠ ঘোষণা- ত্রিরত্ন বন্দনা (পালি ও বাংলা)।

  শুদ্ধ উচ্চারণে পালি ত্রিরত্ন বন্দনাটি আবৃত্তি করবেন। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে অডিও সিডির সহায়তা নিতে পারেন।

  শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সমস্বরে আবৃত্তি করবে।
- বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে একক আবৃত্তি করার সুযোগ দেবেন।
- বন্দনা সমূহের বাংলা অর্থ বর্ণনা করবেন ও সহজ করে ব্যাখ্যা করবেন।

  আবৃত্তি একাধিকবার অনুশীলন করাবেন।

  নিকটস্থ বিহারে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা অনুশীলন করাবেন।

মূল্যায়ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
ক) ভগবান কর্তৃক ধর্ম ——— ব্যাখ্যাত।
খ) ভগবানের শ্রাবক সংঘ ——— পুন্যক্ষেত্র।
২। বুদ্ধের নয়গুন কি কি?
৩। ধর্মের ছয়গুন কি কি?
৪। সংঘের কয়টি গুন? কি কি?

বাড়ির কাজ

ত্রিরত্ন বন্দনাটি আবৃত্তি অনুশীলন করবে।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ১৩–১৪

বিষয়বস্তু

'বৌদ্ধদের নিকট ত্রিরত্ন -------------------- যত্নবান হওয়া উচিত।'

শিখনফল

২.৫.১ ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।
২.৬.১ ত্রিশরণ গ্রহণের মাধ্যমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।
২.৬.২ ত্রিরত্ন বন্দনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

উপকরণ

পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র, পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- পুস্তকের চিত্রটি দেখিয়ে কী দেখছে জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- কয়েকজনকে কী দেখেছে তা শ্রেণির উদ্দেশে বলার সুযোগ দেবেন।
  পাঠ ঘোষণা করবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- যা পড়েছে সে সম্পর্কে মত বিনিময় করতে বলবেন (জোড়ায় কাজ)।
- প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে পাঠটি আলোচনা করবেন।
  পাঠটি পড়ে তারা কী কী করবে আলোচনা করতে বলবেন (দলীয় কাজ)।
  দলীয় কাজ উপস্থাপনা।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ, দলীয় কাজ ও বাড়ির কাজ।
  ধার্মিক ব্যক্তি ত্রিরত্নবন্দনা করলে কী লাভ হয়।

বাড়ির কাজ

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর

নমুনা

ক) ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারীরা ---- হয়।
খ) প্রত্যেক মানুষই ---- ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে।

তৃতীয় অধ্যায়

আহার ও পানীয় পূজা

তোমরা জান পূজা অর্থ কী? তোমরা এ সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণিতেও জেনেছ। তারপরও পূজা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

'পূজা' শব্দের অর্থ হলো ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আরাধনা। এর আরও অর্থ আছে ; যেমন– অর্চনা, উপাসনা ও স্তুতি। আমরা বুদ্ধের গুণাবলি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। ধর্ম ও সংঘের আদর্শ অনুসরণ করি। এ ছাড়াও আমরা পবিত্র মহাবোধি, সপ্ত মহাস্থান ও চৈত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও পূজা করে থাকি। পূজা দুইভাবে করা যায়। প্রথমত,ত্রিরত্ন বন্দনা ও সূত্রপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে ; দ্বিতীয়ত পুষ্প, প্রদীপ, আহার, পানীয় দান প্রভৃতির মাধ্যমে।

পূজায় নানা দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহৃত হয়। পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী নানা উপকরণ সামগ্রীও থাকে। যেমন– থালা, গ্লাস, মোমবাতি, ধূপ, ধূপদানি প্রভৃতি। অন্যদিকে পূজার উপচার সমূহ হলো আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, লিচু, আপেল, আনারস, আঙুর প্রভৃতি। এ ছাড়া নানা খাদ্যদ্রব্য, ফলের রস ও পানীয় জল থাকে।

পূজা করলে কী হয়? পূজা করলে মন সুন্দর ও পবিত্র হয়, মনের হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ বিদূরিত হয়। চিত্তের প্রসারতা বাড়ে। ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভাব আসে। দান চিত্ত গঠন হয়; মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয় ; মন উদার হয়, প্রশস্ত হয়। মানুষের দুঃখ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। মনে সহানুভূতি আসে এবং গরিব,দুঃখীর প্রতি দয়া উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। সৎকর্মে মন ধাবিত হয়। ত্যাগচিত্ত তৈরি হয়। মনে উৎসাহ বাড়ে। এগুলো কুশল কর্ম বলেই বহু মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাই পূজা হলো মানবজাতির উন্নতির সোপান।

তোমরা প্রতিদিন বিহারে গিয়ে অথবা বাড়িতে আহার ও পানীয় পূজা দেবে।

আহার পূজা কীভাবে করতে হয় জান? দুপুর বারোটার পূর্বে আহার পূজা করতে হয়। পূজা দেওয়ার সময় ভালোভাবে হাত-মুখ ধুতে হয়। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হয়।

আহার পূজারত বালক–বালিকা ও উপাসক–উপাসিকা

এখন আমরা আহার পূজার উপকরণ ও নিয়ম সম্পর্কে জানব। আহার পূজার উপকরণ হচ্ছে থালা, জল, নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।

এবার শিখব পূজা কীভাবে করতে হয়। প্রথমে পূজার থালাটি পরিষ্কারভাবে ধুয়ে নেবে, তারপর ভাত, সুস্বাদু তরকারি, নানা রকম ফল ও মিষ্টি প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দিয়ে থালাটি সুন্দর করে সাজাবে। বুদ্ধের সামনের আসনে থালাটি সুন্দর করে রাখবে। সঙ্গে এক গ্লাস জল দেবে। দুই হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসবে।

প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনবে। যদি বিহারে আহার পূজা দাও তাহলে ভিক্ষুর মুখে মুখে আহার পূজার গাথাটি আবৃত্তি করবে। নতুবা নিজে নিজে আবৃত্তি করবে। পূজা শেষে বুদ্ধকে বন্দনা করবে। ভিক্ষু থাকলে ভিক্ষুকেও বন্দনা করবে। আহার পূজার গাথাটি নিচে দেওয়া হলো –

আহার পূজা

অধিবাসেতু নো ভন্তে, ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায পটিগণ্হাতু উত্তমং।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, আপনার জন্য উত্তম আহার প্রস্তুত হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি এ উত্তম আহার গ্রহণ করুন।

পদ্যাকারে আহার পূজা

উত্তম সুগন্ধ অন্ন ব্যঞ্জন অপার
খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় নানা উপচার।

উত্তম আহার যত করিনু অর্পণ
অনুকম্পা বিতরণে করুন গ্রহণ।

এ বন্দনা এ পূজা এ জ্ঞান প্রভায়
সর্বতৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

পানীয় পূজা

আমরা যা পান করি, তাই পানীয়। বুদ্ধের উদ্দেশে আমরা জল, শরবত ও নানা পানীয় দ্রব্যাদি দান করি। এই দানকেই বলা হয় পানীয় পূজা।

পানীয় পূজা কীভাবে করতে হয় জান? প্রথমে একটি সুন্দর ও পরিষ্কার পাত্রে বিশুদ্ধ জল নেবে। তারপর সেই পাত্র হাতে করজোড়ে বুদ্ধের ছবি অথবা মূর্তির সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসবে। প্রথমে একাগ্রচিত্তে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা আনবে। তারপর সুর করে পানীয় পূজার গাথা আবৃত্তি করবে। পরে জলের পাত্রটি বুদ্ধের সামনে রেখে বন্দনা করবে।

পানীয় গাথাটি নিচে দেওয়া হলো–

পালি

বুদ্ধস্সনেন পূজেমি মোচনত্থায় বট্টতো,
দকগ্গমগ্গ সিঞ্চন্তো লভামি পরমং সুখং।

বাংলা অনুবাদ

সংসার চক্র থেকে মুক্তির জন্য এ পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করছি। এ পানীয় দান করে আমি যেন জন্ম–জন্মান্তরে পরম সুখ লাভ করি।

পদ্যাকারে পানীয় পূজা

আমাদের আহরিত এই পানীয় দানে,
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে।

তৃষ্ণা নিবারণকারী পানীয় নির্মল,
বিশুদ্ধ পবিত্র তাহা অতি সুশীতল।

সুশীতল পানীয় দানে তোমায় মোরা স্মরি,
জন্ম–জন্মান্তরে যেন সুখ লাভ করি।

তোমরা আহার ও পানীয় পূজার গাঁথাগুলো ভালো করে মুখস্থ করবে। বিহারে গিয়ে নিয়মিত পূজা দেবে। বিহার দূরে হলে বাড়িতে বসে বুদ্ধের সামনে প্রতিদিন আহার ও পানীয় পূজা দেবে। উৎসব-পার্বণেও গাথাগুলো আবৃত্তি করতে পারবে। গাঁথাগুলো নিয়মিত আবৃত্তির ফলে তোমাদের চিত্তে দান চেতনা উৎপন্ন হবে। চিত্ত পরিশুদ্ধ হবে। গরিব, অসহায় ও দুঃখী মানুষের প্রতি দয়াভাব জাগ্রত হবে। যারা অন্নহীন তাদের অন্ন দান করবে। বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দান করবে। যারা আশ্রয়হীন তাদের আশ্রয় দেবে। এ দানের ফলে সকল প্রকার দুঃখ, মনের জ্বালা–যন্ত্রণা দূর হবে। আসক্তি ও তৃষ্ণা ক্ষয় হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. পূজা করার অর্থ–

ক. বুদ্ধের গুণাবলি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা
খ. বুদ্ধের উপদেশ রক্ষা করা
গ. সুর করে বুদ্ধের উপদেশগুলো আবৃত্তি করা
ঘ. পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করা

২. পূজা মানবজীবনের কিসের সোপান?

ক. উন্নতির　　খ. অবনতির
গ. বিরতির　　ঘ. স্বীকৃতির

৩. পূজা করলে কী হয়?

ক. হিংসা–বিদ্বেষ দূরীভূত হয়　　খ. লোভ–মোহ উৎপন্ন হয়
গ. প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়　　ঘ. ভক্তি–শ্রদ্ধার অভাব হয়

৪. আহার পূজা কখন করতে হয়?

ক. সন্ধ্যাবেলা　　খ. দুপুর বারোটার পূর্বে
গ. রাত বারোটার আগে　　ঘ. বিকালবেলা

৫. বুদ্ধকে নিয়মিত দেবে–

ক. বন্দনা　　খ. শ্রদ্ধা
গ. পূজা　　ঘ. ভক্তি

৬. গরিব–দুঃখীদের প্রতি–

ক. দয়াভাব জাগ্রত হয়　　খ. হিংসাভাব জাগ্রত হয়
গ. বৈরীভাব জাগ্রত হয়　　ঘ. আনন্দভাব জাগ্রত হয়

৭. পূজার উপচার সাজাতে হয়–

ক. কোনো রকমে　　খ. এলোমেলোভাবে
গ. দায়সারাভাবে　　ঘ. সুন্দরভাবে

৮. পূজার গাঁথা আবৃত্তি করবে–

ক. গান করে　　খ. সুর করে
গ. ব্যঙ্গ করে　　ঘ. চিৎকার করে

৯. যারা অন্নহীন তাদের–

ক. বস্ত্র দেবে　　খ. নাস্তা দেবে
গ. বাড়ি দেবে　　ঘ. অন্ন দেবে

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমরা বুদ্ধের .... শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।
২. পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী নানা .... সামগ্রীও থাকে।
৩. আহার পূজার উপকরণ হলো ...., নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।
৪. অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং ....।
৫. দকগ্‌গমগ্‌গ সিঞ্চন্তো লভামি পরমং ....।
৬. .... আপনি এ উত্তম আহার গ্রহণ করুন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী	১. থালা, জল, নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।
২. এগুলো সদ্‌কর্ম বলেই	২. মোচনত্থায় বট্টতো।
৩. আহার পূজার উপকরণ হলো	৩. পানীয় নির্মল।
৪. সংসার চক্র থেকে মুক্তির জন্য	৪. বহু মঙ্গল সাধিত হয়।
৫. তৃষ্ণা নিবারণকারী	৫. এ পানীয় দিয়ে বুদধকে পূজা করছি।
	৬. নানা উপকরণ সামগ্রী থাকে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. 'পূজা' শব্দের অর্থ কী?
২. আহার পূজার উপচার কী কী?
৩. পানীয় পূজা কাকে বলে?
৪. নিয়মিত গাথা আবৃত্তির ফলে কী উৎপন্ন হয়?
৫. আহার পূজা কখন করতে হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পূজা করার উদ্দেশ্য কী বল।
২. আহার পূজার নিয়ম বর্ণনা কর।
৩. আহার পূজার পালি গাথাটি অবিকল লেখ।
৪. পানীয় পূজার গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. আহার পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আহার ও পানীয় পূজা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ আহার পূজা ও পানীয় পূজা কীভাবে করতে হয় তা বলতে পারবে।
৩.২ আহার পূজা ও পানীয় পূজা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৩.৩ দান কী বলতে পারবে।
৩.৪ পূজায় দান চিত্ত গঠন করতে পারবে।

শিখনফল

৩.১.১ পূজা কী বলতে পারবে।
৩.১.২ পূজার উপকরণের নাম বলতে পারবে।
৩.২.১ আহার পূজা ও পানীয় পূজা পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.২.২ আহার পূজা ও পানীয় পূজা বাংলা পদ্যাকারে বলতে পারবে।
৩.৩.১ 'দান' কী বলতে পারবে।
৩.৪.১ পূজার শ্লোকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.৪.২ দানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১৬

বিষয়বস্তু

'তোমরা জান পূজা .... জাতির উন্নতির সোপান।'

শিখনফল

৩.১.১ পূজা কী বলতে পারবে।
৩.১.২ পূজার উপকরণের নাম বলতে পারবে।
৩.৪.১ পূজার দ্বারা দানচিত্ত গঠন করতে পারবে।

উপকরণ

বুদ্ধমূর্তি/বুদ্ধের ছবি নানা খাদ্যদ্রব্যসহ বিবিধ ফল সাজানো থালা এবং পাঠের ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে বলবেন।

- তৃতীয় শ্রেণিতে পুষ্প পূজা ও দান সম্পর্কে কী জেনেছ?
- পূজা কী, পূজা কীভাবে করতে হয়, পূজার উদ্দেশ্য কী?
- পাঠ ঘোষণা : আহার ও পানীয় পূজা
- শিক্ষক একটি বুদ্ধমূর্তি/বুদ্ধের ছবি টেবিলে রাখবেন। অথবা পাঠের ছবিটি বোর্ডে স্থাপন করবেন।
- স্লাইডের মাধ্যমে আহার পূজারত ছবিটি বোর্ডে দেখাবেন।
- প্রশ্ন করবেন – এখানে তোমরা কিসের ছবি দেখতে পারছ?
- এরপর পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পড়ার সময় যেখানে যা প্রযোজন তা বুঝিয়ে দেবেন। বিশেষ করে পবিত্র মহাবোধি, সপ্তমহাস্থান, চৈত্য প্রভৃতি শব্দ সহজভাবে বোঝাবেন।
- আহার পূজার উপকরণসমূহ বলে দেবেন।
- আহার পূজার উপচার বা পূজার দ্রব্যাদি কী কী জানতে চাইবেন।
- ‘উপকরণ’ ও ‘উপচার’ শব্দ দু’টির পার্থক্য বুঝিয়ে দেবেন।
- পূজার মাধ্যমে কীভাবে দানচিত্ত/ত্যাগচিত্ত গঠন করা যায় বুঝিয়ে দেবেন।
- সামগ্রিকভাবে পূজার গুণ, উদ্দেশ্য, সুফল, ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা, গরিব, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি, উৎপন্ন, দানে ও সদ্‌কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি, ধর্মভাব জাগ্রত, পুণ্য সঞ্চয় এবং মানুষের সামগ্রিক জীবনে পূজার উপকারিতা বুঝিয়ে দেবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করে উত্তর আদায় করবেন।
- পাঠের অনুচ্ছেদগুলো এক একজনকে পড়তে দেবেন।
- ‘পূজা’ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থগুলো কী কী?
- দুইভাবে যে পূজা করা যায় তার মাধ্যমগুলো কী কী?
- আহার পূজার উপচারসমূহ কী?
- পাঠের সময় দুর্বল কিংবা কম মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে অধিক দৃষ্টি দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আহার পূজারত চিত্রটি বোর্ডে স্থাপন করবেন অথবা স্লাইডের মাধ্যমে দেখাবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীকে ডেকে আহার পূজার উপচারগুলোর নাম কী কী জেনে নেবেন।
- আহার পূজার উপকরণগুলোর নাম লিখতে বলবেন।

মূল্যায়ন

(ক) ‘পূজা’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ লিখতে বলবেন ও ব্যাখ্যা দিতে বলবেন?

(খ) আমরা কি কি উদ্দেশে পূজা করি।

বাড়ির কাজ

(ক) আহার পূজার উপকরণ ও উপচারসমূহের একটি তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

(খ) বাক্য মিলকরণ : নমুনা

(গ) পূজা করলে কী কী হয়?

(ঘ) পূজায় কি কি দ্রব্য সাম্রগ্রী ব্যবহৃত হয়?

ডান	বাম
১. আমরা বুদ্ধের গুণাবলি ২. পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী ৩. এছাড়া নানা খাদ্যদ্রব্য, ৪. পূজা করলে মন ৫. মানুষের দুঃখ-বেদনায়	১. নানা উপকরণ সামগ্রীও থাকে। ২. সুন্দর ও পবিত্র হয়। ৩. মন ভারাক্রান্ত হয়। ৪. শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। ৫. ফলের রস ও পানীয় জল থাকে।

(গ) এক কথায় উত্তর দাও

১. তোমরা কার আদর্শ অনুসরণ কর? উত্তর .... ।
২. পূজায় কিসের প্রসারতা বাড়ে? উত্তর .... ।
৩. কাদের প্রতি দয়া উৎপন্ন হয়? উত্তর .... ।
৪. কোন চিত্ত গঠন হয়? উত্তর .... ।
৫. পূজা মানবজাতির কী? উত্তর .... ।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১৬

বিষয়বস্তু

'তোমরা প্রতিদিন বিহারে .... সর্বদুঃখ ক্ষয় যেন পায়।'

শিখনফল

৩.১.২ পূজার উপকরণের নাম বলতে পারবে।
৩.২.১ আহার পূজা ও পানীয় পূজা গাথা পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.২.২ আহার পূজা ও পানীয় পূজা বাংলা পদ্যাকারে বলতে পারবে।
৩.৪.২ পূজার শ্লোকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে পারবে।

উপকরণ

ঐ/ পূর্ব পাঠে বর্ণিত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
- শিক্ষক শিখনফল ও মেধা যাচাইয়ের জন্য পূর্বের পাঠ থেকে কতিপয় প্রশ্ন করবেন।
- এতে ছাত্র-ছাত্রীর মনে আগ্রহ বাড়বে। পূর্বের পাঠের মূল্যায়নও হবে।
- এবার আজকের পাঠের অংশটি পড়ে শোনাবেন।
- এক একটি অনুচ্ছেদ পড়তে দেবেন।
- এতে পাঠটি ভালো করে বুঝতে পারবে, অন্যরাও মনোযোগ দেবে।
- আহার পূজার উপকরণের নামগুলো বলতে বলবেন।

- আহার পূজা কীভাবে করতে হয় বলতে বলবেন।
- আহার পূজা দিতে আর কী কী করা উচিত বলতে বলবেন।
- আহার পূজার পালি গাথাটি সুর ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে বলবেন।
- অনুবাদসহ পালি শব্দগুলোর অর্থ বলবেন, বোঝাবেন। যেমন- অধিবাসেতু, পরিকপ্পিতং, অনুকম্পং, পটিগণহাতু প্রভৃতি।
- পদ্যাকারে বাংলা গাথাটিও সুর করে শেখাবেন।
- বাংলা শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন। যেমন- ব্যঞ্জন, লেহ্য, পেয়, অনুকম্পা প্রভৃতি।
- সুর ও ছন্দের সাথে আবৃত্তি করলে ছাত্র-ছাত্রীর মনোযোগ বাড়বে। তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে।
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে আহার পূজার পালি ও পদ্যাকারে বাংলা শ্লোক আবৃত্তি করে শোনতে পারবে।

পরিকল্পিত কাজ (প্রদর্শিত)

(ক) আহার পূজার থালাটি কীভাবে সাজাতে হয় দেখাও। (দলীয় কাজ)

(খ) শ্রেণিকক্ষে/কিংবা নিকটবর্তী কোনো বিহারে গিয়ে আহার পূজা কীভাবে করতে হয় উপকরণ ও উপচারসহ দেখাতে বলবেন।

(গ) আহার পূজার পালি ও পদ্যাকারে বাংলা গাথা আবৃত্তি করে দেখাতে বলবেন।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. আহার পূজা কাকে বলে?

২. কখন আহার পূজা দিতে হয়?

৩. আহার পূজা কীভাবে করতে হয় লেখ।

৪. আহার পূজার পালি গাথাটি মুখস্থ বল/লেখ।

৫. পদ্যাকারে আহার পূজার গাথাটি বল/লেখ।

৬. আহার পূজার বাংলা অনুবাদটি লিখে দাও।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. দুপুর .... পূর্বে .... পূজা করতে হয়।

২. .... আপনি এ উত্তম আহার .... করুন।

৩. অধিবাসেতু ভন্তে ভোজনং........।

৪. খাদ্য ভোজ্য .... নানা উপচার।

৫. উত্তম .... যত করিনু ....।

বাড়ির কাজ

(ক) পাঠের ছবিটি সুন্দর করে অঙ্কন করে আনবে।

(খ) আহার পূজার পালি গাথাটি এবং পদ্যাকারে বাংলা শ্লোকটি লিখে আনবে।

গ. বাক্য মিলকরণ : নমুনা

ডান	বাম
১. আহার পূজার উপকরণ হচ্ছে	১. ক্ষয় যেন পায় ।
২. সঙ্গে এক গ্লাস	২. পটিগণ্হাতু মোক্খং ।
৩. ত্রিরত্নের প্রতি	৩. থালা, জল, নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী ।
৪. অনুকম্পং উপাদায়	৪. ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনবে ।
৫. সর্বতৃষ্ণা সর্ব দুঃখ	৫. জল দেবে ।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ১৮

বিষয়বস্তু

'পানীয় পূজা/ আমরা যা পান করি .... সুখ লাভ করি ।'

শিখনফল

৩.১.২ পূজার উপকরণের নাম বলতে পারবে ।
৩.২.১ আহার পূজা ও পানীয় পূজা গাথা পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে ।
৩.২.২ আহার পূজা ও পানীয় পূজা বাংলা পদ্যাকারে বলতে পারবে ।
৩.৪.২ পূজার শ্লোকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে পারবে ।

উপকরণ

ঐ / পূর্ব পাঠে বর্ণিত ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বলবেন– গত ক্লাসের কথা তোমাদের মনে আছে? ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তর দেবেই হ্যাঁ/না ।
- শিক্ষক ইচ্ছা করলে পূর্বের পাঠ থেকে দুইএকটি প্রশ্ন করতে পারেন ।
- আহার পূজার পালি গাথা/ পদ্যাকারে বাংলা গাথা দুআএক ছাত্র-ছাত্রী থেকে জেনে নিতে পারেন ।
- এরপর নির্ধারিত পাঠ শুরু করবেন ।
- পাঠটি শিক্ষক নিজে সুন্দর করে পড়বেন ।
- পানীয় পূজার পালি গাথা/পদ্যাকারে বাংলা গাথা সুর ও ছন্দে ধর্মীয় আবেগে আবৃত্তি করে শোনাবেন ।
- পরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষকের সাথে আবৃত্তি করতে বলবেন ।
- এতে পাঠ শেখা ভালো হবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে অভ্যস্ত হবে । ছাত্র-ছাত্রীদের জড়তা কেটে যাবে ।

- এবার পূর্বের পাঠের মতো পানীয় পূজা কীভাবে করতে হয় কয়েকজন থেকে জানতে চাইবেন।
- ছাত্র-ছাত্রী অধিক থাকলে কয়েকজন থেকে নতুবা এক একজন করে সকলের নিকট থেকে জেনে নেবেন।
- না পারলে পুনরায় বলবেন। উৎসাহ দেবেন। শেখার জন্য মনোযোগ ও চেষ্টার কথা বলবেন।
- প্রয়োজনবোধে নিজের জানা অথবা অভিজ্ঞতা থেকে পারার সার্থকতার একটি গল্প বলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবেন।
- পারার প্রচেষ্টাটি জানিয়ে দেবেন।
- কোনোমতেই নিরুৎসাহিত করবেন না।
- পালি ও বাংলা কঠিন শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। যেমন–বুদ্ধস্‌সনেন, মোচনতথায, বট্টতো, দকগ্‌গমগ্‌গ, সিঞ্চন্তো, আহরিত, তৃষ্ণা, নির্মল, সুশীতল।
- পালি গাথার বাংলা অনুবাদটি শেখাবেন।
- এর মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ (প্রদর্শিত)

(ক) শ্রেণিকক্ষে পানীয় পূজার পালি/ পদ্যাকারে বাংলা গাথা আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন।
(খ) প্রয়োজনবোধে পদ্যাকারে বাংলা গাথাটি দুই লাইন করে এক একজনকে বলতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. পানীয় কী?
২. পানীয় পূজা কাকে বলে?
৩. পানীয় পূজার উপচার কী কী?

বাড়ির কাজ

(ক) বুদ্ধের সম্মুখে পানীয় পূজারত বালক-বালিকা ও উপাসক-উপাসিকাদের একটি সুন্দর ছবি অঙ্কন করবে।
(খ) পানীয় পূজার পালি/ পদ্যাকারে বাংলা গাথা লিখে আনতে দিন।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বুদ্ধস্‌সনেন পূজেমি .... বট্টতো।
২. প্রথমে একটি সুন্দর ও পরিষ্কার পাত্রে .... নেবে।
৩. পরে .... বুদ্ধের সামনে রেখে .... করবে।
৪. .... নিবারণকারী পানীয় .... ।
৫. সুশীতল .... দানে তোমায় .... স্মরণ।

পালি শব্দার্থগুলো লিখ

বুদ্ধস্‌সনেন, মোচন্‌তথায, বট্টতো, দকগ্‌গমগ্‌গ, সিঞ্চন্তো।

পাঠ : ০৪ পৃষ্ঠা : ১৯

বিষয়বস্তু

'তোমরা আহার ও পানীয় .... তৃষ্ণায় হবে।'

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত চিত্র।

শিখনফল

৩.৩.১ দান কী বলতে পারবে।
৩.৩.১ দানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.৪.১ পূজার দ্বারা দানচিত্ত গঠন করতে পারবে।
৩.৪.২ পূজার শ্লোকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে পারবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বলবেন – আজকে তোমাদের এ অধ্যায়ের শেষ পাঠ পড়াব।
- ঐ পাঠগুলো থেকে দুইএকটি প্রশ্নও করবেন।
- তারপর শিক্ষক পূর্বের আহার ও পানীয় পূজার পালি গাথা জানা আছে কি না জানতে চাইবেন।
- পদ্যাকারে আহার ও পানীয় পূজা জানতে চাইবেন।
- যারা পারবে তাদেরকে প্রশংসা ও উৎসাহিত করবেন।
- এতে অন্যরা পারার জন্য চেষ্টা করবে, উৎসাহিত হবে।
- এরপর বর্তমান পাঠটি পড়ে শোনাবেন, ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- সকলকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- এ পাঠে দান কী? দানের নানা বিষয় কার্যকারিতা, সুফল এবং পূজা দেওয়ার আগে-পরে মন বা চিত্তের অবস্থা কী রকম হওয়া উচিত তা বোঝাবেন, ব্যাখ্যা করবেন।
- দান চেতনার আগ্রহ ও গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- প্রসঙ্গক্রমে দুইএকটি দান দেওয়ার গল্প বলে বিষয়টি সহজ করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি করবেন।
- তারপর পুরো পাঠের উপর চার/পাঁচটি প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  পূজা কী?
  পূজার উদ্দেশ্য কী বল?
  নিয়মিত পূজা করলে মনে কী জাগে?
- পূজা মানবজাতির উন্নতির সোপান কেন বুঝিয়ে বল।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রত্যেকটি পূজার অঙ্গ কিনা বুঝিয়ে দাও।
- পূজার সঙ্গে দানের কী সম্পর্ক?
- আহার পূজা,পানীয় পূজার উপকরণ ও উপচারের এর পৃথক ২টি তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বাড়িতে আহার পূজা কীভাবে করা হয়–বর্ণনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

মূল্যায়ন

শিখন শেখানোর কার্যাবলি থেকে শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন।

(গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. পবিত্র মহাবোধি বৃক্ষ কোথায়?

ক. বুদ্ধ গয়ায় খ. সারণাথে
গ. লুম্বিনী ঘ. কুশীনগরে

২. ‘চৈত্য’ কী?

ক. বুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত সমাধি
খ. বুদ্ধের ব্যবহার্য সামগ্রীর উপরস্থাপিত মন্দির
গ. বুদ্ধের শরীরের অস্থিমজ্জা, ব্যবহার্য সামগ্রী এবং স্মৃতিকে নিয়ে নির্মিত যেই স্তম্ভসৌধ
ঘ. চিতায় সেই স্তূপ বা সমাধিসৌধ তৈরি হয়

৩. বেলা বারোটার পূর্বে কী করতে হয়?

ক. সূর্য পূজা খ. ভৈষজ্য পূজা
গ. পুষ্প পূজা ঘ. আহার পূজা

৪. আহার পূজার উপকরণ ——।

ক. থালা, জল, নানা ফলমূল খ. থালা, আটা, ময়দা, চিনি, ডাল ও খাদ্যসামগ্রী
গ. থালা, মুড়ি, গুড়, চিনি, কচু ঘ. মালা, মাছ, মাংস, শাক-সবজি

৫. পূজায় মন কী রকম হয়?

ক. নরম ও কঠিন হয় খ. উদার ও প্রশস্ত হয়
গ. ভদ্র হয় ঘ. শান্ত ও উষ্ণ হয়

বাড়ির কাজ

(ক) আহার পূজা ও পানীয় পূজার সুফল কিংবা গুণাবলি উল্লেখ করে পৃথক পৃথক দুইটি তালিকা তৈরি করে আনতে দিন।
(খ) আহার পূজা ও পানীয় পূজার পালি গাথা দুইটি লিখে আনতে বলবেন।
(গ) দানের গুরুত্বের উপর দশটি বাক্য লিখতে দেবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

উপোসথ শীল

বুদ্ধ মানুষের চরিত্র শুদ্ধ রাখার জন্য কতগুলো নিয়ম পালন করতে বলেছেন। এগুলোকে শীল বলা হয়। শীলকে নিয়ম–নীতি বা শৃঙ্খলাও বলা যেতে পারে। শীলের অপর নাম সংযম। বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শই হচ্ছে শীল।

শীল পালনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মানুষ ভালো–মন্দ কাজ করে। খারাপ কাজ করলে তাকে কুফল ভোগ করতে হয়। ভালো কাজ করলে সুফল ভোগ করে। চরিত্রবান মানুষের মন সব সময় সুপথে চালিত হয়। চরিত্র শুদ্ধ থাকলে সবাই তার প্রশংসা করে। যারা শীল পালন করে না, তারা গুরুতর অপরাধ করতেও দ্বিধা করে না। দুঃশীল ব্যক্তির মন চঞ্চল হয়। শীল পালনের মাধ্যমে সুখ লাভ হয়। শীলবান ব্যক্তির কায়, বাক্য ও মন সংযত থাকে। শীলবান ব্যক্তির সুযশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে। নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়। সুতরাং মানবজীবনে শীল পালনের গুরুত্ব অত্যধিক।

গৃহী বা উপাসক–উপাসিকাদের শীল দুই প্রকার। যথা : পঞ্চশীল ও অষ্টশীল। গৃহীদের পঞ্চশীল পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এবার অষ্টশীল সম্পর্কে জানবে।

এখন উপোসথ কী তা জানব। ‘উপোসথ’ শব্দটির অর্থ উপবাস। অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে উপোসথ দিবস বলা হয়। এদিনে উপাসক–উপাসিকারা অষ্টশীল পালন করে থাকেন। এজন্য অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। সৎ জীবন গঠনের জন্য উপোসথ শীল পালন করা দরকার। বুদ্ধের সময়কাল থেকে উপোসথ পালনের রীতি চলে আসছে।

এবার অষ্টশীল বা উপোসথ শীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা আমরা জানব। উপোসথ দিবসে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে। মুখ, হাত ধুয়ে স্নান সেরে পরিষ্কার পোশাক পরিধান করবে। পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে সংযতভাবে বিহারে যাবে। যাওয়ার সময় বুদ্ধগুণ স্মরণ করবে। এলোমেলোভাবে পথ চলবে না। বুদ্ধপূজা ও বন্দনার কাজ সেরে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হবে। দুই হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসবে। তারপর অষ্টশীল প্রার্থনা ও শীল গ্রহণ করবে।

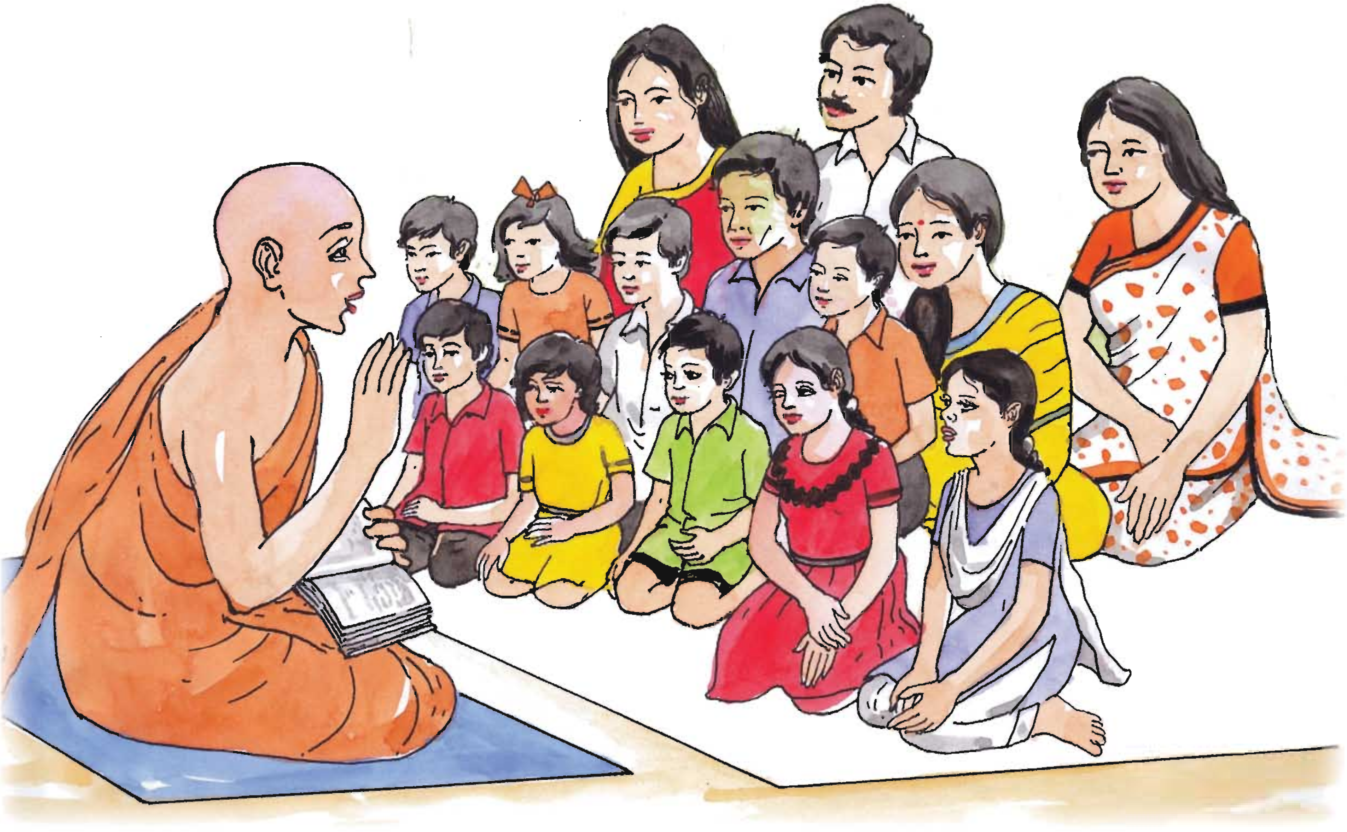

অষ্টশীল গ্রহণরত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরী

অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্ঠঙ্গা সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্ঠঙ্গা সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্ঠঙ্গা সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

নিচে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো :

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বারও ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। তৃতীয়বারও ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

অষ্টশীল প্রার্থনা শেষ হলো। ভন্তে এবার বলবেন :

যমৃহং বদামি তং বদেহি।– আমি যা বলছি তা বল।

তোমরা বলবে : আম ভন্তে।– হ্যাঁ ভন্তে, বলছি।

এবার ভন্তে অষ্টশীল প্রদান করবেন। তিনি একটি একটি করে পালিতে শীল বলে যাবেন। তোমরা তা পরপর বলবে।

পালিতে অষ্টশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরা–মেরেয মজ্জাপমাদট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চগীত বাদিত বিসুকদস্সন মালাগন্ধ বিলেপন ধারণমণ্ডন বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

পালিতে অষ্টশীল গ্রহণ করার পর বাংলায় অনুবাদ জানবে।

নিচে তা দেওয়া হলো :

বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা জাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদকরণ থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নাচ গান বাদ্য উৎসব, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ, মন্ডন, বিভূষণকরণ থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. উচ্চশয্যায় ও মহাশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ভন্তে আমাদের অষ্টশীল প্রদান করলেন। আমরা অষ্টশীল গ্রহণ করেছি। এবার আমাদের মঙ্গল কামনা করে ভন্তে সূত্রপাঠ করবেন। সূত্রপাঠ শেষ হলে আমরা সমস্বরে তিনবার 'সাধু' বলে ভন্তেকে বন্দনা করব।

এবার আমরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের মধ্যে পার্থক্য কী জানব।

পঞ্চশীল বলতে পাঁচটি শীল বোঝায়। আর অষ্টশীলে অতিরিক্ত তিনটি শীল আছে। সেগুলো হচ্ছে :

৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।
৭. নচ্চগীতবাদিত, বিসুকদস্‌সন, মালাগন্ধ বিলেপন ধারণমন্ডন বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৮. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

উক্ত তিনটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো :

৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য–গীত–বাদ্য উৎসব দর্শন, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ,মণ্ডন বিভূষিত করা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. উচ্চশয্যায় ও মহাশয্যায় শয়ন করা থেকে বিরত থাকার এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
অষ্টশীলের তৃতীয় শীল পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল থেকে ভিন্ন।

অষ্টশীলে তা এরূপ :

৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ

৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

পঞ্চশীল গৃহীদের জন্য প্রতিদিন পালনীয়। গৃহী উপাসক–উপাসিকারা প্রতি উপোসথ দিবসে অষ্টশীল পালন করেন। বিহারে যাওয়া সম্ভব না হলে নিজের গৃহেও উপোসথশীল গ্রহণ করা যায়।

তোমরা উপোসথ দিবসে অর্থাৎ অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অষ্টশীল পালন করবে। এতে অনেক সুফল পাওয়া যায়। মন সংযত থাকে। অষ্টশীলধারী কারও অনিষ্ট কামনা করেন না। নিচে অষ্টশীল পালনের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনী দেওয়া হলো।

কাহিনীটি এরূপ :

গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সুদত্ত নামে একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভাগ্যবান লোক। অতি মহান তাঁর অন্তর। দুস্থ–অনাথদের পিতা-মাতা সদৃশ। যারা গরিব, অনাথ, তাদেরকে প্রতিদিন অন্ন দিতেন। তাই তিনি অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অনাথপিণ্ডিকের একজন বিশ্বাসী চাকর ছিল। এক উপোসথ দিবসে চাকরটি দূরে চাষ করতে গেল। সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে দেখল সবাই উপোসথ গ্রহণ করেছে। তখন পড়ন্ত বেলা। চাকরটি না খেয়েই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল গ্রহণ করল। তার পক্ষে এটা ছিল অর্ধ উপোসথ।

গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চাকরটির চোখে ঘুম নেই। সারা দিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। ক্ষুধায় তাড়িত। সারা দিন উপবাস। সে পেটে ব্যথা অনুভব করল। পেটের ব্যথা আরও বাড়তে লাগল। অনাথপিণ্ডিক তাকে মধু সেবন করতে বললেন। ধার্মিক চাকরটি তাও গ্রহণ করল না। কারণ অর্ধবেলার উপোসথ সে যথাযথ পালন করবে। অবশেষে সে মৃত্যুকে বরণ করে নিল। মৃত্যুর পর হিমালয়ের পাদদেশে এক বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সে পূর্ণ উপোসথ পালন করতে পারেনি। নতুবা আরও ঊর্ধ্বলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারত।

মানুষের জীবনে শীল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শীল ছাড়া মানুষের জীবন পরিশীলিত হয় না।

শীল সকল কুশল কর্মের ভিত্তি। শীলবান ব্যক্তি সংযমের মাধ্যমে প্রশংসা লাভ করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ ভোগ করেন। পুণ্যকামী শ্রদ্ধাবান উপাসক–উপাসিকাগণ অষ্টশীল পালন করেন। এতে ইহ–পরকাল সুখের হয়। তোমরাও উপোসথ দিবসে অষ্টশীল পালন করবে। শীল হলো পারমী পূরণের একটি অঙ্গ। শীলগুণ শান্তিদায়ক। তার ফলস্বরূপ নিজ জীবন বিশুদ্ধ ও পুণ্যময় হবে। এতে আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবে দয়া প্রভৃতি গুণ অর্জন করা যায়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. যাঁরা শীল পালন করেন, তাঁদের কী বলা হয়?

ক. ধনবান　　খ. শীলবান
গ. জ্ঞানবান　　ঘ. বিবেকবান

২. ‘উপবাস’ শব্দটির অর্থ কী?

ক. অভ্যাস　　খ. সুবাতাস
গ. উপবাস　　ঘ. নির্যাস

৩. কারা উপোসথ শীল পালন করেন?

ক. গৃহীরা　　খ. শ্রমণেরা
গ. আচার্যরা　　ঘ. উপাসক–উপাসিকারা

৪. দুঃশীল ব্যক্তির মন কীরূপ হয়?

ক. ধীর　　খ. শান্ত
গ. সংযত　　ঘ. চঞ্চল

৫. অনাথপিণ্ডিকের আসল নাম কী?

ক. ব্রহ্মদত্ত　　খ. জিনদত্ত
গ. সুদত্ত　　ঘ. দেবদত্ত

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শীলবান ব্যক্তির .... সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
২. দুই হাত জোড় করে .... হয়ে বসবে।
৩. অষ্টশীলধারী কারও .... কামনা করেন না।
৪. অনাথপিন্ডিকের একজন .... চাকর ছিল।
৫. অষ্টশীলে অতিরিক্ত .... শীল আছে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শ	১. সংযত থাকে।
২. মানবজীবনে শীল	২. সংযতভাবে বিহারে যাবে।
৩. শীলবান ব্যক্তির কায়, বাক্য ও মন	৩. উপোসথ শীল গ্রহণ করল।
৪. পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে	৪. পালনের গুরুত্ব অত্যধিক।
৫. চাকরটি না খেয়েই অষ্টাঙ্গ	৫. হচ্ছে শীল।
	৬. সবাই উপোসথ গ্রহণ করেছে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. 'শীল' শব্দের অর্থ কী?
২. উপাসক–উপাসিকারা সাধারণত কয় প্রকার শীল পালন করেন?
৩. অষ্টশীলকে কোন শীল বলা হয়?
৪. অষ্টশীলের তৃতীয় শীল পালিতে অবিকল উদ্ধৃত কর।
৫. শীল কিসের ভিত্তি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শীল পালনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় লেখ।
৩. অষ্টশীল বাংলা অনুবাদসহ পালিতে লেখ।
৪. অষ্টশীল পালনের সুফল বর্ণনা কর।
৫. ধার্মিক চাকরটির কাহিনী নিজের ভাষায় লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

উপোসথ শীল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ শীল পালনের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২ উপোসথ কী বলতে পারবে।
৪.৩ অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৪ অষ্টশীল পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৫ পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের পার্থক্য বলতে পারবে।

শিখনফল

৪.১.১ শীল পালনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.২ শীলের গুণাগুণ বলতে পারবে।
৪.২.১ উপোসথ কী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.২.২ উপোসথ শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৪.৩.১ অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৪.১ অষ্টশীল পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৫.১ পঞ্চশীল ও অষ্টশীল কী বলতে পারবে।
৪.৫.২ পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১২

বিষয়বস্তু

'বুদ্ধ মানুষের চরিত্র .... অষ্টশীল সম্পর্কে জানবে।'

শিখনফল

৪.১.১ শীল পালনের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.১.২ শীলের গুণাগুণ বলতে পারবে।

উপকরণ

ভালো-মন্দ কাজের একটি তালিকা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সুবিধার্থে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্ন করবেন-
  - তৃতীয় শ্রেণিতে তোমরা কয়টি শীল সম্পর্কে জেনেছ?
  - শীলগুলো ক্রমানুসারে বল ।
- শিক্ষার্থীরা সমস্বরে বলতে পারলেও কেউ কেউ পঞ্চশীল পালিতে অবিকল বলতে পারবে না। যারা বলতে পারবে,তাদের প্রশংসা করবেন। আর যারা বলতে পারে না,শিক্ষক পঞ্চশীল ক্রমানুসারে বলবেন। তারপর বর্তমান পাঠটি শিক্ষক নিজে পাঠ করবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন । তাদের পাঠশেষে প্রশ্ন করবেন-
  - শীলের অপর নাম কী?
  - কাদের সুযশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে?
  - দুঃশীল ব্যক্তির মন কিরূপ হয়?
  - গৃহী বা উপাসক-উপাসিকাদের শীল কয় প্রকার?
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যাংশ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করবে ।
- উত্তর দানে শিক্ষক সহায়তা করবেন ।
- ভালো কাজ ও খারাপ কাজের একটি তালিকা বোর্ডে লিখে দেবেন ।

বাড়ির কাজ

- তালিকার প্রদত্ত ভালো-মন্দ কাজ কী কী বাড়ি থেকে শিখে ও লিখে আনতে বলবেন ।

মূল্যায়ন

- শিখনফল ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন ।

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১ । শীল শব্দের অর্থ কী?
২ । গৃহীরা সাধারণত কয় প্রকার শীল পালন করে?
৩ । বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শ কী?
৪ । শীলবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর কোথায় গমন করে?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১ । মানুষ ভালো-মন্দ ....করে ।
২ । খারাপ কাজ করলে কুফল .... করতে হয় ।
৩ । শীলবান ব্যক্তির সুফল .... ছড়িয়ে পড়ে ।
৪ । গৃহীদের পঞ্চশীল .... করতে হয় ।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১২

বিষয়বস্তু

'এখন উপোসথ কী .... প্রার্থনা ও শীল গ্রহণ করবে।'

শিখনফল

৪.২.১ উপোসথ কী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.২.২ উপোসথ শব্দের অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণ

অষ্টশীল গ্রহণরত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- দুই/একজন শিক্ষার্থীকে পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠের সময় শিক্ষার্থীকে ভুল উচ্চারণ শুদ্ধ করে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপোসথ সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- উপোসথ শীল কোন শীলকে বলা হয় শিক্ষার্থীদের বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করবেন।
  - উপোসথ শব্দের অর্থ কী?
  - কারা অষ্টশীল পালন করেন?
  - উপোসথ শীল পালন করা দরকার কেন?

  একটু চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। কারণ পাঠ্যাংশে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। উত্তর প্রদানে অক্ষম শিক্ষার্থীদের উত্তর বলে দেবেন এবং পুনরায় উত্তর আদায় করে নেবেন।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১। শীল শব্দের অর্থ কী?
২। উপাসক-উপাসিকারা সাধারণত কয় প্রকার শীল পালন করে থাকেন?
৩। অষ্টশীলকে কোন শীল বলা হয়?
৪। শীল পালনের মাধ্যমে কী লাভ হয়?

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম	ডান
১। বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শই	১। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
২। চরিত্র শুদ্ধ থাকলে	২। পালন করতে হয়।
৩। শীলবান ব্যক্তির সুযশ	৩। হচ্ছে শীল
৪। গৃহীদের পঞ্চশীল	৪। সবাই প্রশংসা করে।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ২৩–২৪

বিষয়বস্তু

'অষ্টশীল প্রার্থনা : ওকাস অহং ভন্তে, ...হাঁ ভন্তে, বলছি।'

শিখনফল

৪.৩.১ অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান অধ্যায়ে প্রদত্ত ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- অষ্টশীল কীভাবে গ্রহণ করতে ভিক্ষুর সামনে প্রদর্শন করবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীরা অষ্টশীল প্রার্থনা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কি না যাচাই করবেন। যাদের উচ্চারণে ভুল-ভ্রান্তি হয়,পুনরায় পাঠ করে ঠিক করে দেবেন। মনে রাখতে হবে, শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারলে পুণ্য সঞ্চয়ও বেশি হয়। পালি শব্দের বাংলা অর্থ বুঝিয়ে বলবেন। বিশেষ করে অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলা যথাযথ বুঝিয়ে দেবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন-

  - অষ্টশীল প্রার্থনা কার নিকট করতে হয়?
  - অষ্টশীল প্রার্থনা শেষে ভিক্ষু প্রত্যুত্তরে কী বলবেন?

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। দুতিযম্পি শব্দের অর্থ কী?

২। অষ্টশীল প্রার্থনা কয়বার করতে হয়?
৩। অষ্টশীল পালিতে মুখস্থ বল।
৪। অষ্টশীলের বাংলা অনুবাদ লেখ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১। অনুগ্গহং কত্বা .... দেথ মে ভন্তে।
২। ভন্তে, অবকাশ .... করুন।
৩। আমি যা .... তা বল।
৪। এবার ভন্তে .... প্রদান করবেন।

বাড়ির কাজ

১. শিক্ষার্থীদের পালিতে অষ্টশীল প্রার্থনা মুখস্থ করে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ২৪–২৫

বিষয়বস্তু

'এবার ভন্তে অষ্টশীল .... কামনা করেন না।'

শিখনফল

৪.৪.১ অষ্টশীল পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৫.১ পঞ্চশীল ও অষ্টশীল কী বলতে পারবে।

উপকরণ

বোর্ডে অষ্টশীলের পালি ও বাংলা ক্রমানুসারে প্রদর্শন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এ পাঠটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীকে পঠন-পাঠনে সতর্ক থাকতে হয়।
শিক্ষক ধৈর্যের সাথে শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে।
অষ্টশীল পালিতে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে শিক্ষক এবার পাঠ করবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগ দেবে।
কোন শিক্ষার্থী অমনোযোগী হলে তাদের মনোযোগী হবার জন্য শিক্ষক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
৩/৪ জন শিক্ষার্থীকে পালি অষ্টশীল পাঠ করতে বলবেন।
তারা শুদ্ধভাবে পাঠ করতে না পারলে আপনি আবার শিখিয়ে দেবেন।
এভাবে শিক্ষার্থীদের যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে কি না যাচাই-বাছাই করবেন-

- অষ্টশীলের দ্বিতীয় শীল কোনটি?
- অষ্টশীলের সপ্তম শীল বাংলায় বল।
- অষ্টশীলের শেষ তিনটি শীল ক্রমানুসারে পালিতে লেখ।
- উচ্চাসয়না মহাসয়না–শব্দ দুটির বাংলা অর্থ কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা সহজে দিতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক তাদের উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন। অষ্টশীলের তিনটি শীল শিক্ষার্থীদের অজানা। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শীল শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করাতে পারলে তবেই অষ্টশীল তারা মুখস্থ করতে পারবে। তবে পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের তৃতীয় শীলের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

মূল্যায়ন

ক. প্রশ্নোত্তর

১। গৃহী উপাসক-উপাসিকারা কখন অষ্টশীল পালন করেন, জিজ্ঞাসা করবেন।
২। অষ্টশীল পালিতে বলতে বলবেন।
৩। অষ্টশীলের বাংলা অনুবাদ জিজ্ঞাসা করবেন।
৪। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় শিক্ষার্থীদের অষ্টশীল পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

খ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। ‘অদিন্নাদানা’ শব্দটির বাংলা অর্থ কোনটি?

ক. অদত্ত বস্তু খ. প্রদত্ত বস্তু
গ. অদৃশ্য বস্তু ঘ. দৃশ্য বস্তু

২। পঞ্চশীলের তুলনায় অষ্টশীলে কয়টি শীল বেশি রয়েছে?

ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৩। অষ্টশীল কারা পালন করে থাকেন?

ক. মানবেরা খ. ভিক্ষুরা
গ. গৃহীরা ঘ. ব্রাহ্মণেরা

পাঠ –৫ পৃষ্ঠা : ২৬–২৭

বিষয়বস্তু

‘নিচে অষ্টশীল পালনের .... গুণাবলি অর্জন করা যায়।’

শিখনফল

পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ

পঞ্চশীলের অতিরিক্ত তিনটি শীল বোর্ডে প্রদর্শন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাইয়ের এর জন্য নিচের প্রশ্ন দুইটির উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন-
  - অষ্টশীলকে কোন শীল বলা হয়?
  - শীল কীসের ভিত্তি?
- শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর প্রদানে সক্ষম হলে তাদের প্রশংসা করবেন।
- তারপর অষ্টশীল পালনের সুফলের কাহিনীটি পাঠ করবেন ।
- শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না লক্ষ রাখবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কাহিনীটি গল্পাকারে বলতে বলবেন।
- সংযম শিক্ষার উত্তরণে শিক্ষার্থীদের অষ্টশীল পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন ।
- অনাথপিন্ডিকের বিশ্বাসী চাকরও উপোসথ পালনে সচেষ্ট তা বলে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
- এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শীলের সুফল অর্জনে সক্ষম হবে।
- শিক্ষার্থীরা নৈতিক গুণাবলি অর্জনে সফল হবে।

মূল্যায়ন

ক। সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. অনাথপিন্ডিকের আসল নাম কী?
২. শীল কীরূপ কর্মের ভিত্তি?
৩. অষ্টশীল পালনের কয়েকটি সুফল উল্লেখ করতে বলবেন।
৪. শীল পালনের সুফলের কাহিনীটি বর্ণনা করতে উৎসাহিত করবেন।

খ। শূন্যস্থান পূরণ

১. অনাথপিি-কের একজন .... চাকর ছিল।
২. গভীর রাতে সবাই .... পড়েছে।
৩. শীল ছাড়া মানুষের .... পরিশীলিত হয় না।
৪. শীল হলো পারমী .... একটি অঙ্গ।

বাড়ির কাজ

- অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনীটি গল্পাকারে শিক্ষার্থীদের লিখে আনতে বলবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

সূত্র পিটক

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটকে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ধর্মবাণী ও শিক্ষা বর্ণিত আছে। ত্রিপিটক অনেকগুলো গ্রন্থের সমাহার। পালি ত্রিপিটক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা :

ক. বিনয় পিটক
খ. সূত্র পিটক
গ. অভিধর্ম পিটক।

ত্রিপিটকের তিনটি অংশ

ত্রিপিটক সংকলন

ত্রিপিটক সংকলনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পালি সাহিত্যমতে, গৌতম বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যরা তাঁর ধর্মবাণীগুলো সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন মনে করলেন। তাই বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করা হয়।

বৌদ্ধ সংগীতি (সম+গীত) অর্থ হলো ধর্মসভা, সমাবেশ, সম্মেলন, সজ্ঞায়ন, অধিবেশন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে যেখানে অনেক পণ্ডিত অর্হৎ ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হন, ধর্মবাণী গীত হয়, ধর্মীয় বিষয় আলোচনা হয়, অর্থাৎ একত্রে বা সমস্বরে যা আবৃত্তি করা হয়, তা-ই সংগীতি। বৌদ্ধধর্ম মতে অনেকগুলো সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতি রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর বৈশালীতে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। যশ স্থবির ছিলেন এ সংগীতির সভাপতি এবং সম্রাট কালাশোক ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। এ সংগীতিতে ধর্ম–বিনয় পুনরাবৃত্তি করা হয়।

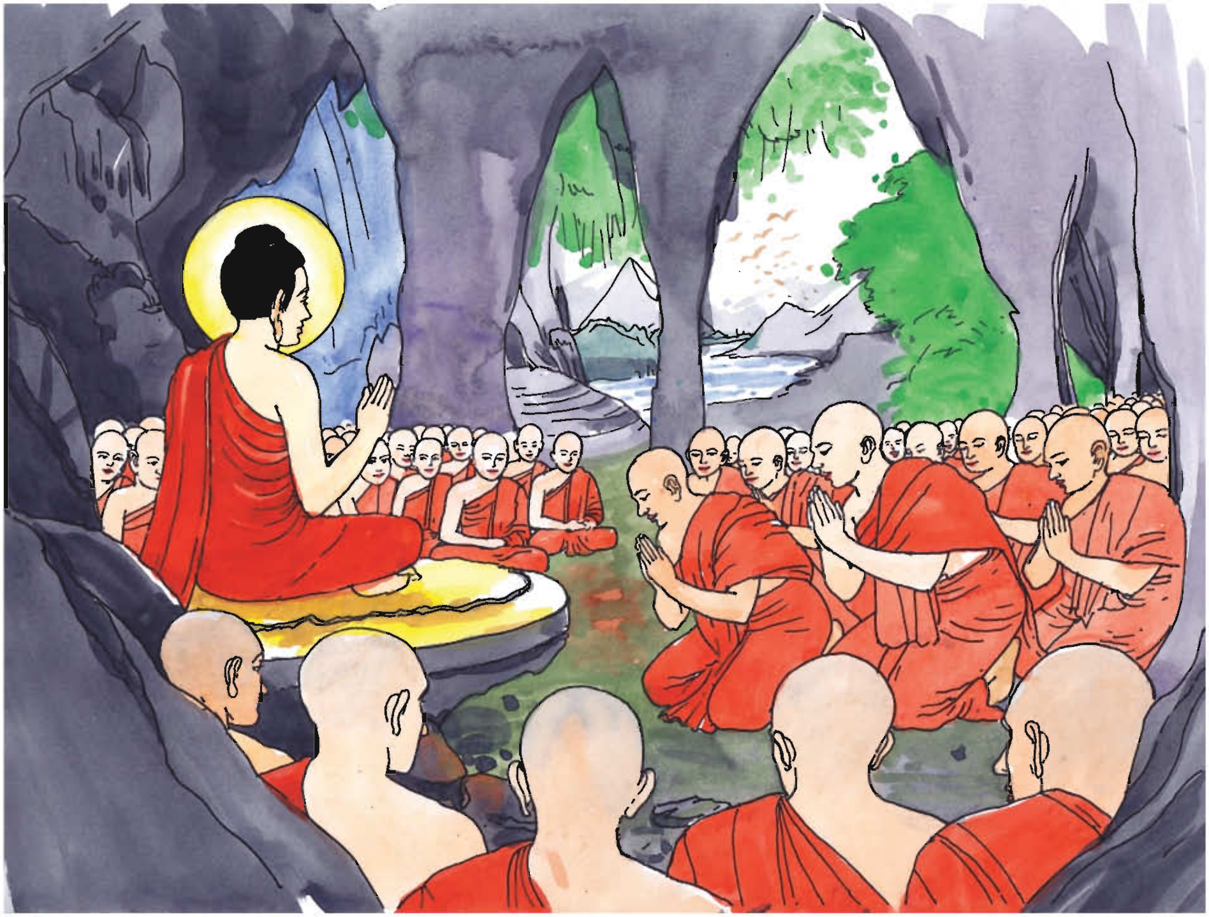

রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম ধর্ম সংগীতি সভা

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় তৃতীয় সংগীতির আয়োজন করা হয়। এতে মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স সভাপতি ছিলেন। এতে এক হাজার অর্হৎ স্থবির অংশগ্রহণ করেন। রাজধানী পাটলিপুত্রে এ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে বিনয় সূত্র ও অভিধর্ম পিটক আবৃত্তির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংকলিত হয়।

ত্রিপিটকের গুরুত্ব

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বুদ্ধের সময়ে ত্রিপিটক লিখিত ছিল না। বুদ্ধের দেশিত বাণী শিক্ষাগুরু ও শিষ্যের মধ্যে শ্রুতি পরম্পরা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধবাণী ও বিনয় বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। পরে সর্বজনীনভাবে বিভিন্ন সংগীতি আয়োজনের মাধ্যমে ত্রিপিটক সংকলন করা হয়। প্রথম তিনটি সংগীতির গুরুত্ব অত্যধিক।

ত্রিপিটক সংকলনের মাধ্যমে বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন গুরু ও শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতি আদর্শ বিষয়ে যে ভিন্ন মত ছিল তা পরিহার করা হয়। বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মবাণী যাচাই-বাছাই করে নির্ধারণ করা হয়। সঠিক বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক পাঠ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

এ কারণেই ত্রিপিটকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এ অধ্যায়ে সূত্র পিটক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূত্র পিটক ত্রিপিটকের দ্বিতীয় ভাগ। সূত্র পিটকে পাঁচটি নিকায় (গ্রন্থ) আছে। পালি ভাষায় নিকায়গুলো হলো :

১. দীর্ঘ নিকায় ২. মজ্ঝিম নিকায় ৩. সংযুক্ত নিকায় ৪. অঙ্গুত্তর নিকায় ৫. খুদ্দক নিকায়।

নিচে পাঁচটি নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১. দীর্ঘ নিকায় : দীর্ঘ নিকায় সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থ। দীর্ঘ নিকায় তিনটি বর্গে বিভক্ত। দীর্ঘ নিকায়ের তিনটি খণ্ডে মোট ৩৪টি সূত্র আছে। এর সূত্রগুলো আকারে বড়, দীর্ঘ এবং বিস্তৃত। তাই একে 'দীর্ঘ নিকায়' বলা হয়। দীর্ঘ নিকায়ের সূত্রগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো–দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, চিত্ত, ধ্যান, অনিত্য ভাবনাসহ নির্বাণের ব্যাখ্যা।

২. মজ্ঝিম নিকায় : এটি সূত্র পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এ নিকায়টি মূলত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা : মূল পঞ্ঞাস, মজ্ঝিম পঞ্ঞাস এবং উপরিপঞ্ঞাস। এতে মধ্যমাকারের সর্বমোট ১৫২টি সূত্র আছে। গল্প ও উপদেশের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেওয়াই এ গ্রন্থের সূত্রগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য।

মধ্যম নিকায় হলো পঞ্চনিকায়ের মধ্যে সর্বোত্তম এবং একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর মূল বক্তব্যের বিষয় হলো বুদ্ধের জীবন ও বাণী, চারি আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, পঞ্চস্কন্ধ ও নির্বাণ।

৩. সংযুক্ত নিকায় : ছোট অনেকগুলো সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত। তাই একে সংযুক্ত নিকায় হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এতে মোট পাঁচটি বর্গ আছে। সংযুক্ত নিকায়ের বিষয়বস্তুতে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. অঙ্গুত্তর নিকায় : এ নিকায়টি মোট ১১টি নিপাত নিয়ে গঠিত। নিপাতগুলো বিষয়বস্তুর প্রকার ও সংখ্যা হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নিপাত কতিপয় বর্গ ও সূত্রে বিভক্ত। সূত্রগুলো প্রায়ই গদ্যে ও পদ্যে রচিত। উক্ত নিপাতসমূহে ভগবান বুদ্ধের ধর্মবাণী ও নীতি শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বিধি বিষয় হিসেবে এতে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব, মানবজীবন, নানা বল, ধন, বিদ্যা ও আচরণকে নির্বাণ লাভের সোপান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৫. খুদ্দক নিকায় : খুদ্দক নিকায় সূত্র পিটকের সর্বশেষ নিকায়। 'খুদ্দক' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, ছোট। গদ্য ও পদ্যে রচিত এ নিকায়ের গ্রন্থ সংখ্যা ১৫টি।

এখানে গ্রন্থগুলোর নামের তালিকা দেওয়া হলো– ১. খুদ্দক পাঠ ২. ধর্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবুত্তক ৫. সুত্তনিপাত ৬. পেতবত্থু ৭. বিমানবত্থু ৮. থেরগাথা ৯. থেরীগাথা ১০. নিদ্দেস ১১. জাতক ১২. পটিসম্ভিদামার্গ ১৩. অপদান ১৪. বুদ্ধবংস ১৫. চরিয়াপিটক।

খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলোর মধ্যে ধর্মপদ ও জাতক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সর্বজনীন। গ্রন্থ দুইটি বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সূত্র পিটকের গ্রন্থসমূহে বুদ্ধের জীবন ও দর্শন এবং সামগ্রিক উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। উপদেশগুলো মেনে চলা এবং তার আলোকে জীবন গঠন করা সকলের কর্তব্য।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধের ধর্মবাণী ও শিক্ষা কোথায় বর্ণিত আছে?

ক. নিকায়ে
খ. সংগীতিতে
গ. ত্রিপিটকে
ঘ. অভিধর্ম পিটকে

২. ত্রিপিটকের কয়টি অংশ?

ক. পাঁচটি
খ. তিনটি
গ. সাতটি
ঘ. দুটি

৩. সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

ক. দীর্ঘ নিকায় খ. ধর্মপদ
গ. মজ্ঝিম নিকায় ঘ. সংযুক্ত নিকায়

৪. 'ধর্মপদ' কোন নিকায়ের অন্তর্গত?

ক. সংযুক্ত নিকায় খ. দীর্ঘ নিকায়
গ. মধ্যম নিকায় ঘ. খুদ্দক নিকায়

৫. খুদ্দক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ আছে?

ক. ৫টি খ. ১৫টি
গ. ৩টি ঘ. ২৫টি

৬. তৃতীয় সংগীতির পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন?

ক. সম্রাট অশোক খ. সম্রাট কালাশোক
গ. অজাতশত্রু ঘ. সম্রাট কণিষ্ক

৭. কীভাবে ধর্ম–বিনয় সংগৃহীত হয়?

ক. পূর্ণিমার মাধ্যমে খ. সংগীতির মাধ্যমে
গ. কীর্তনের মাধ্যমে ঘ. সভার মাধ্যমে

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. গৌতম বুদ্ধ .... বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।
২. সূত্রপিটক ....নিকায়ে বিভক্ত।
৩. .... শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, ছোট।
৪. দীর্ঘ নিকায়ে .... সূত্র আছে।
৫. মধ্যম নিকায় হলো .... মধ্যে সর্বোত্তম।
৬. অঙ্গুত্তর নিকায়ে .... নিপাত আছে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে	১. ১৫২টি সূত্র আছে।
২. ছোট অনেকগুলো	২. বর্গ ও সূত্রে বিভক্ত।
৩. মজ্ঝিম নিকায়ে	৩. ভাণ্ডারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
৪. প্রত্যেকটি নিপাত কতিপয়	৪. সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত।
৫. গ্রন্থ দুটি বিশ্বসাহিত্য	৫. প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
	৬. একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. সংগীতি কাকে বলে?
২. পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক কোন সংগীতিতে সংকলিত হয়?
৩. অঙ্গুত্তর নিকায় কয়টি নিপাতে বিভক্ত?
৪. সংযুক্ত নিকায় কেন নামকরণ করা হয়েছে?
৫. সূত্র পিটকের পাঁচটি গ্রন্থের নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে বর্ণনা কর।
২. সূত্র পিটক কয়টি নিকায়ে বিভক্ত? প্রথম দুটি নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩. সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তের নিকায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. খুদ্দক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী-নাম লেখ।
৫. ত্রিপিটকের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

সূত্র পিটক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে বলতে পারবে।
৫.২ সূত্র পিটক কী তা বলতে পারবে।
৫.৩ সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম বলতে পারবে।
৫.৪ খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.২ ত্রিপিটক সংকলনের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৫.১.৩ ত্রিপিটকের শ্রেণি বিভাগগুলো জানতে পারবে।
৫.২.১ সুত্র পিটক কী তা বলতে পারবে।
৫.২.২ সুত্র পিটকের গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে পারবে।
৫.৩.১ সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম বলতে পারবে।
৫.৩.২ সুত্র পিটকের বিষয়বস্তু জানতে পারবে।
৫.৪.১ খুদ্দক নিকায়ের নামকরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।
৫.৪.২ খুদ্দক নিকায়ের কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ২৯–৩০

বিষয়বস্তু

'বৌদ্ধদের প্রধান .... ত্রিপিটক সংকলিত হয়।'

শিখনফল

৫.১.১ ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

ত্রিপিটকের সুত্র পিটকের যেকোনো একটি গ্রন্থ, চার্ট পেপার, সাইন পেন ও স্লাইড শো।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীকে দেখাবেন ।
- শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি এবং পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে একটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন ।
  - বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থকে কী বলা হয়?
- প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে শিক্ষক প্রশংসা করবেন ।
- পাঠ ঘোষণা : বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় .... (উচ্চারণ করে বোর্ডে লিখতে হবে) ।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে পড়ে শোনাবেন ।
- শিক্ষার্থীরাও পর্যায়ক্রমে সরব পাঠ করবে ।
- পাঠ–সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন ও পড়ে শোনাবেন ।
- পাঠ শেষে ত্রিপিটক সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন ।
  - ত্রিপিটকের দ্বিতীয় অংশ কোনটি?
  - বৌদ্ধ সংগীতি শব্দের অর্থ কী?
  - বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কয় মাস পর সংগীতি আহ্বান করা হয়?
  - দ্বিতীয় সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
- শিক্ষক প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর শিক্ষার্থীদের যথার্থভাবে শিক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

- তিনটি বৌদ্ধ সংগীতির বিবরণ ক্রমানুসারে সাজিয়ে খাতায় লেখাবেন ।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক শিখন শেখানোর কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন ।
- মৌখিক এবং লিখিত উভয় ভাবে যাচাই করবেন ।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. ত্রিপিটকের কয়টি অংশ?
২. সংগীতি কাকে বলে?
৩. তৃতীয় সংগীতির পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন?

বাড়ির কাজ

১. ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে বর্ণনা কর ।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৩০–৩১

বিষয়বস্তু

‘ত্রিপিটক বৌদ্ধদের .... প্রয়োজনীতা অপরিসীম ।’

শিখনফল

৫.১.২ ত্রিপিটক সংকলনের গুরুত্ব বলতে পারবে ।

উপকরণ :

সুত্র পিটকের একটি গ্রন্থ, সংগীতি সভার চিত্র, ভিডিও ফুটেজ ।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে বুদ্ধমূর্তি ও সংগীতির চিত্র দেখাবেন ।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেবেন ।
- পাঠ প্রস্তুতির জন্য ছেলে–মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন ।
- সূত্র পিটকের একটি গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রদর্শন করবেন ।
- সূত্র পিটকের শ্রেণিবিভাগ বোর্ডে ছকের মাধ্যমে দেখাবেন ।
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত ছক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন ।
- পাঠ ঘোষণা : ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র.....
- শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন ।
  - বুদ্ধবাণী কীভাবে প্রচলিত ছিল?
  - কীভাবে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়?
- শিক্ষক উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন ।
- শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন । প্রত্যেক দলকে পাঠ সংশ্লিষ্ট ২/৩টি প্রশ্ন বিতরণ করে আলোচনা করে উত্তর লেখার নির্দেশ দিন ।
- শিক্ষক দলীয় কাজ মনিটরিং করবেন ।
- দলনেতা পরিকল্পিত কাজ উপস্থাপন করবে ।
- প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করার নির্দেশ দিবেন ।
- প্রশ্নের উত্তর যাচাই করবেন ।
- প্রশ্ন-উত্তর খাতায় লেখাবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

- শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে বৌদ্ধ সংগীতির গুরুত্ব পোস্টার পেপারে লিখে প্রদর্শন করতে বলবেন ।
  একটি নমুনা ছক-

প্রথম সংগীতি	দ্বিতীয় সংগীতি	তৃতীয় সংগীতি

* শিক্ষক ছকটি বোর্ডে তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীকে এ ছকের অনুকরণে লিখতে বলবেন ।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানোর কার্যাবলি দলীয় কাজ ও বাড়ির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন ।

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ।

ক) বুদ্ধের দেশিত বাণী কী ভাবে প্রচলিত ছিল?

খ) পরবর্তিতে এই বাণী কেন সংরক্ষনের প্রয়োজন হয়?

গ) বুদ্ধের বাণী কোথায় সংরক্ষিত হয়েছে?

ঘ) বুদ্ধের বাণী সংরক্ষনের জন্য কিসের আয়োজন করা হয়?

বাড়ির কাজ

১. ত্রিপিটকের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ ।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৩১

বিষয়বস্তু

'এ অধ্যায়ে সূত্র ....পঞ্চস্কন্ধ ও নির্বাণ ।'

শিখনফল

৫.১.৩ ত্রিপিটকের শ্রেণি বিভাগগুলো জানতে পারবে ।

৫.২.১ সুত্র পিটক কী তা বলতে পারবে ।

৫.৩.১ সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম বলতে পারবে ।

৫.৩.২ সূত্র পিটকের বিষয়বস্তু জানতে পারবে ।

উপকরণ

দীর্ঘ নিকায় ও মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থ, স্লাইড বা চিত্র এবং ত্রিপিটকের শ্রেণিবিভাগের চার্ট ।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক টেবিলে উপকরণগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবেন ।
- শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রথমেই অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণ সম্পর্কে বলবেন ।
- শিক্ষক উপকরণটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন এবং চিত্রটি শিক্ষার্থীদের দেখার জন্য বলবেন ।
- টেবিলে রক্ষিত গ্রন্থসমূহ এক এক করে দেখাবেন ।
- সূত্র পিটক গ্রন্থ থেকে মৌলিক শিক্ষাপদ সম্পর্কে বলবেন ।
- পাঠ ঘোষণা : এ কারণেই ত্রিপিটকের......... নির্দিষ্ট পাঠটি শিক্ষক পড়ে শোনাবেন ।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন,যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু বুঝতে পারে ।
- পাঠের কিছু অংশ শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন ।
  - পাঠ শেষে বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা করতে বলবেন ।
  - সূত্র পিটকের মূল পাঁচটি গ্রন্থের নাম ধারাবাহিকভাবে বলবেন ।
  - দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থের বিষয়বস্তু বলবেন ।
  - মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থের বিষয়বস্তু উল্লেখ করবেন ।
  - পাঠ্যাংশের বর্ণিত পাঁচটি গ্রন্থের নাম চিহ্নিত করাবেন ।
- পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থী এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে ।

- অপারগ শিক্ষার্থীকে উত্তরদানে সাহায্য করবেন।
- পাঠ-সশ্লিষ্ট ৫/৬টি প্রশ্ন বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তোলার নির্দেশ দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর লিখবে (জোড়ায় কাজ)।
  উত্তর সঠিক হয়েছে কি না কাসে ঘুরে ঘুরে যাচাই করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- এ পাঠে কী কী শিক্ষা লাভ করেছ, দলীয়ভাবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ কর।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিপাঠে বোর্ডে প্রশ্ন লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন শেখানোর কার্যাবলি থেকেও বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. এক কথায় উত্তর দাও

ক. সূত্র পিটক কয়টি নিকায়ে বিভক্ত?
খ. সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
গ. মজ্ঝিম নিকায় কয়টি খ- বিভক্ত?

খ. শূন্যস্থান পূরণ

ক. সূত্র পিটক .... নিকায়ে বিভক্ত।
খ. দীর্ঘ নিকায়ে .... সূত্র আছে।
গ. মধ্যম নিকায় হলো .... মধ্যে সর্বোত্তম।

বাড়ির কাজ

১. সূত্র পিটকের প্রথম নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৩১–৩২

বিষয়বস্তু

'সংযুক্ত নিকায় : ছোট .... অভিহিত করা হয়েছে।'

শিখনফল

৫.২.২ সুত্র পিটকের গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে পারবে।
৫.৩.১ সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম বলতে পারবে।
৫.৩.২ সূত্র পিটকের বিষয়বস্তু জানতে পারবে।

উপকরণ

সুত্র পিটকের সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের দুটি গ্রন্থ (স্লাইড শোতে প্রদর্শন)।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- পাঠের শুরুতে শিক্ষক উপকরণগুলো প্রদর্শন করবেন। এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পূর্ব পাঠের দুটি প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন দুটির উত্তর দিতে পারবে। শিক্ষক প্রশংসা করে আজকের পাঠটি জানিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক ধীরে ধীরে পাঠটি নিজে পাঠ করে শোনাবেন।
- পাঠের মাঝখানে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পারল কি না তা বুঝার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন :
  - অঙ্গুত্তর নিকায় কয়টি নিপাতে বিভক্ত?
  - সংযুক্ত নিকায় কেন নামকরণ করা হয়েছে?
  - সংযুক্ত নিকায়ে কয়টি বর্গ আছে?
- শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের বারবার প্রশ্ন করে পাঠটি দ্বিতীয়বার বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠটি প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিখনফল বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিখন শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন (পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পিত কাজ উপস্থাপন, বাড়ির কাজ)
- সুত্র পিটকের কয়েকটি গ্রন্থের নাম বল।

মূল্যায়ন

পাঠ থেকে শিক্ষক নিজে প্রশ্ন করবেন। যাতে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন ও মূল্যায়ন হয়।

ক) সংযুক্ত নিকায়ের নামকরনের কারণ কী?
খ) সংযুক্ত নিকায়ে কয়টি বর্গ?
গ) সংযুক্ত নিকায়ে কী আলোচনা হয়েছে?
ঘ) অঙ্গত্তর নিকায় কয়টি নিপাতে বিভক্ত?
ঙ) নিপাতে কি কি আছে?

বাড়ির কাজ

- সঠিক উত্তর ও মিলকরণ (পাঠ-সংশ্লিষ্ট)।
  * প্রশ্নটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৩২

বিষয়বস্তু

'খুদ্দক নিকায় .... করা সকলের কর্তব্য।'

শিখনফল

৫.৪.১ খুদ্দক নিকায়ের নামকরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.৪.২ খুদ্দক নিকায়ের কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ

খুদ্দক নিকায়ের কয়েকটি গ্রন্থ, বুদ্ধের ছবি, ত্রিপিটকের শ্রেণিবিভাগের চার্ট প্রজেক্টরে স্লাইড হিসেবে প্রদর্শন ইত্যাদি।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বুদ্ধের ছবি ও উপকরণ প্রদর্শন করবেন। (প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে)।
- আলোচ্য পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।
- পূর্ব জ্ঞান যাচাই করার জন্য পূর্বের পড়া শিখেছে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।
  দীর্ঘ নিকায়, মজঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায় বিষয়ে?
- অধিকাংশ শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।
- কোনো শিক্ষার্থী অপারগ হলে উত্তর দানে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলগতভাবে পাঠ আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের আগ্রহকে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক খুদ্দক নিকায় থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
  - সূত্র পিটকের সর্বশেষ নিকায়ের নাম কী?
  - খুদ্দক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ রয়েছে?
  - খুদ্দক নিকায়ের জনপ্রিয় দুটি গ্রন্থের নাম লিখ?
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে চেষ্টা করবে। উত্তর প্রদানে উৎসাহী করবেন।
- শিক্ষার্থী উত্তরদানে সক্ষম বা অপার উভয় ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবেন।
- খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলোর নাম খাতায় লিখতে বলবেন।
- পাঠটি শুনে ও পড়ে কী জানলো জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষক আরো কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিখনফল যাচাই করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম পর্যায়ক্রমে খাতায় লিপিবদ্ধ কর। কয়েকজনকে নামগুলো দাঁড়িয়ে বলতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- পাঠে বর্ণিত দীর্ঘ নিকায় ও মঝ্ঝিম নিকায় বিষয়ের পাঁচটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

ক. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলগুলো জিজ্ঞাসা করবেন :

বাম পক্ষ	ডান পক্ষ
১. মজ্ঝিম নিকায়ে ২. ছোট অনেকগুলো ৩. গ্রন্থ দুটি বিশ্বসাহিত্য	১. সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত। ২. ভান্ডারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ৩. ১৫২টি সূত্র আছে।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও

নমুনা প্রশ্ন

১. ধর্মপদ কোন নিকায়ের অন্তর্গত?
২. খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থের নাম কী?
৩. 'খুদ্দক' শব্দের অর্থ কী?

বাড়ির কাজ

১. সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
* শিক্ষক প্রশ্নটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুশল ও অকুশল কর্ম

মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে কর্ম বলা হয়। জীবন কর্মময়। কর্মের দ্বার তিনটি : কায়, বাক্য ও মন। কুশল কর্ম বলতে সৎকর্মকে বোঝায়। গুরুভক্তি, পরোপকার, সচ্চরিত্র গঠন প্রভৃতি হচ্ছে কুশল কর্ম বা সৎকর্ম। ভালো কাজকেই কুশল কর্ম বলে। মানুষ কর্মের অধীন।

কুশল কর্মের দ্বারা মানুষ নীরোগ হয়। দীর্ঘায়ু লাভ করে। অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। ধনবান হয়। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানী হয়। যারা প্রাণী হত্যা করে না, তারা অনেক দিন বেঁচে থাকে। দীর্ঘজীবী হয়। যাদের মনে হিংসা নেই, তারা সুশ্রী হয়, সুন্দর হয়। কুশল কর্মের ফল সুখদায়ক। যারা জীবের প্রতি দয়াশীল, তারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে।

অকুশল কর্ম বলতে অসৎকর্ম বা দুষকর্মকে বোঝায়। খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলে। অসৎকর্ম করলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। অকুশল কর্মের ফল দুঃখদায়ক। প্রাণী হত্যা করলে অল্পায়ু হয়। প্রাণীদের নিপীড়ন করলে রোগ গ্রস্ত হয়। মৃত্যুর পর নরকে যায়। মনে হিংসা পোষণ করলে বিশ্রী হয়। গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা, অপরের অনিষ্ট সাধন, দুশ্চরিত্র প্রভৃতি হচ্ছে অকুশল কর্ম বা দুষকর্ম। অকুশল কর্মের পরিণাম ভয়াবহ।

জগতে কর্মই প্রাণীগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে জগতে বিভিন্ন প্রকার মানুষ দেখা যায়। যেমন– ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বল, সুস্থ–রুগ্ণ, পণ্ডিত–মূর্খ, সাদা–কালো, সুন্দর–কুৎসিৎ। তার কারণ কী? সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্মের কারণে এরূপ পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্য শুধু মানুষের মধ্যে নয়; সকল প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান।

তোমরা সর্বদা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। সৎকর্ম সম্পাদন করবে। পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করবে। মাতা-পিতাকে ভক্তি করবে। তাদের উপদেশ পালন করবে। এতে তোমরা সুখী হবে।

এখন কুশল ও অকুশল কর্মের দুটি কাহিনী বলব। মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

কুশল কর্মের কাহিনীটি নিম্নরূপ :

ভগবান বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করত। তার নাম ছিল পূর্ণ। সে

দরিদ্র হলেও নিয়মিত অষ্টশীল বা উপোসথ শীল পালন করত। এত দরিদ্র ছিল যে প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করতে পারত না।

একদিন উপোসথ দিবসে পূর্ণ অষ্টশীল নিল। তার সামান্য খাবার ছিল। এর বেশি সে জোগাড় করতে পারল না। সামান্য খাবার নিয়ে সে খেতে বসবে। এমন সময় বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। পূর্ণ নিজের জন্য প্রস্তুত খাবার শ্রদ্ধার সাথে সারিপুত্রকে দান করল। সারিপুত্র স্থবির পূর্ণের দানের প্রশংসা করলেন। তাকে আশীর্বাদ করলেন।

দরিদ্র পূর্ণের এ দানের ফলে অচিরেই ভাগ্য ফিরে গেল। তার লাভ সৎকার বেড়ে গেল। ধনবান শ্রেষ্ঠীতে পরিণত হলেন। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগল।

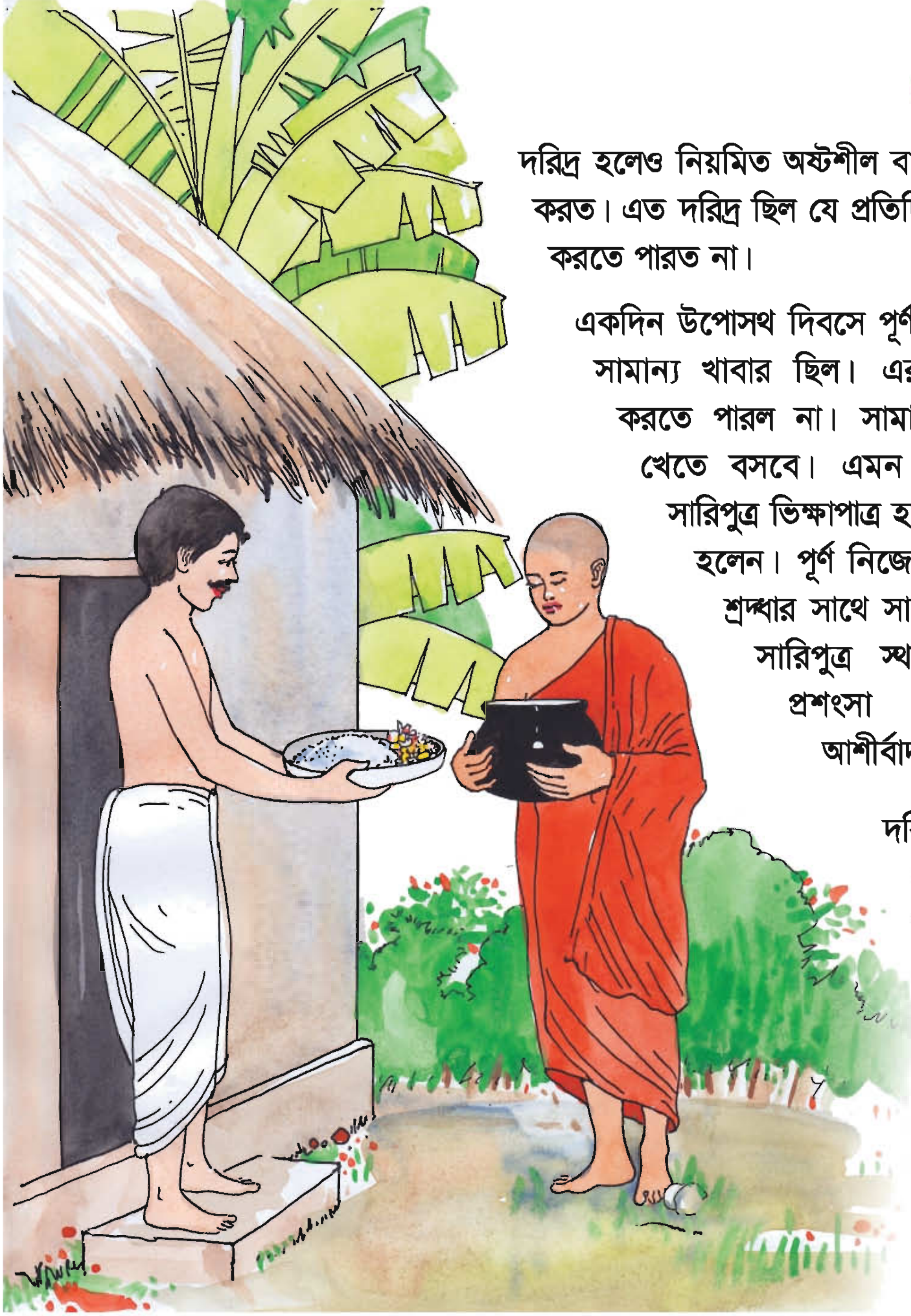

সারিপুত্র ভিক্ষা পাত্রে পূর্ণের দান গ্রহণ

অকুশল কর্মের ফলস্বরূপ কাহিনীটি নিম্নরূপ :

শ্রাবস্তীতে নন্দ নামে এক ব্যাধ বাস করত। প্রাণিহত্যা ছিল তার জীবিকা। নন্দ প্রতিদিন মাংস বিক্রয় করত। মাংস ছাড়া সে ভাত খেত না। একদিন খেতে বসে সে দেখল মাংস

নেই। তার পাকশালার সামনেই ছিল একটি গরু। গরুটি আপন মনে ঘাস খাচ্ছিল। নন্দ ধারালো অস্ত্র নিয়ে তৎক্ষণাৎ গরুটির জিব কেটে ফেলল। আগুন জ্বেলে জিবটি সেঁকে নিল। তারপর পরমানন্দে খেতে লাগল।

পাপ কর্মের ফল ভয়াবহ। নন্দের জিবটি থালায় পড়ে গেল। নন্দ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে মারা গেল। নন্দ পাপ করেছিল। তাই সে দুঃখময় নরকে উৎপন্ন হলো।

জগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষ কায়, বাক্য ও মনে কুশলকর্ম বা সৎকর্ম করতে পারে। কুশল কর্ম সুখদায়ক। সব সময় কুশল কর্ম করবে। সর্বদা সত্যকথা বলবে। পশুপাখিকে কষ্ট দেবে না। এমন কাজ করবে না যাতে মা-বাবা কষ্ট পায়।

অকুশল কর্ম করলে পাপ হয়। সকলের অপ্রিয় হতে হয়। কেউ ভালোবাসে না, পছন্দ করে না। তোমরা কাউকে হিংসা করবে না। মন্দ বলবে না। অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকবে।

ধারালো ছুরি হাতে ব্যাধ নন্দ, পাশে একটি গাভী

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে কী বলা হয়?

ক. কর্ম — খ. ধর্ম
গ. বর্ণ — ঘ. পুণ্য

২. কী করলে মানুষ অল্পায়ু হয়?

ক. কুশল কর্ম — খ. সৎকর্ম
গ. প্রাণিহত্যা — ঘ. হিত কর্ম

৩. কুশল কর্মের ফল কী রূপ?

ক. ভয়াবহ — খ. কুফলদায়ক
গ. অহিতকর — ঘ. সুখদায়ক

৪. সারিপুত্র স্থবির ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন?

ক. ধনঞ্জয় — খ. পূর্ণ
গ. সঞ্জয় — ঘ. মৃৎময়

৫. সর্বদা কাদের শরণ নেবে?

ক. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ — খ. বুদ্ধ, মানব ও দেবতা
গ. ধর্ম, জাতি ও দেবতা — ঘ. সংঘ, দেবতা ও জন্তু

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কুশল কর্ম বলতে .... বোঝায়।
২. খারাপ কাজকে .... কর্ম বলে।
৩. জগতে কর্মই প্রাণীগণকে .... করে।

৪. মাতা-পিতাকে .... করবে।
৫. সারিপুত্র স্থবির .... দানের প্রশংসা করলেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. কুশল কর্মের দ্বারা	১. নিয়ন্ত্রণ করে।
২. খারাপ কাজকে	২. রত থাকবে।
৩. জগতে কর্মই প্রাণীগণকে	৩. এক ব্যাধ বাস করত।
৪. দান, শীল, ভাবনায়	৪. মানুষ নীরোগ হয়।
৫. শ্রাবস্তীতে নন্দ নামে	৫. অকুশল কর্ম বলে।
	৬. বিরত থাকবে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. মানুষ কিসের অধীন?
২. খারাপ কাজকে কী বলা হয়?
৩. পূর্ণ উপোসথ দিবসে কোন শীল পালন করত?
৪. নন্দ প্রতিদিন কী বিক্রয় করত?
৫. কর্মের দ্বার কয়টি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝায়?
২. অকুশল কর্মের কুফল বর্ণনা কর।
৩. 'মানুষ কর্মের অধীন।'—এ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৪. কুশল কর্মের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫. ব্যাধ নন্দের কর্মফলের কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুশল ও অকুশল কর্ম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ কুশল কর্ম কী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.২ অকুশল কর্মের উদাহরণ দিতে পারবে।
৬.৩ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে।
৬.৪ পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারবে।
৬.৫ পুণ্যকর্ম সম্পাদনে অধিক আগ্রহী হতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৬.১.২ কুশল কর্মের ব্যাখ্যাসহ উদাহরণ দিতে পারবে।
৬.২.১ অকুশল কর্ম কী তা বলতে পারবে।
৬.২.২ অকুশল কর্মের উদাহরণ দিতে পারবে।
৬.৩.১ কুশল কর্মের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।
৬.৩.২ অকুশল কর্মের পরিণাম বর্ণনা করতে পারবে।
৬.৪.১ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারবে।
৬.৫.১ পুণ্য অর্জন করতে সর্বদা আগ্রহ প্রকাশ করবে।
৬.৫.২ পুণ্যকর্ম সম্পাদনে অধিক আগ্রহী হবে।

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠ– ১ পৃষ্ঠা– ৩৫

বিষয়বস্তু

' মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে .... সুগতি লাভ করে।'

শিখনফল

৬.১.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৬.১.২ কুশল কর্মের ব্যাখ্যাসহ উদাহরণ দিতে পারবে।

উপকরণ

কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পাশাপাশি একটি তালিকা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক নিজে প্রথমে পাঠটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।
- এ প্রসঙ্গে কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ধারণা দেবেন।
- কুশল কর্ম কী কী তা বলে দেবেন।
- অকুশল কর্মের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করবেন।
- কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের জীবন গঠন করতে বলবেন।
- মানুষ কেন দীর্ঘজীবী, সুশ্রী, বিশ্রী হয় তার কারণ উপস্থাপন করবেন।
- কুশল কর্মের উপকারিতা সম্পর্কে তুলে ধরবেন।

এবার শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরীক্ষণের জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর যাচাই করবেন-

- ভালো কাজকে কী বলা হয়?
- গুরুভক্তি, পরোপকার- এ দুইটি কোন কর্মের অন্তর্গত?
- মানুষ কীসের অধীন?

কেউ কেউ উত্তর দিতে পারবে। আবার অনেকে বলতে পারবে না। সঠিক উত্তরদাতাকে প্রশংসা করবেন। আর যারা অপারগ, তাদের চিহ্নিত করে তাদের পুনরায় সঠিক উত্তর বলে দেবেন। প্রয়োজনে পাঠ্যাংশে উত্তর চিহ্নিত করে দেবেন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আদায় করে নেবেন। তারপর মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবেন।

মূল্যায়ন

ক। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কর্ম কাকে বলা হয়?
২. কর্মের দ্বার কয়টি ও কী কী?
৩. দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ কী?
৪. কুশল কর্মের ফল কীরূপ?

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পক্ষ	ডান পক্ষ
১. মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে	১. কায়, বাক্য ও মন।
২. কুশল কর্ম বলতে	২. তারা সুশ্রী হয়।
৩. কর্মের দ্বার তিনটি:	৩. কর্ম বলা হয়।
৪. যাদের মনে হিংসা নেই,	৪. সৎকর্মকে বোঝায়।

বাড়ির কাজ

- কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের তালিকা শির্থীদের খাতায় লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ– ২ পৃষ্ঠা– ৩৫

বিষয়বস্তু

‘অকুশল কর্ম বলতে .... এতে তোমরা সুখী হবে।’

শিখনফল

৬.২.১ অকুশল কর্ম কী তা বলতে পারবে।
৬.২.২ অকুশল কর্মের উদাহরণ দিতে পারবে।

উপকরণ

অকুশল কর্মের ভয়াবহ পরিণামের ছবি প্রদর্শন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- পাঠটি অত্যন্ত ছোট। কিন্তু অকুশল কর্মের ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে।
- শিক্ষক আরো কিছু অকুশল কর্মের উদাহরণ সংযোজিত করবেন।
- শিক্ষার্থীকে ভালো-খারাপ কাজের উদাহরণ দিয়ে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- অসৎ কর্ম করলে দুঃখ পেতে হয়- এ কথা শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের সৎকর্ম করার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে।
- রোগগ্রস্ত হবার কারণ বলে দিতে হবে।
- বিভিন্ন প্রকার মানুষর পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে।
- সর্বদা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিতে হবে।

পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্ন দুইটির উত্তর আদায় করবেন :

- অকুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
- বিভিন্ন প্রকার মানুষের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উক্ত প্রশ্ন দুটির উত্তর শিক্ষার্থীদের কাজ থেকে জেনে নেবেন। অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেবেন। শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তনে নিশ্চয়ই আপনার ভূমিকা থাকবে।

মূল্যায়ন

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. অকুশল কর্ম কাকে বলে?
২. অকুশল কর্মের ফল কীরূপ?
৩. প্রাণিগণ কী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
৪. বিভিন্ন প্রকার মানুষের চারটি উদাহরণ দাও।

খ. সঠিক উত্তরে ঠিক (√)চিহ্ন দাও

১. অকুশল কর্ম বলতে বোঝায়–

ক. সৎকর্ম খ. অসৎকর্ম
গ. কুশলকর্ম ঘ. ধর্মকর্ম

২. অকুশল কর্মের ফল কীরূপ ?

ক. ভয়াবহ খ. অগ্নিদাহ
গ. সুখকর ঘ. দিবাকর

৩. মনে হিংসা পোষণ করলে কীরূ প হয়?

ক. ধর্মশ্রী খ. কর্মশ্রী
গ. বিশ্রী ঘ. সুশ্রী

৪. অল্পায়ু কীসের কারণ?

ক. সুকর্ম খ. কুশলকর্ম
গ. আত্মহত্যা ঘ. প্রাণিহত্যা

বাড়ির কাজ

অকুশল কর্মের কুফল লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ– ৩ পৃষ্ঠা : ৩৫–৩৬

বিষয়বস্তু

‘এখন কুশল .... কাহিনীটি নিম্নরূপঃ।’

শিখনফল

৬.৩.১ কুশল কর্মের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

পাঠে প্রদত্ত সারিপুত্র ভিক্ষাপাত্রে পূর্ণের দান গ্রহণের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমেই কুশল কর্মের কাহিনীটি পড়ে শোনাবেন।
- সারিপুত্রের হাতে ভিক্ষাপাত্রে পূর্ণের দান গ্রহণের ছবিটি প্রদর্শন করবেন।
- পূর্ণ দানীয় থালায় কীভাবে দান করছে তা দেখাবেন।
- স্থবিরের দুই হাতে প্রদর্শিত পাত্রটি বৌদ্ধ দৃষ্টিতে ছাবাইক বলে- এ কথা বুঝিয়ে দেবেন।

- স্থবিরের ব্যবহৃত কাপড়কে চীবর বলে- এটাও দেখাবেন।
- ছবির অঙ্কিত দৃশ্যে কী কী আছে তাও বলবেন।
- দরিদ্র পূর্ণ উপোসথ দিবসে যে দান দিত তার গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- তারপর ২-৩ জন শিক্ষার্থীকে গল্পটি পড়তে বলবেন।

পাঠশেষে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন এবং যারা উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন।

- দরিদ্র ব্যক্তি কোথায় বাস করত?

- দরিদ্র লোকটির নাম কী ছিল?

প্রশ্ন দুটি অত্যন্ত সহজ। অনেক শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে। কয়েকজন উত্তর দিতে না পারলে তাদেরকে এক কথায় উত্তর বলে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- সারিপুত্র ও পূর্ণের দানের চিত্রটি অংকন কর।

মূল্যায়ন

ক. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. পূর্ণ উপোসথ দিবসে কোন শীল পাল করত?
২. সারিপুত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে কার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন?
৩. পূর্ণ দানের ফলে কীরূপ শ্রেষ্ঠীতে পরিণত হলেন?
৪. কুশল কর্মের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫. পূর্ণের লাভ সৎকার কীভাবে বেড়ে গেল?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. রাজগৃহে এক দরিদ্র .... বাস করত।
২. তার সামান্য .... ছিল।
৩. সারিপুত্র স্থবির .... দানের প্রশংসা করলেন।
৪. সবাই তার .... করতে লাগলেন।

পাঠ– ৪ পৃষ্ঠা : ৩৬–৩৭

বিষয়বস্তু

'অকুশল কর্মের ফলস্বরূপ .... বিরত থাকবে।'

শিখনফল

৬.৩.২ অকুশল কর্মের পরিণাম বর্ণনা করতে পারবে।
৬.৪.১ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারবে।

উপকরণ :

অধ্যায়ে প্রদত্ত ব্যাধ নন্দ ও গাভীর ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক পূর্ববর্তী পাঠের কুশল কর্মের কাহিনীটি দু/তিনজন শিক্ষার্থীকে নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- শিক্ষক ছবির মাধ্যমে পাপকর্মের ফল যে ভয়াবহ তা তুলে ধরবেন।
- অকুশল কর্মের কাহিনীটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন।
- উক্ত কাহিনীটি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে বলবেন।
- ব্যাধের মতো পাপকর্ম করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেবেন।
- অকুশল কর্ম করলে যে পাপ হয় তা তাদের নিকট তুলে ধরবেন।
- ভালো কাজ ও খারাপ কাজ সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেবেন।
- তাদের সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।
- পূর্ণের উপোসথ ব্রত পালনের দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকেও উপোসথ পালন করার জন্য সচেষ্ট থাকতে বলবেন।
- কাহিনী দুটির মধ্যে কোনটি তাদের ভালো লাগে একে একে জিজ্ঞাসা করবেন।

কাহিনীটির সামগ্রিক মূল্যায়ন হচ্ছে কি না যাচাই করতে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন

- ব্যাধ নন্দ কোথায় বাস করত?
- তার জীবিকা কী ছিল?
- নন্দ মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হলো?

প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর সহজ। তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর কেউ কেউ দিতে পারবে না। আপনি তাদেরকে উত্তর সহজ কথায় বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- উপোসথ পালনকারী পূর্ণ এবং ব্যাধ নন্দের কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফলাফলের পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করে উপস্থাপন কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. নন্দ কী বিক্রয় করত?
২. সে কী ছাড়া ভাত খেত না?
৩. গরুটি আপন মনে কী খাচ্ছিল?
৪. সুখদায়ক কর্ম বলতে কী বোঝ?

খ. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও

১ । নন্দ প্রতিদিন কী বিক্রয় করত?

ক. তরকারি খ. ফলমূল

গ. মাংস ঘ. মাছ

২। নন্দ মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হলো?

ক. নরকে খ. স্বর্গে

গ. দেবলোকে ঘ. মনুষ্যলোকে

৩। কোন কর্ম থেকে বিরত থাকবে?

ক. কুশল কর্ম খ. অকুশল কর্ম

গ. নিত্যকর্ম ঘ. দৈনন্দিন কর্ম

বাড়ির কাজ

- অকুশল কর্মের কাহিনীটি লিখে আনতে বলবেন।

সপ্তম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর সারনাথে পাঁচজন শিষ্যকে সর্বপ্রথম ধর্মদেশনা করেছিলেন। তাঁরা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে খ্যাত। তাঁরা হলেন কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রিয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিত। এরপর আরও অনেকে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের শষ্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মহাকাশ্যপ, আনন্দ, উপালি, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন অন্যতম। পরবর্তী সময়ে যাঁরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁরাই প্রশিষ্য। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে পটাচারা, অনোপমা, সুমনা, ইসিদাসী, সুমেধা, ক্ষেমা উল্লেখযোগ্য। অনেকে সংসারী হয়েও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন : যেমন-রাজা বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা। তাঁরা হলেন বুদ্ধের গৃহী শিষ্য।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কম নয়। ভিক্ষু শিষ্যরা বিনয়ী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। গৃহী-শিষ্যরা ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। তাঁরা মানুষকে দয়া, সংযম, শৃঙ্খলা ও উদারতা শিক্ষা দিয়েছেন। বিনয়ী ভিক্ষু ও সৎ ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করলে ব্যক্তি জীবন সুখের ও সার্থক হয়।

বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনের জীবন-বৃত্তান্ত নিচে দেওয়া হলো :

মহাকাশ্যপ স্থবির

মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। সে গ্রামের কপিল ব্রাহ্মণের গৃহে এক শিশুর জন্ম হয়। তাঁর নাম রাখা হয় পিপ্ফলী। তিনি যৌবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্জনে অবস্থান করতেন। মা-বাবার একান্ত অনুরোধে ভদ্রা কপিলানির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু দুজনেই প্রব্রজ্যা প্রার্থী ছিলেন। তাঁরা দুইজনে দুইদিকে যাত্রা করলেন। এ সময় পৃথিবী কম্পিত হয়। এতে সম্যক সম্বুদ্ধ অবগত হলেন যে পিপ্ফলী ও ভদ্রা কপিলানি অগাধ ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছেন। তাই এ ভূকম্পন।

ভগবান বুদ্ধ পাত্র চীবর নিয়ে বের হন। তিনি রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে উপবেশন করলেন। ব্রহ্মচারী পিপ্ফলী বুদ্ধকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনবার বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, ভগবান! আপনিই আমার শাস্তা। আমি আপনারই শ্রাবক।

অতঃপর ভগবান বললেন, 'কাশ্যপ, তোমার গুণেই পৃথিবী কম্পিত হয়েছে। কাশ্যপ, উপবেশন করো। তোমাকে আমার দায়াদ (উত্তরাধিকারী) করব। তারপর বুদ্ধ তাঁকে ত্রিশরণ সহ উপসম্পদা প্রদান করেন। তখন আবার পৃথিবী কম্পিত হয়।

সেখান থেকে উঠে বুদ্ধ মহাকাশ্যপকে নিয়ে যাত্রা করলেন। মহাকাশ্যপের শরীরে সপ্ত মহাপুরুষের লক্ষণ ছিল। তাঁরা উভয়ে কিছু দূর গিয়ে এক বৃক্ষতলে বসলেন। বুদ্ধ ও মহাকাশ্যপ উভয়ে একে অপরের সংঘাটি চীবর পরিবর্তন করলেন। মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট হতে ১৩ প্রকার ধূতাঙ্গ ব্রত শিক্ষা করেন। অষ্টম দিবসে চার প্রকার প্রতিসম্ভিদার সাথে অর্হত্বফল লাভ করেন। তিনিই হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে মহাকাশ্যপ স্থবির ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব দেন এবং সভাপতিত্ব করে।এতে বুদ্ধবাণী সংক্ষরন করা হয়।

বঙ্গীস স্থবির

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় বঙ্গীস হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। সে সময় তিনি বহু বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন।

গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এক গুরুর নিকট মৃত শির মন্ত্রশিক্ষা করেন। এ মন্ত্র শিখে ব্রাহ্মণ দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। তিনি তিন বছর পূর্বের মৃত শির দেখে সে ব্যক্তির জন্মবৃত্তান্ত বলতে পারতেন। তিনি বুদ্ধের বিবিধ গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট যেতে চাইলেন। তাঁর পিতা বললেন, "তুমি সেখানে গেলে শ্রমণ গৌতম তোমাকে মায়াজালে আকৃষ্ট করবেন। তুমি তাঁর কাছে যাবে না। তিনি পিতার নিষেধ সত্ত্বেও বুদ্ধের নিকট গেলেন। বুদ্ধ বললেন,"বঙ্গীস তুমি কি কোনো শিল্পকর্ম জানো?" বঙ্গীস উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, মৃত শির মন্ত্র জানি।"

বুদ্ধ তাঁকে পরীক্ষার জন্য তিনটি মৃত শির এনে দিলেন। মৃত মানুষের জন্মপ্রাপ্ত দুটি শির পরীক্ষা করে যথাযথ বলে দিলেন। কিন্তু নির্বাণপ্রাপ্ত শির সম্পর্কে কিছু বলতে পারলেন না। বঙ্গীস বুদ্ধের নিকট তৃতীয় শিরের মন্ত্র শিখতে চাইলেন। বুদ্ধ বললেন, 'তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আমি মন্ত্র শিক্ষা দেব।' বঙ্গীস ভাবলেন, সমস্ত মন্ত্র শিক্ষা করলে আমি জগতে আরও খ্যাতি লাভ করতে পারব। বঙ্গীস বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা

বঙ্গীসকে পরীক্ষা করার জন্য রাখা মৃত শির

প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধের আদেশে নিগ্রোধকপ্প তাঁকে প্রব্রজ্যা দিলেন। তিনি অচিরেই অর্হত্বফল লাভ করলেন।

থেরগাথা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বঙ্গীস বহুগাথা ভাষণ করেছেন। গাথাগুলো উপদেশপূর্ণ। তিনি বলেছেন, মৈত্রীপূর্ণ সৎবাক্যই উত্তম। কাউকে অপ্রিয় বাক্য বলা উচিত নয়। এরূপ বাক্য বলে কাউকে কষ্ট দেবে না। সর্বদা সুভাষিত বাক্য বলবে। সৎবাক্য অমৃত সদৃশ।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

মহাপ্রজাপতি গৌতমী দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবীর ছোট বোন। রাজা শুদ্ধোদন উভয় বোনকে বিয়ে করেন।

সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমী সিদ্ধার্থের লালন-পালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নন্দের মাতা। নিজ পুত্রের দেখাশোনার ভার ধাত্রীর হাতে অর্পণ করেন। একসময় বুদ্ধ বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন দেহত্যাগ করেন। রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী সংসার ত্যাগের সংকল্পে আবদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের অনুমতি লাভের অপেক্ষায় ছিলেন।

সখীগণসহ মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুণীধর্ম প্রার্থনারত। বুদ্ধের পাশে আনন্দ স্থবির

এ সময় শাক্য ও কোলীয়দের সাথে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এ কলহের মীমাংসার জন্য বুদ্ধ কপিলবাস্তু এলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত শাক্য রমণীসহ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। তিনি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুণীব্রত পালনের অনুমতি

প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাতে সম্মত না হয়ে বৈশালী চলে যান।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী হতাশ হলেন না। তিনি পাঁচশত সহচরীসহ বৈশালী গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণের জন্য বুদ্ধকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন। এবারও বুদ্ধ সম্মত হলেন না। পরে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ স্থবিরের অনুরোধে সম্মত হন। এভাবে প্রথম ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌতমী মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি নিজে সুতা ও কাপড় তৈরি করে ভিক্ষুসংঘকে দান দিতেন। নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন। তিনি বুদ্ধের গুণাবলি স্মরণ করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অর্হত্বফল লাভ করেন। বুদ্ধ তাঁকে ভিক্ষুণীসংঘের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থ থেরীগাথায় ৭৩ জন ভিক্ষুণীর জীবনকথা লেখা আছে। তাঁদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর স্থান সবার ওপরে। তিনি ১২০ বছর জীবিত ছিলেন।

কৃশা গৌতমী

শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র পরিবারে কৃশা গৌতমী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। তাঁর দেহ কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে অভিহিত হন। বিবাহিতা জীবনে তিনি অনাদৃতা ছিলেন। লোকে তাঁকে অনাথা বলত। পরে

মৃত ছেলে কোলে নিয়ে বুদ্ধের নিকট কৃশা গৌতমী

এক পুত্র-সন্তান প্রসব করলেন। তাতে সম্মান লাভ করলেন। পুত্রটি শিশুকাল অতিক্রম করতে লাগল। ঐ সময় তার মৃত্যু হয়।

মাতা শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হলেন। উন্মাদিনী হয়ে মৃত পুত্রটি কোলে নিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বললেন, 'সন্তানের জন্য ঔষধ দাও । নগরবাসী ঘৃণাভরে বলল, 'ঔষধ'? কী জন্য ? শোকাতুরা জননী তাদের কথা বুঝতে পারলেন না। অবশেষে এক ব্যক্তি নারীর বেদনা বুঝতে পারল। তিনি মহামানব বুদ্ধের নিকট গিয়ে ঔষধ প্রার্থনা করতে বলল। কৃশা গৌতমী জেতবন বিহারে গিয়ে বুদ্ধের নিকট ঔষধ প্রার্থনা করলেন। গৌতমী বললেন, 'ভগবান আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিন'। বুদ্ধ বললেন, 'মানুষ মারা যায়নি এমন ঘর থেকে এক মুঠো সরিষা নিয়ে এস'। কৃশা গৌতমী সরিষার জন্য ঘরে ঘরে গেলেন। কিন্তু মানুষ মারা যায়নি এমন পরিবার খুঁজে পেলেন না। তিনি দেখলেন জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই বেশি। এ কথা চিন্তা করে তাঁর মনের দুঃখ অনেকটা লাঘব হলো। তিনি শ্মশানে গিয়ে মৃত পুত্রের দেহ সৎকার করলেন। তারপর তিনি বুদ্ধের নিকট আবার উপস্থিত হলেন।

বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মৃত ছেলের জন্য সরিষা পেয়েছ?' কৃশা গৌতমী বললেন, 'ভগবান! শস্যবীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষাদান করুন। বুদ্ধ বললেন, 'মানুষ মরণশীল। জন্ম নিলে মৃত্যু হবে।' ভগবান একটি উদাহরণ দিয়ে উপদেশ দিলেন, 'প্রবল বন্যা যেমন ঘুমন্ত গ্রাম ভাসিয়ে নেয়,তেমনি মৃত্যুও সকলকে হরণ করে।' বুদ্ধের উপদেশ শুনে কৃশা গৌতমী স্রোতাপন্ন হয়ে ভিক্ষুণীধর্ম পালনের প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হলো। তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি ভিক্ষুণীধর্মের নিয়ম যথাযথ পালন করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁকে জেতবনের ভিক্ষুণীসংঘ সম্মেলনে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়।

সম্রাট অশোক

মৌর্য বংশের রাজা বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন অশোক। তিনি প্রথম জীবনে খুবই নিষ্ঠুর ছিলেন। কলিঙ্গে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিন্দুসার পুত্রকে তথায় পাঠান। তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে এক লক্ষের বেশি লোক নিহত হয়। বহু লোক আহত হয়। যুদ্ধের এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পরিবর্তন আসে।

একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন। এমন সময়

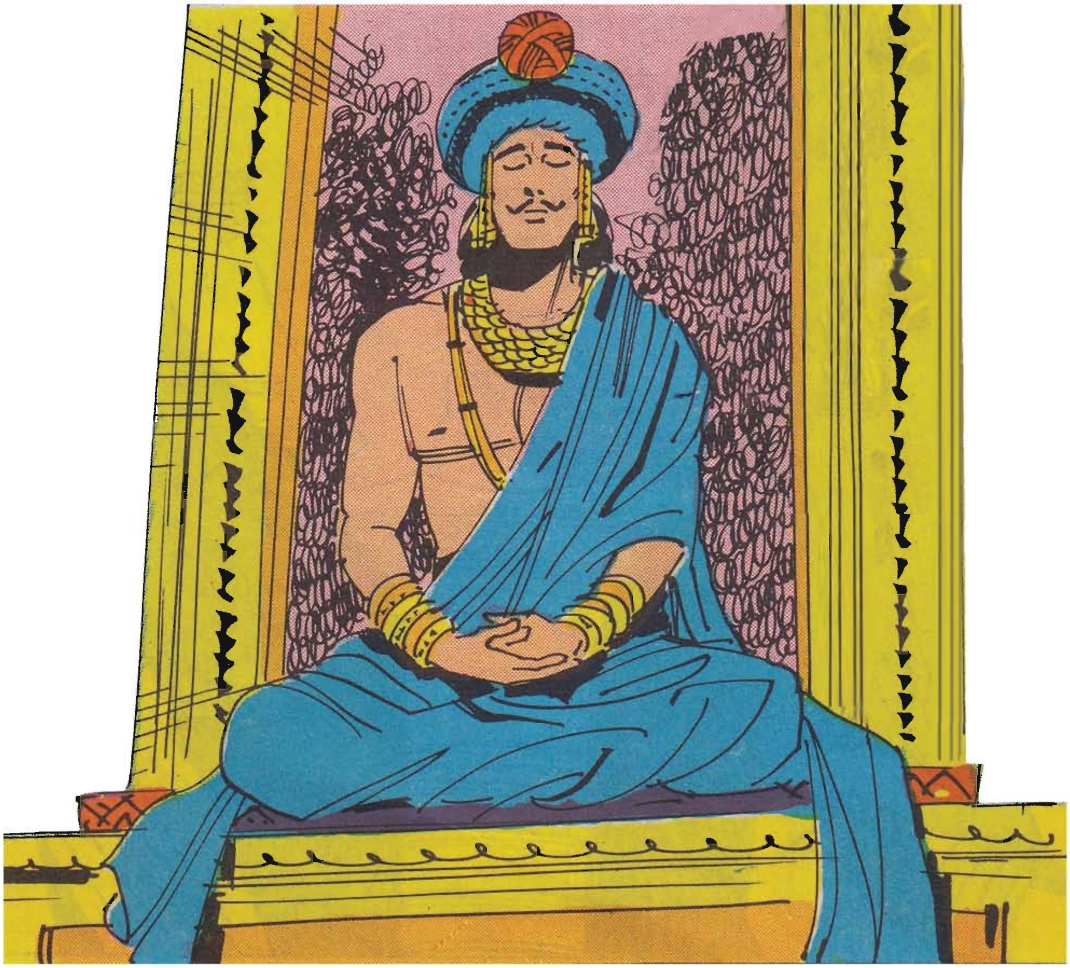

সম্রাট অশোক

ন্যাগ্রোধ শ্রমণ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রমণের ধীর গতি ও শান্ত ভাব দেখে তিনি মন্ত্রীকে দিয়ে তাঁকে ডেকে আনেন। ন্যাগ্রোধ শ্রমণ রাজার আসনে বসলেন। রাজা বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শ্রমণ উত্তরে বললেন, 'অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ।'

এ সময় তিনি মৈত্রীময় ও কল্যাণকর বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সম্রাট অশোক ন্যাগ্রোধ শ্রমণের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। এরপর আর কখনো রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ করেননি। ভালোবাসা দিয়ে শত্রুকে জয় করার সংকল্প গ্রহণ করেন। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বাকি জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর রাজ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করেন। তাঁরা দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীলংকা পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে

তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি সর্বপ্রকার সহায়তা করেন। সম্রাট অশোক প্রজাদের নৈতিক জীবন গঠনের জন্য বুদ্ধের অনুশাসন রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পর্বতের গায়ে, পাহাড়ের স্তম্ভে বুদ্ধের বাণী খোদিত করিয়ে দেন।

সম্রাট অশোক বহু বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন। যেখানে গিয়েছেন, সেখানে স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। সেগুলো অশোক স্তম্ভ নামে পরিচিত। তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। সকলকে মুক্তহস্তে দান করতেন। তাঁর রাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে ও শান্তিতে বাস করত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের গৃহী নাম কী ছিল?

ক. দোলন খ. পিপ্‌ফলী
গ. পুলিন ঘ. অনিল

২. বঙ্গীস কিসে পারদর্শী ছিলেন?

ক. মহাভারতে খ. ধনুর্বিদ্যায়
গ. জ্যোতিষশাস্ত্রে ঘ. ত্রিবেদে

৩. মহাপ্রজাপতি গৌতমী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. দেবদহ নগরে খ. সাংকাশ্য নগরে
গ. পাটলিপুত্র নগরে ঘ. শ্রাবস্তী নগরে

৪. বুদ্ধ কৃশা গৌতমীকে কী আনতে পাঠিয়েছিলেন?

ক. লবণ খ. মরিচ
গ. সরিষা ঘ. চাল

৫. সম্রাট অশোক কার নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন?

ক. শীলানন্দ শ্রমণ খ. ন্যাগ্রোধ শ্রমণ
গ. কাত্যায়ন শ্রমণ ঘ. উপালি শ্রমণ

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের .... কম নয়।
২. কাশ্যপ, তোমার গুণেই পৃথিবী ....হয়েছে।
৩. বঙ্গীস বুদ্ধের নিকট .... শিরের মন্ত্র শিখতে চাইলেন।
৪. গৌতমী মহিলাদের .... হওয়ার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন।
৫. মৌর্য বংশের রাজা .... পুত্র ছিলেন অশোক।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ব্রহ্মচারী পিপ্‌ফলী বুদ্ধকে	১. হ্যাঁ, মৃত শির মন্ত্র জানি।
২. তাঁরা উভয়ে কিছু দূর গিয়ে	২. ঔষধ প্রার্থনা করলেন।
৩. বঙ্গীস উত্তরে বললেন	৩. প্রমাদ মৃত্যুর পথ।
৪. কৃশা গৌতমী বুদ্ধের নিকট গিয়ে	৪. দেখেই চিনতে পারলেন।
৫. অপ্রমাদ অমৃতের পথ,	৫. এক বৃক্ষতলে বসলেন।
	৬. উপোসথ শীল পালন করা দরকার।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বুদ্ধের চারজন গৃহী শিষ্যের নাম লেখ।
২. প্রথম সংগীতিতে কে ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
৩. বঙ্গীস কে ছিলেন?
৪. সিদ্ধার্থের জন্মের কয় দিন পর মায়াদেবীর মৃত্যু হয়?
৫. কৃশা গৌতমী শ্রাবস্তীর কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা কর।
২. বঙ্গীস কী কী শিল্পকর্ম জানতেন? তিনি কীভাবে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লাভ করেন?
৩. মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ভিক্ষুণীধর্ম গ্রহণের বর্ণনা দাও।
৪. শোকাতুরা কৃশা গৌতমীকে বুদ্ধ কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?
৫. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য কারা ছিলেন বলতে পারবে।
৭.২ গৌতম বুদ্ধের পাঁচজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবন কাহিনী বলতে পারবে।
৭.৩ তাঁদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল

৭.১.১ বুদ্ধের কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্যের নাম বলতে পারবে।
৭.১.২ বুদ্ধের কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবন চরিত বর্ণনা করতে পারবে।
৭.২.১ গৌতম বুদ্ধের পাঁচজন শিষ্যের জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.২.২ বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ও অগ্রশ্রাবিকার নাম বলতে পারবে।
৭.৩.১ তাঁদের উপদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে।
৭.৩.২ তাঁদের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৪০

বিষয়বস্তু

'গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব .... জীবন সুখের ও সার্থক হয়।'

শিখনফল

৭.১.১ বুদ্ধের কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্যের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত মলাটের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ছবি, ভিডিও চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশলাদি বিনিময় করবেন।
- পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন করবেন :
  - বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর কোথায় সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন?
- উত্তর অনেকেই দিতে পারবে। বলবে–সারনাথ।
- শিক্ষক বলবেন : হ্যাঁ, আজ আমরা বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যসহ কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবনী ও

অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

- ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে চিত্রগুলো প্রদর্শন করবেন।
- এবার পাঠের পরিসর ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- শিক্ষক পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম ক্রমানুসারে বলবেন।
- অন্যান্য গণ্যমান্য শিষ্যের নামোল্লেখ করবেন।
- কার নেতৃত্বে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তা ও বলবেন।
- কয়েকজন গৃহীশিষ্যের নাম ও অবদান সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শন করে পাঠ আকর্ষণীয় করবেন।
- বিনয়ধর ও সূত্রধর স্থবিরদ্বয়ের নামোল্লেখ করবেন।
- দুইজন বৌদ্ধ রাজার নামোল্লেখ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তাঁদের অবদান সম্পর্কে বলবেন।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লেখ।
২. কয়েকজন ভিক্ষুণীর নামোল্লেখ কর।
৩. কয়েকজন গৃহীশিষ্যের নাম বল।
৪. শিষ্য-প্রশিষ্য বলতে কাদেরকে বোঝায়?

পাঠ–২ পৃষ্ঠা : ৪০-৪১

বিষয়বস্তু

'মহাকাশ্যপ স্থবির- মগধ .... বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করা হয়।'

শিখনফল

৭.১.২ বুদ্ধের কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবন চরিত বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

রাজগৃহ ও নালন্দার ছবি প্রদর্শন, স্লাইড ও ভিডিও ফুটেজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি শোনাবেন এবং এ প্রসঙ্গে মহাকাশ্যপ স্থবিরের জীবনী আলোচনা করবেন।
- ভূমিকম্প কেন হয়েছিল তা চিহ্নিত করবেন।
- কোথায় প্রথম সংগীতি হয়েছিল তা বলে দেবেন।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ৩/৪টি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- প্রশ্নসহ উত্তর খাতায় লিখবে এবং শিক্ষক মনিটরিং করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ভুলভ্রান্তি থাকলে তা সংশোধন করে দেবেন।

তারপর নিচের প্রশ্নগুলো করে শিক্ষার্থীদের যাচাই-বাচাই করবেন :
- কপিল ব্রাহ্মণের গৃহে কার জন্ম হয়?
- প্রথম সংগীতি কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
শিক্ষার্থীরা যথাযথ উত্তর লিখছে কি না শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন।

- স্লাইড বা ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে রাজগৃহ ও নালন্দার চিত্র প্রদর্শন করবেন।

মূল্যায়ন

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করবেন :

১. পিপ-ফলীর সাথে কার বিয়ে হয়?
২. গৌতম বুদ্ধের মহাশ্রাবক কে ছিলেন?
৩. মহাকাশ্যপ স্থবির কয় প্রকার ধূতাঙ্গ ব্রত শিক্ষা করেন?
৪. কোথায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

পাঠ–৩ পৃষ্ঠা : ৪১-৪২

বিষয়বস্তু

'বঙ্গীস স্থবির-পদুমুত্তর বুদ্ধের .... সৎবাক্য অমৃত সদৃশ।'

শিখনফল

৭.২.১ গৌতম বুদ্ধের পাঁচজন শিষ্যের জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ

বঙ্গীসকে পরীক্ষা করার জন্য রাখা মৃত শিরের চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- কম্পিউটারে স্লাইড বা ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে বঙ্গীসকে পরীক্ষা করার জন্য রাখা মৃত শির প্রদর্শন করবেন।
- চিত্রের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
- বলবেন বুদ্ধ সব সময় প্রকৃতির সঙ্গে এবং প্রকৃতিকে ভালোবেসে থাকতেন।

শিক্ষক পূর্বপাঠের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করবেন :
- বলতো, মহাকাশ্যপ স্থবিরের গৃহীনাম কী ছিল?
- কেউ কেউ পিপ-ফলী বলে উত্তর দেবে।
- যারা পারবে না, শিক্ষক তাদের উত্তর বলে দেবেন।

তারপর শিক্ষক বলবেন, আমি বর্তমানে পাঠটি পড়ে শোনাচ্ছি।
- তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।
- পাঠ শেষে ২-৩ জন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর দিতে পারে কি না যাচাই করবেন :

- বঙ্গীস কোন বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন?
- বুদ্ধ তাঁকে পরীক্ষার জন্য কয়টি মৃতশির দিয়েছিলেন?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো সহজ। কিন্তু কেউ কেউ দিতে পারবে না। তাদেরকে উত্তর প্রদান শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় বঙ্গীস কোন নগরে জন্মগ্রহণ করেন?
২. তিনি গুরুর নিকট কোন মন্ত্র শিক্ষা করেন?
৩. তাঁকে কে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন?

খ. শূন্যস্থান পূরণ

১. 'বঙ্গীস' তুমি কি কোন .... কর্ম জান?
২. বুদ্ধ বললেন, তুমি .... গ্রহণ কর।
৩. কাউকে .... বাক্য বলা উচিত নয়।
৪. সর্বদা সুভাষিত .... বলবে।

বাড়ির কাজ

- বঙ্গীস কী কী শিল্পকর্ম জানতেন? তিনি কীভাবে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লাভ করেন?

পাঠ–৪ পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৪

বিষয়বস্তু

'মহাপ্রজাপতি গৌতমী .... বছর জীবিত ছিলেন।'

শিখনফল

৭.২.২ বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ও অগ্রশ্রাবিকার নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

সঙ্গীগণসহ মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুণীধর্ম প্রার্থনারত ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- পূর্বপাঠ বঙ্গীস স্থবিরের জীবনী বলতে পারে কি না যাচাই করে নিন।
- তারপর যারা বলতে পারে তাদের প্রশংসা করুন।

- শিক্ষক বঙ্গীসসহ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ছবিটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।
- তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, 'বল তো বুদ্ধের পাশে এটা কার ছবি?
- তারা অনেকে উত্তর দিতে পারবে না। আপনি উত্তরে বলবেন, এটা হচ্ছে– আনন্দ স্থবিরের ছবি।
- এভাবে ছবির মাধ্যমে সঙ্গীরা যে ভিক্ষুণী হন এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুণীসংঘ হয়, তা বুঝিয়ে বলবেন।

  পরে মূল পাঠটি আপনি একবার নিজে পাঠ করবেন এবং ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। এভাবে পাঠটি শিক্ষার্থীদের অধিগত হলে প্রশ্ন করবেন:

  - মহাপ্রজাপতি গৌতমী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সাথে কয়জন সঙ্গী ছিল?

  উত্তর কেউ কেউ দিতে পারবে। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে, দেবদহ ও পাঁচশত সঙ্গী। যারা উত্তর যথাযথ দেবে তাদের প্রশংসা করবেন। এভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাই করে নেবেন।

মূল্যায়ন

১. মহাপ্রজাপতি গৌতমী কার ছোট বোন ছিলেন?
২. কাদের সাথে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়?
৩. নারীজাতির উন্নয়নে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কী অবদান ছিল?
৪. তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন?

পাঠ–৫ পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫

বিষয়বস্তু

'কৃশা গৌতমী-শ্রাবস্তীর .... সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়।'

শিখনফল

৭.৩.১ তাঁদের উপদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে।

উপকরণ

মৃত ছেলে কোলে নিয়ে বুদ্ধের নিকট কৃশা গৌতমীর ছবি এবং অংঙ্কিত ফ্ল্যাশ কার্ড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- পূর্বদিনের পাঠ থেকে দুই/তিনটি প্রশ্ন করে পাঠের প্রস্তুতি নিতে পারেন।
- পাঠে প্রদত্ত কৃশা গৌতমীর ছবিটি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু আপনি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন।
- পরে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে পাঠ করে শোনাতে বলুন।
- পাঠটি শুনে ও পড়ে তারা কী জানলো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন।

- প্রয়োজন হলে পাঠটি সহজ ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- শোকাক্রান্ত কৃশা গৌতমী সম্পর্কে চার/পাঁচটি বাক্য খাতায় লিখতে বলুন।
- খাতায় লেখা বাক্যগুলো সঠিকভাবে লিখেছে কি না দেখুন।
- ভুলভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করে দিন।
- ফ্ল্যাশ কার্ডের মাধ্যমে চিত্র প্রদর্শন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- দলীয়ভাবে কৃশা গৌতমী সম্পর্কে ১০টি বাক্য তৈরি কর।

মূল্যায়ন

১. বুদ্ধ কৃশা গৌতমীকে কী আনতে পাঠিয়েছিলেন?
২. কৃশা গৌতমী শ্রাবস্তীর কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?

বাড়ির কাজ

- শোকাতুরা কৃশা গৌতমীকে বুদ্ধ কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৪৫–৪৭

বিষয়বস্তু

'মৌর্য সম্রাট অশোক .... অবদান অপরিসীম।'

শিখনফল

৭.৩.২ তাঁদের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত রাজা অশোকের চিত্র ও ভিডিও ফুটেজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- স্লাইডের মাধ্যমে সম্রাট অশোকের চিত্র প্রদর্শন করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছবিটি দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন-
  - বইয়ে এটা কার চিত্র?
  - তোমরা সম্রাট অশোকের নাম শোনেছ?
  - অশোক কে ছিলেন?
  - মৌর্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?

- পাঠ ঘোষণা : মৌর্য সম্রাট অশোক ।
- শিক্ষক পাঠটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে শোনাবেন ।
- পাঠের কিছু অংশ শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে দেবেন ।
- নির্ধারিত পাঠ থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন ।

নমুনা :

১. সম্রাট অশোকের পিতার নাম কী?
২. রাজার সামনে কে আসলেন?
৩. তৃতীয় সংগীতির পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন ।

- শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগ সঠিক উত্তর দেবে ।
- প্রয়োজনে উত্তর সংশোধন করে দেবেন ।
- পাঠ সম্পর্কে জোড়ায় মত বিনিবময় করতে বলবেন ।
- ফ্ল্যাশ কার্ড বোঝাতে দলীয় কাজ উপস্থাপনা করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

- সম্রাট অশোক সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ ।

মূল্যায়ন

- পাঠ সংশিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করবেন ।

ক. শূন্যস্থান পুরণ

১. মৌর্য বংশের রাজা .... পুত্র ছিলেন অশোক ।
২. সম্রাট অশোক বহু বৌদ্ধ .... দর্শন করেন ।
৩. ....ন্যাগ্রোধ শ্রমণের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন ।
৪. অপ্রমাদ অমৃতের পথ ....মৃত্যুর পথ ।

বাড়ির কাজ

১. বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান আলোচনা কর ।

অষ্টম অধ্যায়

জাতক পরিচিতি

জাতক

পালি ভাষায় রচিত 'জাতক' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনী। অতীতকালে বুদ্ধ নানা কর্মফল ও পুণ্য প্রভাবে বিভিন্ন কুল ও বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পূর্বজন্মের এ কাহিনীগুলোকে জাতক বলা হয়। বুদ্ধ নিজেই বিভিন্ন সময় ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় জাতক কাহিনীগুলো বলতেন।

জাতকের অংশ ও বিষয়বস্তু

প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ বা ভাগ আছে।

১. প্রত্যুৎপন্ন বস্তু (ভূমিকা) : বুদ্ধ গল্পটি কোথায়, কখন, কাকে বলেছেন তার নির্দেশ।

২. অতীত বস্তু (মূল বিষয়বস্তু) : এক ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে উপলক্ষ করে বুদ্ধ জাতকটি বলেছেন। এই মূল জাতকটিই অতীত জীবনের কাহিনী শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

৩. সমবধান (সমাধান) : অতীত জীবনের একে অপরের সাথে বর্তমান জীবনের সম্পর্ক স্থাপনই সমবধান। অতীতের বোধিসত্ত্বই বর্তমানের বুদ্ধ।

মূল জাতক গদ্য ও পদ্যে রচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে ৫৫০টি জাতক আছে। জাতকের গল্পগুলো আখ্যায়িকা হিসেবে পরিচিত। এর গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব অপরিসীম। জাতকের বিশেষত্ব হিতোপদেশ নয়; গল্প বলা ও ধর্মীয় নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করাই প্রধান। তাই জাতক লোকহিতকর নানা উপদেশপূর্ণ অমূল্য রত্নভাণ্ডার।

জাতক পাঠের উপকারিতা

জাতক কাহিনীগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। এর উপদেশ খুবই সুন্দর ও মজার। জাতকের উপদেশ ও নীতি শিক্ষা মানুষকে মৈত্রীপরায়ণ, দয়াবান, সৎ ও আদর্শবান হতে শেখায়। জাতক পাঠে নীতি–নৈতিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। তাই প্রত্যেকের জাতকের উপদেশ মেনে চলা উচিত। জাতক পাঠ ও শিক্ষার মাধ্যমে গল্প বলা এবং গল্পের বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজতর হয়।

জাতকের গুরুত্ব

জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতক সর্বজনীন শিক্ষার বিষয়। বোধিসত্ত্ব জন্ম–জন্মান্তরে অনেক সুকর্ম ও পুণ্যপারমী পূরণ করেছিলেন। তারই বর্ণনা হলো জাতক। তোমরা জাতকের নানা সুকর্ম কাহিনী জেনে নিজেরাও ভালো কাজ করতে আগ্রহী হবে। ভালো কাজ করলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। আদর্শ ও নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। জাতক পাঠে জ্ঞান ও সাহস বাড়ে। ভালো কাজে আগ্রহী হওয়া যায়। জাতকে মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে দিকনির্দেশনা আছে। জাতকের উপদেশগুলো অনুসরণ করলে মানবতা ও মহানুভবতা বাড়ে। সাহিত্য হিসেবেও জাতকের গুরুত্ব অনেক বেশি।

জাতকের উপদেশ প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ এবং প্রতিপালন করা দরকার। কারণ সৎ ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। তাই শিশু–কিশোর সকলের জন্য জাতক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

তোমরা এ অধ্যায়ে পাঁচটি জাতক কাহিনী পড়বে।

সুবর্ণহংস জাতক

অতীতকালে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর ছিল তিন কন্যা– নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দরীনন্দা। বোধিসত্ত্ব অকালে মারা যান। তাঁর স্ত্রী ও তিন কন্যা খুব অভাবে পড়ল। প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে তারা খাবার জোগাত।

এদিকে বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণহংস অর্থ সোনার হাঁস। তাঁর দেহের পালকগুলো ছিল সোনালি রঙের। একদিন তাঁর পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ল। ব্রাহ্মণী ও তাঁর কন্যারা কেমন আছে জানার ইচ্ছে হলো। খোঁজ নিয়ে জানলেন তারা অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। পরের বাড়িতে দাসীর কাজ করছে। বোধিসত্ত্ব মনে বড় দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবলেন, কীভাবে তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন? একদিন তিনি তাদের কুঁড়েঘরের দরজায় হাজির হলেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা সোনার হাঁস দেখে অবাক হলেন। তারা জিজ্ঞেস করল, প্রভু, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। মেয়েদের বললেন, আমি তোমাদের বাবা। মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হয়ে জন্মেছি। আমি তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করব। মাঝে মাঝে আমি একটি করে সোনার পালক দেব। পালক বিক্রি করে টাকা পাবে। সেই টাকায় সংসার চলবে। আর অভাব থাকবে না।

এই বলে একটি পালক দিয়ে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণী ও তার মেয়েরা ভারি খুশি। এভাবে বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে এসে পালক দিয়ে যেতেন। তারা পালক বিক্রি করে অনেক টাকা পেত। তাদের আর কোনো অভাব রইল না। মহাসুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ব্রাহ্মণীর লোভ বেড়ে গেল। সে মেয়েদের ডেকে বলল, ইতর প্রাণীদের বিশ্বাস নেই। একদিন হয়তো এখানে আসা বন্ধ করে দেবে। তখন আমাদের কোনো উপায়

সুবর্ণহংস, ব্রাহ্মণী ও তিন কন্যা

থাকবে না। কাজেই এবার এলে তাঁর সমস্ত পালক তুলে নেব। মেয়েরা বাপের কষ্ট হবে ভেবে রাজি হলো না। কিন্তু ব্রাহ্মণীর যেই কথা সেই কাজ। তার লোভ সামলাতে পারল না।

একদিন বোধিসত্ত্ব পূর্বের ন্যায় এলেন। ঠোঁটে সোনার পালক। ব্রাহ্মণী তাঁকে আদর করে ঘরে ডেকে নিল। জোর করে ধরে তাঁর সমস্ত পালক উপড়ে নিতে লাগল। বোধিসত্ত্ব

ব্যথায় ছটফট করতে লাগলেন। এতেও ব্রাহ্মণীর মনে কোনো মায়া-মমতা হলো না। বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালক তুলে নিল। পালকগুলো মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণী হায় হায় করতে লাগল। সুবর্ণহংসটি মারা গেল।

সেজন্য বলা হয়েছে–

যা কিছু পাও, তাতেই তুষ্ট রাখ মন
পাপাচারে রত থাকে অতি লোভী জন।

জাতকটি পড়ে তোমরা অতি লোভের পরিণতি জানলে। ব্রাহ্মণী লোভ করতে গিয়ে সব হারাল। পাপের শাস্তি কেউ এড়াতে পারে না। তারা আবার গরিব হয়ে গেল। তোমরা কখনো লোভ করবে না। যা পাবে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। অতি লোভের ফল কখনো ভালো হয় না। লোভের কারণে মানুষের সর্বনাশ হয়। জীবনে কষ্ট ভোগ করে।

উপদেশ : অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোনো উদীচ্য এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘরসংসার খুব দুঃখময়। গৃহত্যাগ বরং সুখকর– এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। পাঁচশত তপস্বী তার শিষ্য হন।

তপস্বী রাজাকে দেখেও উঠলেন না

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে নগরে ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারাণসীতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি

হয়ে বর্ষার চার মাস কাটিয়ে দেন। তারপর তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য রাজার কাছে গেলেন। রাজা বললেন, আপনি বুড়ো হয়েছেন। এই বয়সে আপনি হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বললেন, তোমার ওপর পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিলাম। তুমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যাও। আমি এখানে থাকব।

বোধিসত্ত্বের এই জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধ্যানসাধনা করে তিনি আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। কিছু খনে ওখানে বসবাসের পরে তিনি বললেন, তোমরা এখানে ভালোভাবে থেকো। আমি একবার আচার্য গুরুদেবকে বন্দনা করে আসি।

এই বলে বারাণসীতে গিয়ে আচার্যকে বন্দনা করে পাশে একটি মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। ঠিক এ সময় তপস্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্বীকে বন্দনা করে এক পাশে উপবেশন করলেন। নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা থেকে উঠলেন না। আয়েশ করে শুয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, আহা কী সুখ। রাজা নতুন তপস্বীকে বন্দনা করার পরও তপস্বী উঠলেন না। রাজা ভাবলেন, তপস্বী বোধ হয় তাকে অবজ্ঞা করছেন। কাজেই তিনি একটু বিরক্ত হলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন, প্রভু, এই তপস্বী বোধ হয় খুব বেশি মাত্রায় আহার করেছেন। তা না হলে এভাবে আহা কী সুখ বলেছেন কেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন তা রাজ্য সুখ ভোগ করার সময় পান নি। রাজসুখ তার কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ ধ্যান সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এ রকম বলেছেন– এই বলে বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য এই গাথা বললেন,

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়।

কামনা–অতীত সেই পুরুষ প্রবর,
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।

কামনা-বাসনা যার মধ্যে নেই, তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারও ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না, নিজের কিছু রক্ষা করার জন্যও চিন্তিত হন না।

এই ধর্ম উপদেশ শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্বীও বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে থেকে গেলেন। তিনি প্রাপ্তবয়সে পূর্ণজ্ঞানে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : ত্যাগেই সুখ, ভোগে সুখ নেই।

সেরিবাণিজ জাতক

অতীতে বোধিসত্ত্বের রাজত্বকালে অন্ধপুর নামে এক নগরী ছিল। এই নগরীতে দুই জন ফেরিওয়ালা বাস করত। একজনের নাম সেরিবান, অন্যজনের নাম সেরিবা। তারা ফেরি করতে গেলে কোন রাস্তায় যাবে ঠিক করে নিত। একজন যেদিকে যেত অন্যজনও পরে

ফেরিওয়ালা সেরিবান, ঠাকুরমা ও নাতনি

সেদিকে যেতে পারত। একসময়ে অন্ধপুরে ছিল এক সম্পদশালী শ্রেষ্ঠী পরিবার। পরবর্তীকালে এই পরিবার তাদের ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা গরিব হয়ে যায়।

এক দরিদ্র পরিবারে মাত্র দুইজন জীবিত ছিল। একজন বালিকা ও তার বৃদ্ধ ঠাকুরমা। তারা অতি কষ্টের মধ্যে দিন কাটাত।

সুদিনে এই পরিবারের প্রধান একটি সোনার থালায় খাবার খেতেন। সেটি তখনও ছিল। কিন্তু অনেক দিন ব্যবহার না করাতে থালাটি ময়লা হয়ে গিয়েছিল। সোনার থালা বলে মনেই হতো না। ফেরিওয়ালা সেরিবা ছিল অতি লোভী ও ধূর্ত। একদিন সে শ্রেষ্ঠীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। 'কলসি কিনবে, কলসি কিনবে'– এভাবে সে ডাক দিল। তা শুনে বালিকাটি বলল–ঠাকুরমা আমাকে একটি কলসি কিনে দাও না।

ঠাকুরমা বললেন– বাছা, আমরা গরিব, পয়সা পাব কোথায়? বালিকা সোনার থালাটি তাকে দিল। বলল–'এটা তো আমাদের কোনো কাজে আসে না।' ঠাকুরমা ফেরিওয়ালা সেরিবাকে ডাকলেন। তাকে বসতে বলে সোনার থালাটি দিলেন। বললেন– এর বদলে আমার নাতনিকে একটা কোনো জিনিস দাও। ফেরিওয়ালা সেরিবা থালাটি দুই একবার উল্টে পাল্টে দেখল। পরীক্ষা করে দেখল থালাটি সোনার। তার মনে দুর্বুদ্ধি এল। দুই জনকে ঠকিয়ে কীভাবে সোনার থালাটি নেওয়া যায়। সে বলল– এটার পরিবর্তে সিকি পয়সাও তো দেওয়া যাবে না।

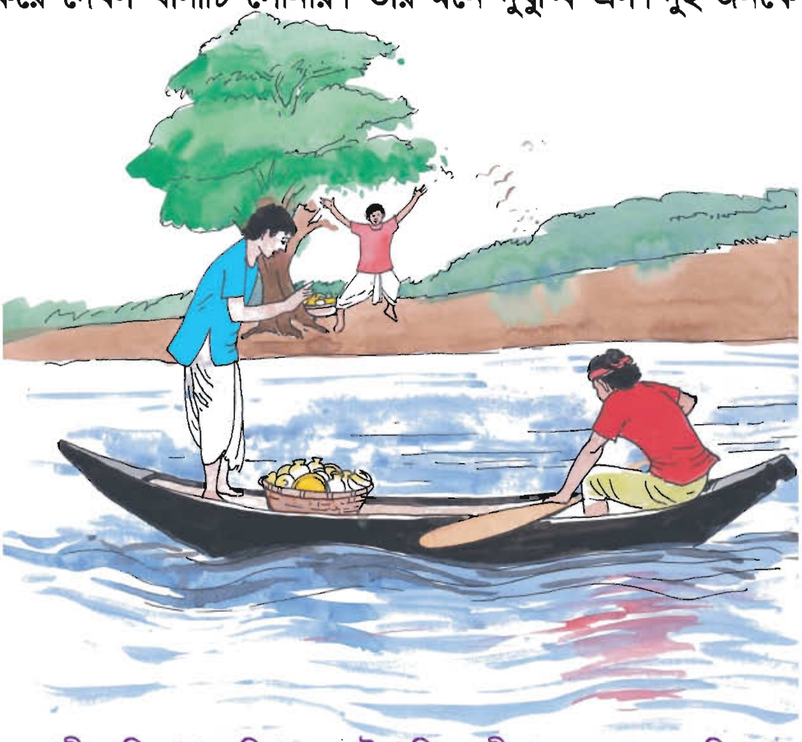
লোভী ফেরিওয়ালা সেরিবা এবং নৌকা দিয়ে নদী পার হয়ে যাচ্ছে সেরিবান

সেরিবা অবজ্ঞার ভান করে থালাটি মাটিতে ফেলে রেখে চলে গেল। একটু পরেই–ফেরিওয়ালা সেরিবান এ পথে এল। কলসি কিনবে, কলসি কিনবে– বলতে বলতে সেই বাড়ির

সামনে দাঁড়াল। বালিকা তার ঠাকুরমাকে গিয়ে আবার বলল।

ঠাকুরমা বললেন—থালাটির কোনো দাম নেই। কোনো কিছুই ফেরিওয়ালা দেবে না।

বালিকা বলল—ঠাকুরমা, ওই ফেরিওয়ালা ভালো লোক নয়। এই লোকটাকে ভালো মনে হচ্ছে। এ মনে হয় থালাটি নিয়ে কোনো জিনিস দেবে।

ঠাকুরমা সেরিবানকে ডেকে থালাটি তার হাতে দিলেন। সেরিবান থালাটি দেখা মাত্রই বুঝতে পারল এটি সোনার। সেরিবান বলল— মা, এ থালাটির দাম লক্ষ মুদ্রা। আমার হাতে এত টাকা নেই।

ঠাকুরমা বললেন— এই মাত্র একজন ফেরিওয়ালা এসেছিল। সে বলেছে, এর মূল্য সিকি পয়সাও নয়। আপনি ভালো লোক। থালাটি আপনাকেই দেব। আপাতত বিনিময়ে যা পারেন দিয়ে যান।

সেরিবানের হাতে পাঁচশত টাকা ও কিছু পণ্যদ্রব্য ছিল। সেরিবান আটটি টাকা ও দাঁড়িপাল্লা নিজের কাছে রাখল।

অবশিষ্ট টাকা ও পণ্যসামগ্রী ঠাকুরমা ও নাতনিকে দিল।

অতঃপর নদীর তীরে উপস্থিত হলো। নদীর তীরে ছিল একটি নৌকা। সেরিবান মাঝিকে বলল—তাড়াতাড়ি আমাকে পার করে দাও। এদিকে লোভী ফেরিওয়ালা সেরিবা আবার ফিরে এল। বৃদ্ধাকে বলল— ভেবে দেখলাম, তোমাকে কিছু টাকা দেব। থালাটি নিয়ে এসো। ঠাকুরমা বললেন— সে কী কথা বাপু? তুমি না বললে এর দাম এক পয়সাও নয়। এইমাত্র অন্য একজন ফেরিওয়ালা অনেক টাকা আর জিনিস দিল। পরিবর্তে সোনার থালাটি তাকেই দিলাম। লোকটি খুবই ভালো। মানুষকে ঠকায় না।

এ কথা শোনামাত্র লোভী সেরিবার মাথা ঘুরে গেল। সে পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে লাগল। তার কাছে যে সব টাকা-পয়সা ও মালপত্র ছিল তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল।

লোভী সেরিবা দৌড়াতে দৌড়াতে নদীর তীরে গেল। সৎ লোক সেরিবান তখন নদী পার হয়ে অপর তীরে গেল। দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন সেরিবা নদীর ওই তীরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ক্ষোভে, অনুতাপে জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই সেরিবার মৃত্যু হলো। সৎ ফেরিওয়ালা সেরিবান সেই সোনার থালাটি বিক্রি করে অনেক টাকা লাভ করে। সেই টাকায় তিনি অনেক দান ধর্ম ও সাহায্য করে পুণ্য অর্জন করল। জীবনে সুখী হলো।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বক জাতক

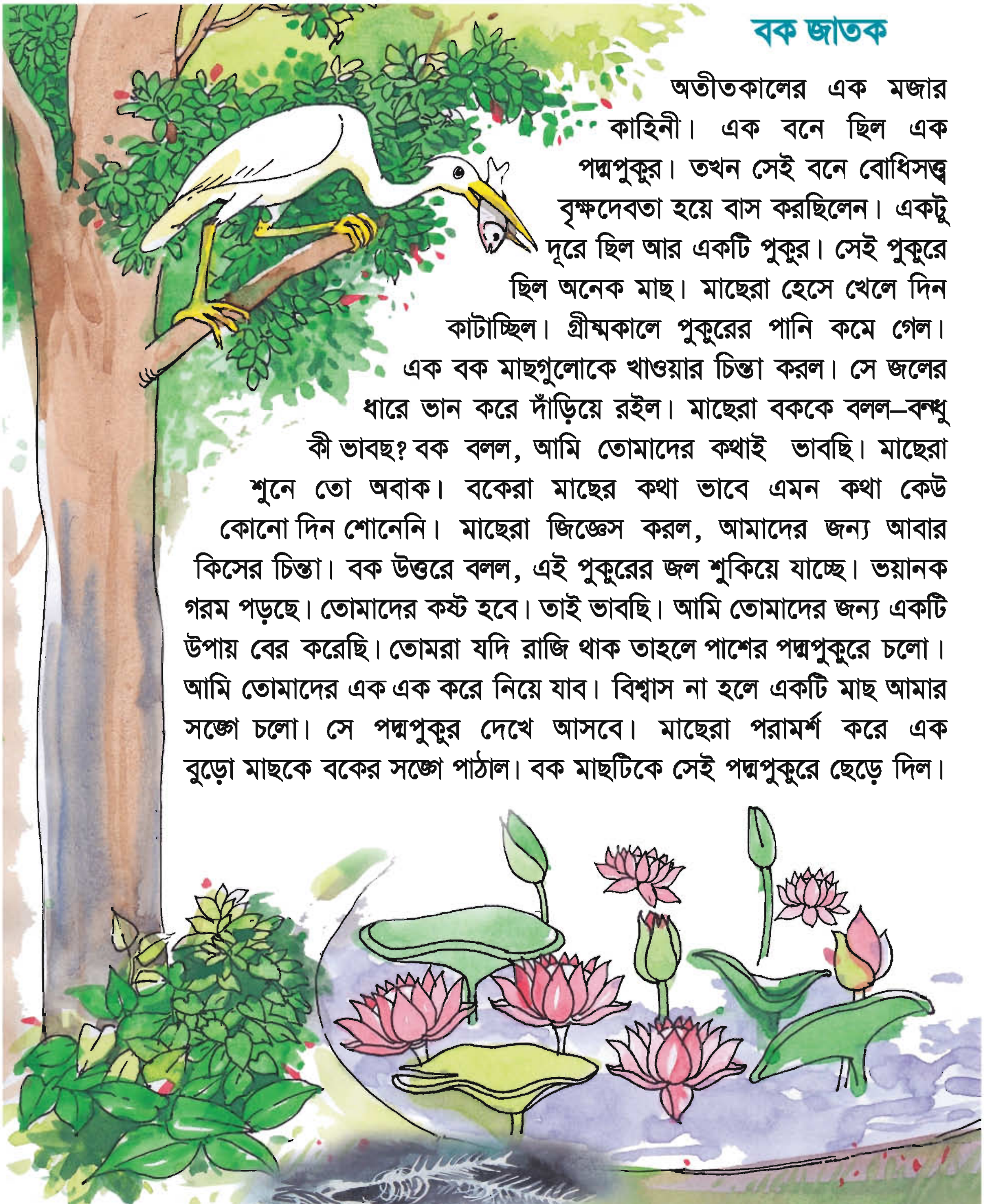

অতীতকালের এক মজার কাহিনী। এক বনে ছিল এক পদ্মপুকুর। তখন সেই বনে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। একটু দূরে ছিল আর একটি পুকুর। সেই পুকুরে ছিল অনেক মাছ। মাছেরা হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছিল। গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি কমে গেল। এক বক মাছগুলোকে খাওয়ার চিন্তা করল। সে জলের ধারে ভান করে দাঁড়িয়ে রইল। মাছেরা বককে বলল—বন্ধু কী ভাবছ? বক বলল, আমি তোমাদের কথাই ভাবছি। মাছেরা শুনে তো অবাক। বকেরা মাছের কথা ভাবে এমন কথা কেউ কোনো দিন শোনেনি। মাছেরা জিজ্ঞেস করল, আমাদের জন্য আবার কিসের চিন্তা। বক উত্তরে বলল, এই পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক গরম পড়ছে। তোমাদের কষ্ট হবে। তাই ভাবছি। আমি তোমাদের জন্য একটি উপায় বের করেছি। তোমরা যদি রাজি থাক তাহলে পাশের পদ্মপুকুরে চলো। আমি তোমাদের এক এক করে নিয়ে যাব। বিশ্বাস না হলে একটি মাছ আমার সঙ্গে চলো। সে পদ্মপুকুর দেখে আসবে। মাছেরা পরামর্শ করে এক বুড়ো মাছকে বকের সঙ্গে পাঠাল। বক মাছটিকে সেই পদ্মপুকুরে ছেড়ে দিল।

গাছের ডালে বক মাছ খাচ্ছে, পাশে পদ্মপুকুর

বুড়ো মাছ সাঁতার কেটে এর বিশাল আকার বুঝতে পারল। বক আবার তাকে শুকনো পুকুরে নিয়ে এলো। বুড়ো মাছ পদ্মপুকুরের সুযোগ-সুবিধা বর্ণনা করল। মাছেরা তার কথা বিশ্বাস করল। তারা বকের সঙ্গে যেতে রাজি হলো। এরপর বক এক একটি করে মাছ নিয়ে যায়। আর গাছের ডালে বসে মাছ খায়। কাঁটাগুলো গাছের নিচে ফেলে দেয়।

এভাবে পুকুরটি মাছশূন্য হয়ে গেল। শেষে থাকার মধ্যে রইল এক কাঁকড়া। বক তাকেও খেতে ইচ্ছে করল। বক বলল, ওহে কাঁকড়া। সব মাছ পদ্মপুকুরে রেখে এলাম। এবার

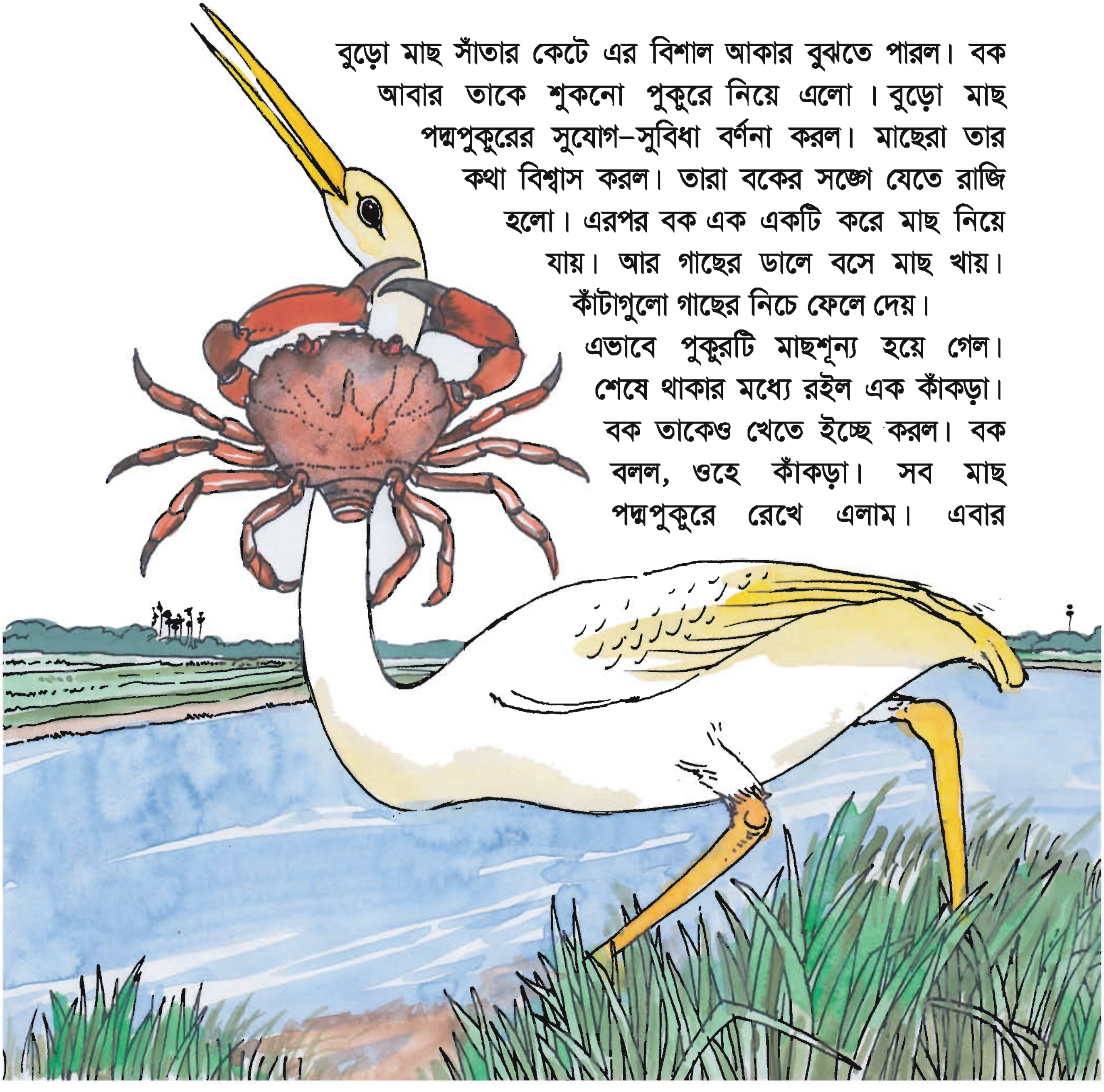

বক ও কাঁকড়া

তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাই। আমার সঙ্গে চলো। কাঁকড়ার মনে সন্দেহ হলো। মাছগুলোকে বক হয়তো খেয়ে ফেলেছে। কাঁকড়া বলল নিতে চাও তো ভালো কথা, তবে তোমার ঠোঁটে করে যাব না। তুমি হয়তো আমায় পথে ফেলে দেবে তাহলে আমার হাড়গোড় ভেঙে যাবে। আমি পা দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরব। তারপর আমাকে নিতে পার।

কাঁকড়ার উদ্দেশ্য না বুঝে বক তাতেই রাজি হলো। কাঁকড়া পা দিয়ে বকের গলা জড়িয়ে ধরল। বক তাকে নিয়ে প্রথমে সেই পদ্মপুকুর দেখাল। তারপর গাছের দিকে উড়ে চলল। কাঁকড়া বলল, আমাকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? বক বলল, তুই আমার কাঁধে চড়েছিস। তাই বলে আমি কি তোর চাকর হয়েছি? গাছের তলায় একরাশ কাঁটা দেখছিস না। সব মাছ খেয়েছি। এবার তোর পালা।

কাঁকড়া বলল, আমাকে মাছগুলোর মতো বোকা পেয়েছ? তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছ। আমাকে খাওয়া তো দূরের কথা আজ তুমি নিজেই মরবে। আমি তোমার গলা কেটে মাটিতে ফেলে দেব। কাঁকড়া তার গা দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল। বক ব্যথায় কাতরাতে লাগল। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। সে প্রাণভয়ে বলল, প্রভু, আমাকে মারবেন না। আমি আপনাকে পদ্মপুকুরে ছেড়ে দেব। কাঁকড়া বলল, তবে তাই কর।

তখন বক পদ্মপুকুরের দিকে উড়ে চলল। কাঁকড়ার কথামতো তাকে জলের ধারে কাদায় ছেড়ে দিল। কাঁকড়া নামার সময় বকের গলা জোরে চাপ দিল। পায়ের চাপে বকের গলা দুই ভাগ হয়ে গেল। ফলে বকের মৃত্যু হলো। এর পর থেকে কাঁকড়া পদ্মপুকুরে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বৃক্ষদেবতারূপী বোধিসত্ত্ব কাঁকড়ার বুদ্ধির প্রশংসা করলেন।

জাতকটি পড়ে তোমরা কী বুঝলে? বেশি চালাকি করা ভালো নয়। বকের পরিণতি থেকে তা তোমরা বুঝতে পারলে।

উপদেশ : অতি চালাকের গলায় দড়ি।

শীলমীমাংসা জাতক

অতীত কালের এক মজার কাহিনী। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিত ছিলেন। তিনি নানাবিধ পুণ্যকর্ম করতেন এবং যথানিয়মে পঞ্চশীল পালন করতেন। এ জন্য রাজা অন্য সব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবতে লাগলেন, রাজা আমাকে অন্য সকল ব্রাহ্মণের থেকে বেশি সম্মান করেন। তিনি আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন যে আমাকে তিনি গুরুর পদে বরণ করেছেন। এখন আমাকে দেখতে হবে, রাজা আমাকে এত শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ কেন করেন।

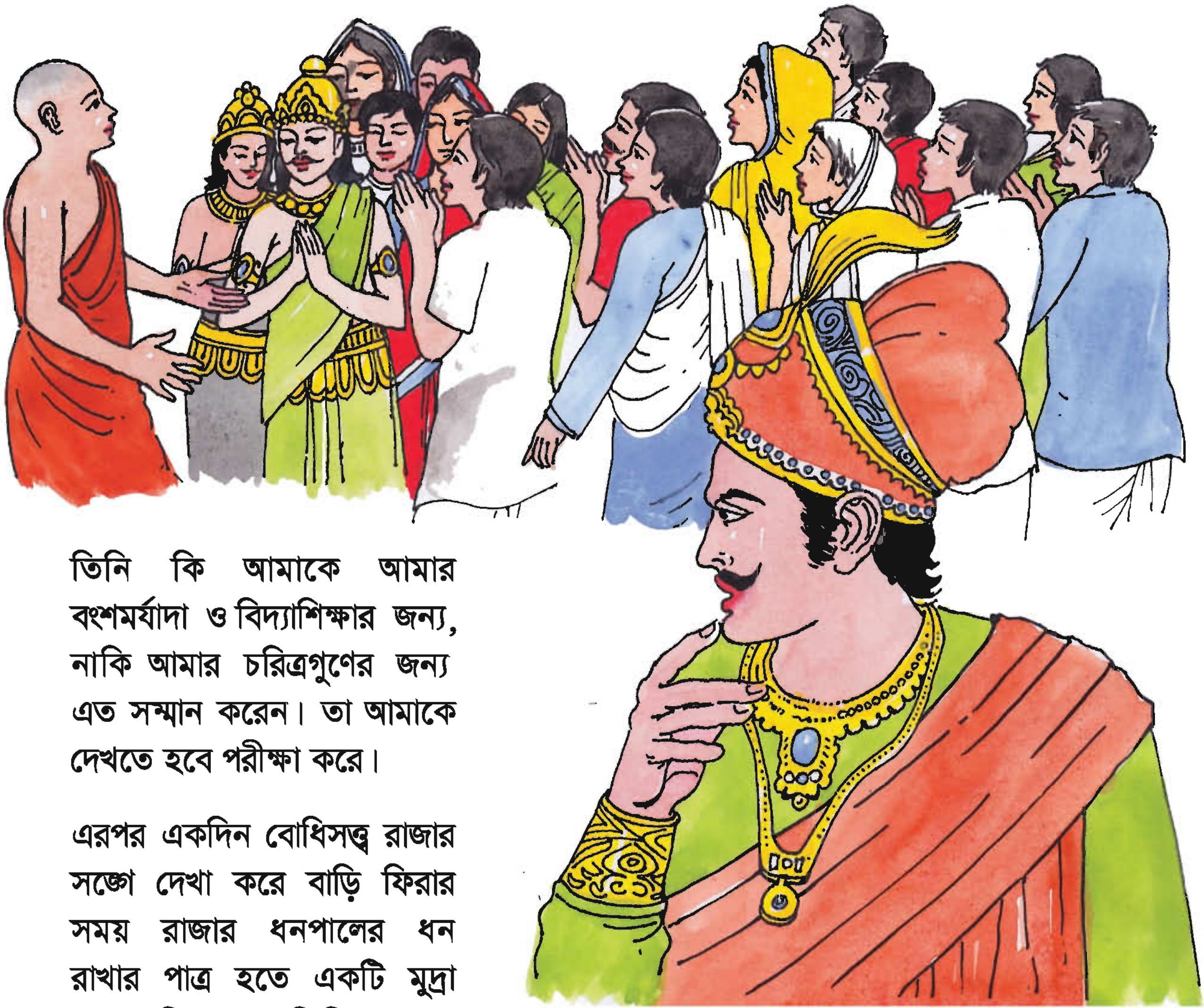

তিনি কি আমাকে আমার বংশমর্যাদা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য, নাকি আমার চরিত্রগুণের জন্য এত সম্মান করেন। তা আমাকে দেখতে হবে পরীক্ষা করে।

এরপর একদিন বোধিসত্ত্ব রাজার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরার সময় রাজার ধনপালের ধন রাখার পাত্র হতে একটি মুদ্রা তুলে নিলেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন বলে ধনপাল তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই ধনপাল তা দেখতে পেয়েও কিছু বললেন না।

রাজার চেয়ে শীলবান ভিক্ষুকে মানুষ বেশি শ্রদ্ধা করে

পরদিন বোধিসত্ত্ব সেই ধনপালের পাত্র হতে দুটি মুদ্রা তুলে নিলেন। সেদিনও ধনপাল তাঁকে কিছু বললেন না। তৃতীয় দিনও বোধিসত্ত্ব ধনপালের ধনপাত্র হতে একমুঠো মুদ্রা তুলে নিলেন। তখন ধনপাল তাকে বললেন, ‘আজ পর্যন্ত আপনি পর পর তিন দিন রাজার

ধন অপহরণ করেছেন।' এই বলে ধনপাল চিৎকার করে বলে উঠলেন, এই লোক রাজার ধন চুরি করেছে। এই চিৎকার শুনে অনেক লোক ছুটে এলো। তারা সবাই বোধিসত্ত্বকে বলতে লাগলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি না নিজেকে শীলবান বলে পরিচয় দিতে?

এই বলে তারা সকলে বোধিসত্ত্বকে বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেল। রাজা তখন দুঃখিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি কেন এই কার্য করলে?

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি চোর নই মহারাজ।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, চোর নও তো এই কুকর্ম ও কদর্য কাজ করলে কেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, ভাবলাম, একবার পরীক্ষা করে দেখি, রাজা আমাকে যে এই সম্মান দেন তা আমার বংশমর্যাদার জন্য, নাকি আমার চরিত্রগুণের জন্য। তাই এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই আমি ধনপালের ধনপাত্র হতে মুদ্রা তুলে নিয়েছি। এখন বুঝতে পারলাম চরিত্রগুণেই আমার এত সম্মান হয়েছে, কুলগৌরব বা বিদ্যার জন্য নয়। পথে আসার সময় দেখলাম, সর্পরাও শীলবান হতে পারে। বোধিসত্ত্বকে যখন বেঁধে রাজার কাছে ধরে আনা হচ্ছিল, তখন কয়েকজন সাপুড়ে সাপ খেলা দেখাচ্ছিল। বোধিসত্ত্ব বলল, সাপ কামড় দিলে তোমরা মারা যাবে।

সাপুড়েরা বলল, ঠাকুর আমাদের সাপেরা শীলবান, তারা সদাচার জানে। তারা তোমার মতো দুঃশীল নয়। তুমি দুঃশীল বলেই রাজার ধন হরণ করেছ, তাই ওরা তোমায় বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব তখন ভাবলেন, সর্পেরাও যদি দংশন না করে তবে তাদের শীলবান বলে, তাহলে মানুষের তো কথাই নেই।

অতএব আমি এখন হতে শীলবান হব এবং চিরদিন শীলব্রত পালন করব।

বোধিসত্ত্ব আবার রাজাকে বলেন, মহারাজ, বুঝেছি জীবনে শীল সবচেয়ে উত্তম বস্তু। কিন্তু গৃহে থেকে বিষয় ভোগ করে গেলে কিছুতেই প্রকৃত শীলবান বা চরিত্রবান হতে পারব না। তাই আমি স্থির করেছি আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে গমন করব। একটি গাথার মাধ্যমে শীলধর্মের ব্যাখ্যা করার পর তিনি রাজার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা অনুমতি প্রদান করলে বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল ধ্যানসাধনা করে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

উপদেশ : বংশগৌরব নয়, শীলবান ও চরিত্রগুণে মানুষ সম্মানিত হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. জাতক কাহিনী কয়টি?

ক. ৪৫০টি খ. ২৫০টি
গ. ৫৫০টি ঘ. ৩৫০টি

২. পালি সাহিত্যমতে জাতকের কয়টি অংশ?

ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি

৩. সুবর্ণহংস অর্থ–

ক. রাজহাঁস খ. সোনার হাঁস
গ. সাদা হাঁস ঘ. রুপার হাঁস

৪. সুখবিহারী জাতকে বোধিসত্ত্বের কত জন শিষ্য ছিল?

ক. পাঁচশত খ. দুইশত
গ. পাঁচহাজার ঘ. দুইহাজার

৫. মাছের কাঁটা কোথায় ফেলত?

ক. পদ্মপুকুরে খ. গাছের নিচে
গ. মাঠে ঘ. বনে

৬. বক কাঁকড়াকে প্রথমে কী দেখাল?

ক. নদী খ. পদ্মপুকুর
গ. সাগর ঘ. বটগাছ

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জাতক পাঠে জ্ঞান ও .... বাড়ে।
২. প্রত্যেকের .... উপদেশ মেনে চলা উচিত।

৩. লোভে পাপ, পাপে ....।
৪. বক মাছটিকে সেই .... ছেড়ে দিল।
৫. নবাগত তপস্বী .... দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সাহিত্য হিসেবেও	১. বকের গলা জড়িয়ে ধরল।
২. জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের	২. লোভী ও ধূর্ত।
৩. বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর	৩. জাতকের গুরুত্ব অনেক বেশি।
৪. ফেরিওয়ালা সেরিবা ছিল	৪. ৫৫০ বার পূর্বজন্ম কাহিনী।
৫. বোধিসত্ত্বের এক জ্যেষ্ঠ শিষ্য	৫. সুবর্ণহংস হয়ে জন্ম নিলেন।
৬. কাঁকড়া পা দিয়ে	৬. আগে রাজা ছিলেন।
	৭. বোকা বক।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. জাতক কী?
২. জাতকের উপদেশ সংক্ষেপে লেখ।
৩. ফেরিওয়ালা সেরিবা কেমন ছিল?
৪. কাঁকড়া কীভাবে রক্ষা পেল?
৫. বকের কী পরিণতি হলো?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. জাতকের গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. সুবর্ণহংস জাতকের বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।
৩. ফেরিওয়ালা সেরিবান কীভাবে ও কত মূল্যে সোনার থালাটি কিনল?
৪. সুখবিহারী জাতকটির কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
৫. বক জাতকের বিষয়বস্তু উপদেশসহ লেখ।
৬. শীলমীমাংসা জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

জাতক পরিচিতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে।
৮.২ পাঁচটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৩ জাতক কাহিনীগুলোর উপদেশ মেনে চলতে পারবে।

শিখনফল

৮.১.১ জাতক পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবে।
৮.১.২ জাতক পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৮.২.১ জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৩.১ জাতকের উপদেশ প্রত্যেহিক জীবনে অনুসরণ করতে পারবে।
৮.৩.২ সৎ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের জন্য জাতকের উপদেশ মেনে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৪৯–৫০

বিষয়বস্তু

'পালি ভাষায় রচিত .... কাহিনী জানতে পারবে।'

শিখনফল

৮.১.১ জাতক পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবে।
৮.১.২ জাতক পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

জাতক গ্রন্থ, ফ্ল্যাশ কার্ড, প্রাসঙ্গিক চিত্র বা মডেল এবং সম্ভব হলে ভিডিও দৃশ্য।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক একটি গল্প বলবেন।
- শিক্ষক ফ্ল্যাশ কার্ডে বুদ্ধের বিভিন্ন ছবি ও জাতকের চিত্র দেখাবেন।
- শ্রেণিপাঠের সময় শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।
- গল্প বলা ও শোনার উপকারিতা বলবেন।
- জাতক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।

- পূর্বের শ্রেণিতে পঠিত জাতক পাঠের বিষয়টি বলবেন।
- পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পাঠ থেকে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন এবং সাথে শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলবেন।
  - প্রত্যেক জাতকে কয়টি অংশ আছে?
  - শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে।
- এ অধ্যায়ে জাতক কী, জাতকের তিনটি অংশ বা ভাগ সম্পর্কে জানাবেন।
- পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :
  - জাতক কাকে বলে?
  - জাতক কাহিনী মোট কয়টি।
  - জাতকের গল্পগুলো কী নামে পরিচিত?
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
- যেসব শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে না, তাদের পাঠে মনোযোগী হতে বলবেন।
- বন্ধুদের মধ্যে বিভিন্ন জাতক বা গল্প কাহিনী বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থী কেউ কেউ গল্প বলতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করবেন এবং কিছু অংশ পড়ে শোনবেন।
- শিক্ষক জাতকের উপদেশ ও নীতি শিক্ষাগুলো ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. জাতকের তিনটি অংশ কী কী খাতায় লেখ।
২. জাতকের মতো সাদৃশ্যপূর্ণ একটি গল্প বল।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানোর কার্যাবলি পরিচালনা থেকে শিক্ষক একক বা দলীয় কাজের মূল্যায়ন করবেন।
- নমুনা প্রশ্ন বা নতুন প্রশ্নের ভিত্তিতে পাঠ মূল্যায়ন করবেন।

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. অতীতের .... বর্তমানের বুদ্ধ।
২. জাতক পাঠে .... ও .... বাড়ে।
৩. এই জাতক লোকহিতকর নানা .... অমূল্য রত্নভা ার ।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. জাতক কী?
২. জাতক সাহিত্যে কয়টি জাতক কাহিনী আছে?
৩. জাতকের উপদেশ সংক্ষেপে লেখ।

বাড়ির কাজ

১. জাতকের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৫০–৫২

বিষয়বস্তু

'অতীত কালে বোধিসত্ত্ব .... অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ।' (সুবর্ণহংস জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ জাতকের কাহিনী বলতে পারবে ।

৮.৩.১ জাতকের উপদেশ প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করতে পারবে ।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত সুবর্ণহংস জাতকে প্রদত্ত রঙিন চিত্র, কম্পিউটার স্লাইড, কর্মপত্র ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের জাতকের কথা বলবেন ।
- শিক্ষক স্লাইডের মাধ্যমে ছবি প্রদর্শন করবেন ।
- পাঠ্যবইয়ে অঙ্কিত চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষার্থীদের কী দেখছে আলোচনা করতে বলবেন (জোড়ায় কাজ) ।
- ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে চিত্রে কী দেখল তা বর্ণনা করতে বলুন ।
  পাঠ ঘোষণা করবেন ।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বর্ণিত জাতক পাঠটি শিক্ষার্থীদের একবার পড়ে শোনাবেন ।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ।
- শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে পাঠটি পুনরায় পড়বে ।
- পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন ।
- ঐতিহাসিক জাতক পাঠ করে ব্রাহ্মণী লোভ এবং সুবর্ণহংস বিষয়ে বলবেন ।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন ।
- প্রশ্নসহ উত্তর খাতায় লিখবে, শিক্ষক মনিটরিং করবেন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করার নির্দেশনা দেবেন ।
- পাঠে মনোযোগ ও আগ্রহ ছিল কি না জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন ।
  - ব্রাহ্মণীর কয়জন কন্যা ছিল? তাদের নাম কী কী?
  - সুবর্ণহংস অর্থ কী?
  - বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর পর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - কে লোভ করতে গিয়ে সব হারাল?
- শিক্ষার্থীরা গ্রন্থের সহায়তায় নিজ চেষ্টায় সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে ।

পরিকল্পিত কাজ

- ১. জাতকের গল্প থেকে কী কী বিষয় শিক্ষা লাভ করেছ তার একটি বর্ণনা দাও ।
- ২. শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে জাতকের সারমর্ম বল ।

মূল্যায়ন

- শিখনফল-ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা শূন্যস্থান ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. মেয়েরা বাপের কষ্ট হবে ভেবে .... হলো না।
২. .... মারা গেল।
৩. বোধিসত্ত্বের ইচ্ছের বিরুদ্ধে .... তুলে নিল।
৪. অতি লোভে .... নষ্ট।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. সুবর্ণহংস কে ছিলেন।
২. সোনার পালক পেয়ে কারা ভারি খুশি হলো?
৩. অতি লোভের ফল কখনো কী হয় না?

বাড়ির কাজ

১. সুবর্ণহংস জাতকের বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৫২–৫৪

বিষয়বস্তু :

'পুরাকালে বারাণসীরাজ .... ভোগে সুখ নেই।' (সুখবিহারী জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৩.১ জাতকের উপদেশ প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ

সুখবিহারী জাতকে প্রদত্ত রঙিন চিত্র। (স্লাইড প্রদর্শন)

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বলবেন।
পূর্বের জাতক (সুবর্ণহংস) পাঠ বিষয়ে ভালো-মন্দের কথা জিজ্ঞাসা করবেন।
বতর্মান পাঠ সুখবিহারী জাতক নামটি অবহিত করবেন।
শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত অংশটুকু সুন্দর করে পড়ে শোনাবেন।
পাঠ্যপুস্তকের রঙিন ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করবেন।

- প্রজেক্টর বা স্লাইডে ছবি প্রদশর্ন করবেন।
- কিছু অংশ পাঠ শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়তে বলবেন।
- ছবি দেখে কে কী করছে এবং কেমন লাগছে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।

- শিক্ষক এক এক করে শিক্ষার্থীদের বর্তমান পাঠটি পাঠ করতে বলবেন ।
- শিক্ষক সাধারণভাবে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন ।
- - ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে কত প্রকার ধ্যানফলের অধিকারী হন?
- - কে তপস্বীকে বন্দনা করলেন?
- প্রকৃত সুখী কে?
- শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে উত্তর দেবে ।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট আরো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করবেন ।
  ভালো কাজের কয়েকটি বিষয় খাতায় লিখতে বলবেন ।
  উত্তরটি পড়ে শোনাতে বলবেন ।
- সংশোধনী থাকলে ঠিক করে দেবেন ।
- উত্তরদানে শিক্ষক সহায়তা করবেন ।
- ভালকাজ ও খারাপ কাজ সম্পর্কে ধারণা দেবেন ।
- শিক্ষক জাতকটির সারসংক্ষেপ কাহিনী সহজ ভাষায় গল্পাকারে বলবেন ।
- শিক্ষার্থীদের প্রতারণামূলক কাজ না করার জন্য উপদেশ দেবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

১. বন্ধুদের সাথে আলাপ ও প্রশ্ন করে ভালো কর্মের তালিকা তৈরি কর । (দলীয়কাজ)
২. শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে সবাইকে পড়ে শোনাবে ।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পিত কাজ ও বাড়ির কাজ ।
- দলীয় কাজ বা ক্লাসের পাঠের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন ।
- বাড়ীর কাজের মূল্যায়ন করবেন । ভালো হলে সবার উপস্থিতিতে প্রশংসা করবেন ।
- ক) শূন্যস্থান পূরণ কর:
  ১ । একবার বর্ষাকালে ——— শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন ।
  ২ । রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি ——— গ্রহণ করেছেন ।
  ৩ । আমি একবার আচার্য ——— বন্দনা করে আসি ।
  ৪ । তিনি ——— বন্দনা করে একপাশে উপবেশন করলেন ।
  ৫ । ——— সুখ, ভোগে সুখ নেই ।

  খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ।
  ১ । বোধিস্বত্ত্বের শ্রেষ্ঠ শিষ্য আগে কে ছিলেন?
  ২ । ধ্যান সাধনা করে তিনি কিসের অধিকার হয়েছিলেণ?
  ৩ । রাজসুখ তার কাছে কেন তুচ্ছ মনে হচ্ছে?
  ৪ । প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে কী সুখ ভোগ করা যায়?

বাড়ির কাজ

১. সুখবিহারী জাতকটির কাহিনী সংক্ষেপে লেখ ।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৫৪–৫

বিষয়বস্তু

'অতীতে বোধিসত্ত্বের .... পাপে মৃত্যু ।' (সেরিবানিজ জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ জাতকের কাহিনী বলতে পারবে ।

৮.৩.২ সৎ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের জন্য জাতকের উপদেশ মেনে বলতে পারবে ।

উপকরণ

সেরিবানিজ জাতকে প্রদত্ত রঙিন ছবি/চিত্র । (ফ্ল্যাশ কার্ড)

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশল জানবেন ।
- শিক্ষক পাঠের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করবেন ।
  - সততা, ধৈর্য ও সাহসের মাধ্যমে কাজ করতে হয় এ কথা বলবেন ।
  - সৎ মানুষ জীবনে উন্নতি ও সাফল্য লাভ করে থাকে ।
  - শিক্ষক সেরিবাণিজ জাতক সম্পর্কে বলবেন ।
- এ জাতকের মূল বিষয় গুরুত্ব সহকারে বলবেন ।
- পাঠ ঘোষণা : অতীতে বোধিসত্ত্ব ....
- শিক্ষক পাঠটি সহজ-সরল ও শ্রুতিমধুর করে পাঠ করে শোনাবেন ।
- মনোযোগ আকর্ষণ করতে মাঝেমধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন:
  - সেরিবাণিজ জাতক মতে বোধিসত্ত্ব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - ফেরিওয়ালা দুইজনের নাম কী ছিল?
  - কে অতি লোভি ও ধূর্ত ছিল?
  - মেয়েটি ঠাকুরমাকে কী কিনে দিতে বলেছিল?
  - সোনার থালাটির প্রকৃত দাম কত ছিল?

  * শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো উত্তর দিলে প্রশংসা করবেন?

পরিকল্পিত কাজ (কর্মপত্র)

- ফেরিওয়ালা সেরিবান এবং সেরিবা চরিত্র বিষয়ে তিনটি বাক্য লেখ

সেরিবানের চরিত্র	সেরিবা'র চরিত্র

মূল্যায়ন

- জাতকের গল্পে বর্ণিত ফেরিওয়ালা চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন ।

নমুনা

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. .... করে দেখল থালাটি সোনার।

২. ঠাকুরমা সেরিবাকে.......... ডাকলেন।

৩. সেরিবানের হাতে ....টাকা ও কিছু .... ছিল।

৪. লোভী সেরিবা .... নদীর তীরে গেল।

৫. .... পাপ, পাপে .... ।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৫৭–৫৯

বিষয়বস্তু

'অতীত কালে এক .... চালাকের গলায় দড়ি।' (বক জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।

৮.৩.১ জাতকের উপদেশ প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ

বক জাতকে প্রদত্ত রঙিন চিত্র এবং অনুরূপ বড় মডেল ছবি।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করে জাতকের ছবি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা সহজভাবে গল্পের সাথে মতামত দেবে।
- আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবে।
- পাঠ ঘোষণা : অতীত কালে এক ....
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- দলে ভাগ করবেন ও প্রতিদিন আমাদের কী কী ধর্মীয় কাজ করতে হয় তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন।
- গল্প সংক্ষেপে শেষ করে শিক্ষক পাঠের মূল অংশ পাঠ করে শোনাবেন।
  - জাতক পাঠের উদ্ধৃত অংশ শেষ করে জাতক বিষয়ে অভিমত জানবেন।
  - পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।
  - জাতকটি পাঠ করতে কেমন লেগেছে।
  - এ জাতকের উপদেশ কী?
  - বকের কাজ তুমি সমর্থন কর কি?
  - কে বেশি বুদ্ধিমান?
- শিক্ষার্থীর নিজের মতো করে উত্তর দিবে। উত্তর দিতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন।
- সব সময় বুদ্ধির মাধ্যমে কাজ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- কাঁকড়া কীভাবে রক্ষা পেল এবং বকের কী পরিণতি হলো সংক্ষেপে লেখ। শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি, উপস্থাপনা ও বাড়ির কাজ।
- তাৎক্ষণিকভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- নমুনা প্রশ্ন:

ক) বৃক্ষ দেবতা কে ছিলেন?
খ) পুকুরটির নাম কি ছিল?
গ) মাছেরা কেন অবাক হয়েছিল?
ঘ) বুড়ো মাছ কী করছেন?
ঙ) বকেরা কী সন্দেহ করেছিল?
চ) বকের কী পরিণতি হয়েছিল?

বাড়ির কাজ

১. বক জাতকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৫৯–৬১

বিষয়বস্তু

'অতীতকালের এক .... মানুষ সম্মানিত হয়।' (শীলমীমাংসা জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৩.২ সৎ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের জন্য জাতকের উপদেশ মেনে বলতে পারবে।

উপকরণ

এ অধ্যায়ে প্রদত্ত শীলমীমাংসা জাতকের রঙিন চিত্র/শীলবান ভিক্ষুর ছবি/পোস্টার পেপার।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্রটি দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করবেন।

ক) এটা কীসের ছবি?
খ) তোমার চিত্রে কী কী দেখতে পারছ?

গ) শীলবান ভিক্ষু ও রাজার জীবন কেমন?

- পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষক পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়াতে কিছু অংশ পড়তে বলবেন।
- পাঠ সম্পর্কে জোড়ায় মত বিনিময় করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কিছু বলতে বলবেন।
- শীলবান জীবন কী সহজ ভাষায় বর্ণনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আছে কি না পরীক্ষা করে দেখবেন।
- শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে পারাকে শিক্ষক প্রশংসা করবেন। যারা বলতে পারে না তাদেরকে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জাতকের উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেবেন।
- পোস্টার পেপারে দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে।

১. শিক্ষার্থী একে একে দাঁড়িয়ে শীলমীমাংসা জাতক কাহিনী বলবে এবং সে সাথে গল্প বলার অভ্যাস করবে।

২. শিক্ষক জাতকের উপদেশটি শিক্ষার্থীকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি ছাড়াও বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ ও বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার .... ছিলেন।

২. নবাগত তপস্বী .... দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

৩. বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি .... নই মহারাজ।

৪. মহারাজ, বুঝেছি জীবনে .... সবচেয়ে উত্তম বস্তু।

৫. বংশগৌরব নয়, ... ও .... মানুষ সম্মানিত হয়।

বাড়ির কাজ

১. শীলমীমাংসা জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।

নবম অধ্যায়

পূর্ণিমা ও পার্বণ

পূর্ণিমার আলোকে জ্যোৎস্না বলে। জ্যোৎস্নার আলো অতি শীতল ও মনোমুগ্ধকর। জ্যোৎস্নার আলোতে সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়। পূর্ণিমার আলোতে পশু পাখিরাও আনন্দবোধ করে। ভগবান বুদ্ধের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটেছিল। এ কারণে প্রতিটি পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। পূর্ণিমা ব্যতীত ধর্মীয় ও পারিবারিক বিভিন্ন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। সেসব উৎসবকে পার্বণ বলা হয়। পার্বণ উৎসব দ্বারাও পুণ্য লাভ হয়।

পূর্ণিমার উৎসব-পার্বণে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলন হয়। এই সব উৎসব অনুষ্ঠানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও আসে। সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বভাব গড়ে ওঠে।

তোমরা জান, বারো মাসে এক বছর। বারো মাসে বারোটি পূর্ণিমা হয়। তোমরা চারটি পূর্ণিমা সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এ অধ্যায়ে তোমাদের আরও চারটি পূর্ণিমার বর্ণনা দেব। সে চারটি পূর্ণিমা হলো-

১. আশ্বিনী পূর্ণিমা
২. শ্রাবণী পূর্ণিমা
৩. ফাল্গুনী পূর্ণিমা
৪. মধু পূর্ণিমা

এ চারটি পূর্ণিমায় বুদ্ধজীবনের যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

আশ্বিনী পূর্ণিমা

আমরা জানি, আশ্বিন মাস শরৎকাল। ষড়ঋতুর মধ্যে শরৎকালের প্রকৃতি একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। শারদীয় নানা উৎসবে গ্রামবাংলা মুখরিত হয়।

ভগবান বুদ্ধ একসময়ে তাবতিংস স্বর্গে বর্ষাবাস যাপন করেন। এ সময় তিনি তাঁর নিজ মাতাকেও স্বর্গে ধর্মোপদেশ দেন। বর্ষাবাসের তিন মাস তিনি দেবতাদেরও ধর্মদেশনা করেন।

বর্ষাবাস শেষে তিনি এ আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতেই সাঙ্কস্য নগরীতে অবতরণ করেন। তখন বুদ্ধের বিবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শনে নগরীটি আলোকিত হয়ে ওঠে।

এ পূর্ণিমায় মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ বর্ষাবাসের গুরুত্ব সম্পর্কে ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ দেন। ভিক্ষুরা দেব, মানব ও সর্ব জীবের মঙ্গলের জন্য সদ্ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনায় দেব–ব্রহ্ম ও নরগণ উপকৃত হন।

আশ্বিনী পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানোর দৃশ্য

আশ্বিনী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই পূর্ণিমা বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুলও বটে। বিনয় বিধান অনুসারে এ আশ্বিনী পূর্ণিমাতে প্রবারণা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভিক্ষু ও গৃহীদের বর্ষাব্রত শেষ হয়। এ জন্যই ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে এ পূর্ণিমার আবেদন অনেক বেশি। এ পূর্ণিমাতে বৌদ্ধবিহারগুলোতে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়। গ্রাম–গঞ্জে এক আনন্দ-উৎসবের বন্যা বয়ে যায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমা

শ্রাবণী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বহন করে। এ পূর্ণিমাতেই বৌদ্ধ প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মীয় ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ছয়টি ধর্ম সংগীতির কথা। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর অর্থাৎ চতুর্থ মাসে প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। সুভদ্র নামক বৃদ্ধ প্রব্রজিত ভিক্ষুর বিনয়বহির্ভূত উক্তির কারণে এই প্রথম সংগীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

'সংগীতির' অর্থ হলো ধর্ম সম্মেলন। বুদ্ধের বাণীগুলোকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই এই ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর স্থান ছিল মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিকটবর্তী বেভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় আরও বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনা আছে। তবে প্রথম সংগীতির জন্যই এই পূর্ণিমা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহলে তোমরা এই শ্রাবণী পূর্ণিমার তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারলে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

ফাল্গুনী পূর্ণিমার গুরুত্ব কি তোমরা জান? ফাল্গুনী পূর্ণিমা জ্ঞাতি সম্মেলনের দিন হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এই দিনটিতে ভগবান বুদ্ধ তাঁর সপরিষদ শিষ্য-প্রশিষ্য নিয়ে জন্মভূমি শাক্যরাজ্যে গমন করেছিলেন। এ উপলক্ষে রাজা শুদ্ধোদন বৃহৎ জ্ঞাতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেদিন শাক্যরাজ্যে অনেক আনন্দ-উৎসব ও মহা ধুমধাম হয়েছিল। দীর্ঘকাল পর বুদ্ধের সাথে আত্মীয়

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত মেলা

স্বজনের দেখা–সাক্ষাৎ ও মিলনে দিনটি বেশ আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এর আরও ঘটনা আছে।

এদিনেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোদনকে ধর্মে দীক্ষা দেন। ধর্মদেশনা দিয়ে পিতাকে অর্হত্ব ফল লাভ করান। ঐ উৎসবে জ্ঞাতিদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধের ধর্ম শুনে জ্ঞান লাভ করেন। এজন্যই এ পূর্ণিমাটি জ্ঞাতি মিলনের পূর্ণিমা হিসেবে বৌদ্ধদের নিকট অধিক পরিচিত। বিশ্বের বৌদ্ধদের নিকট এটি একটি স্মরণীয় তিথি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা বিহারে যান। বুদ্ধকে পূজা দেন। পঞ্চশীল, অষ্টশীল গ্রহণ করেন। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক বিহারে মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজনেরা ঐ মেলায় আসে। সকল স্বজন–পরিজন ও জ্ঞাতিদের সাথে মিলন হয়। এটি এক আনন্দঘন দিন।

মধু পূর্ণিমা

মধু পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মীয় ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ণিমা। এটি ভাদ্র মাসেই পালিত হয়। তাই এর অপর নাম ভাদ্র পূর্ণিমা। আসলে বনের একটি বানরের মধুদানের ঘটনা এ পূর্ণিমার বিশেষত্ব। বুদ্ধ মোট পঁয়তাল্লিশ বছর বর্ষাবাস যাপন করেন। তিনি একবার পারলেয়্য নামক বনেও বর্ষাবাস যাপন করেন। বুদ্ধের অপরিসীম মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে সেখানকার বন্য প্রাণীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করত।

এই বনে পারলেয়্য নামক একটি বড় হাতি ছিল। এই হাতিটি বুদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করত। প্রতিদিন বনের নানা সুমিষ্ট ফল ও ফুল এনে বুদ্ধকে পূজা করত। এক বানর হাতিটির প্রতিদিনের এই পূজা, সেবা ও দান দেখে খুশি হলো। নিজেও বুদ্ধকে দান দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। বানর ভাবল, যেহেতু হাতি ফুল ও ফল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে, আমি আর একটি নতুন দানীয় দ্রব্য দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করব।

সে চিন্তা করতে লাগল কী দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা যায়। তখন ভাবল, এমন একটি দান দেব, যেটিতে বুদ্ধ খুশি হবেন। তখন সে চিন্তা করতে করতে সন্ধান পেল মৌমাছির মৌচাকের কথা। কারণ সেই বনে অনেক মধুপূর্ণ মৌচাক ঝুলে আছে, যেগুলোতে মৌমাছিরা মৌচাক ছেড়ে চলে গেছে। তখন ঐ বানর মধুপূর্ণ একটি মৌচাক এনে শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধকে দান করার জন্য সামনে এল। বুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বানরের সেই মধুপূর্ণ মৌচাক হাতে নিলেন। এতে বানর এত যে খুশি হলো সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গাছে গাছে লাফাতে লাগল। হঠাৎ লাফাতে গিয়ে মাটিতে নিচে পড়ে গেল। ফলে তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর

এই বানর দেবপুত্র হয়ে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল। সেদিন ছিল ভাদ্র পূর্ণিমা। তাই এই পূর্ণিমা মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিত। বৌদ্ধরা এই পূর্ণিমাটিকে খুবই গুরুত্বের সাথে পালন করে। এদিন বৌদ্ধরা উপোসথ শীল পালন করেন। বালক–বালিকা, নর–নারী, শিশু–কিশোর সকলেই মধু ও অন্যান্য দানীয় দ্রব্য নিয়ে বিহারে যান। বুদ্ধকে পূজা দেন। ভিক্ষু সংঘকে ঔষুধপত্র ও ভৈষজ্যাদি দান করেন। দান, সেবা ও পূজার নিদর্শন হিসেবে এই পূর্ণিমার গুরুত্ব বৌদ্ধ ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে।

বানর কর্তৃক বুদ্ধকে মধুদান

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব সম্পাদন করে–

ক. অমাবস্যায় খ. পূর্ণিমায়
গ. অষ্টমীতে ঘ. যে কোনো সময়ে

২. আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ অবতরণ করেন–

ক. কুশীনগরে খ. রাজানগরে
গ. ধর্মনগরে ঘ. সাঙ্কস্য নগরে

৩. প্রথম বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়–

ক. আশ্বিনী পূর্ণিমায় খ. কার্তিক পূর্ণিমায়
গ. পৌষ পূর্ণিমায় ঘ. শ্রাবণী পূর্ণিমায়

৪. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কয়টি ধর্মসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়?

ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৫. কোন পূর্ণিমা জ্ঞাতি মিলন পূর্ণিমা হিসেবে পরিচিত?

ক. কার্তিক পূর্ণিমা খ. মাঘী পূর্ণিমা
গ. ফাল্গুনী পূর্ণিমা ঘ. চৈত্র পূর্ণিমা

৬. পারিলেয়্য বনে বুদ্ধকে কে মধু দান করেছিল?

ক. হাতি খ. ময়ূর
গ. বানর ঘ. সিংহ

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. ভগবান বুদ্ধ একসময় .... স্বর্গে বর্ষাবাস যাপন করেন।
খ. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর .... অনুষ্ঠিত হয়।
গ. ধর্মদেশনা দিয়ে পিতাকে .... লাভ করান।
ঘ. বনের একটি বানরের .... ঘটনা এ পূর্ণিমার বিশেষত্ব।
ঙ. বানর আনন্দে .... হয়ে গাছে গাছে লাফাতে লাগল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পূর্ণিমা ব্যতীত ধর্মীয় ও পারিবারিক	১. পিতাকে অর্হত্বফল লাভ করান।
২. এ সময় তিনি তাঁর নিজ মাতাকেও	২. স্বর্গে ধর্মোপদেশ দেন।
৩. বুদ্ধের ধর্মদেশনায়	৩. শ্রদ্ধা চিত্তে বুদ্ধকে দান করেন।
৪. বানর মধুপূর্ণ একটি মৌচাক এনে	৪. বর্ষাবাস যাপন করেন।
৫. বুদ্ধ মোট পঁয়তাল্লিশ বছর	৫. বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠিত হয়।
৬. দান, সেবা ও পূজার নিদর্শন	৬. হিসেবে মধু পূর্ণিমার গুরুত্ব অপরিসীম।
	৭. ত্যাগই শান্তি।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

ক. পূর্ণিমাগুলো কার স্মৃতি বহন করে?
খ. চারটি পূর্ণিমার নাম লেখ।
গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা কিসের জন্য প্রসিদ্ধ?
ঘ. প্রথম মহাসংগীতি কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হয়?
ঙ. হাতির সেবা দেখে বানরের কী ইচ্ছা হয়েছিল?
চ. মধু পূর্ণিমার অপর নাম ভাদ্র পূর্ণিমা কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পূর্ণিমাতে কেন উদ্‌যাপিত হয়? এর বিশেষত্ব কী?
খ. আশ্বিনী পূর্ণিমার গুরুত্ব তুলে ধর।
গ. মধু পূর্ণিমা নামকরণের তাৎপর্য লেখ।
ঘ. প্রথম মহাসংগীতি কোন পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? কেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ঙ. ফাল্গুনী পূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
চ. পারিলেয়্য বনে বানরের মধুদানের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

পূর্ণিমা ও পার্বণ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ পাঁচটি পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে।
৯.২ পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করতে পারবে।
৯.৩ বৌদ্ধদের জন্য এই পূর্ণিমাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯.৪ আত্মীয়স্বজন ও সমাজের অন্য লোকদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মনোভাব গড়ে তুলতে এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিখনফল

৯.১.১ পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে।
৯.১.২ চারটি পূর্ণিমার নাম বলতে পারবে।
৯.২.১ পূর্ণিমার উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা বলতে পারবে।
৯.২.২ বুদ্ধ পূর্ণিমার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
৯.৩.১ পূর্ণিমাগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৯.৩.২ পূর্ণিমার দিনে বিহারে যেতে আগ্রহী হবে।
৯.৪.১ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে।
৯.৪.২ স্বজন-পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক পড়ে তুলতে পারবে।
৯.৪.৩ জাতি মিলনের উপকারিতা বুঝতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৬৪

বিষয়বস্তু

'পূর্ণিমার আলোকে জ্যোৎস্না .... বর্ণনা করা হলো।'

শিখনফল

৯.১.১ পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে।
৯.১.২ চারটি পূর্ণিমার নাম বলতে পারবে।
৯.৩.১ পূর্ণিমার দিনে বিহারে যেতে আগ্রহী হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- তারপর বলবেন এই অধ্যায়টির পাঠগুলো তোমাদেরকে বেশ আনন্দ দেবে।
- কারণ এতে তোমাদের আনন্দ-উৎসবের পূর্ণিমা ও পার্বণের কথা আছে। শিক্ষক অধ্যায়/পাঠ-সংশ্লিষ্ট কিছু কথা তুলে ধরবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠ শুরু করবেন।
- পাঠটি পড়ানোর পড়ে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে এক একটি অনুচ্ছেদ অথবা পুরো পাঠটি পড়তে বলবেন উচ্চারণ সঠিক হচ্ছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- এতে অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে।
- পাঠের চারটি পূর্ণিমার নাম ২/৩ বার বলবেন। পুনজিজ্ঞাসা করবেন।
- পূর্ণিমা পালিত হয় কেন বলতে বলবেন।
- বৌদ্ধরা পূর্ণিমাকে গুরুত্ব দেয় কেন জানতে চাইবেন।
- পূর্ণিমা ও পার্বণ এ দুইয়ের পার্থক্য কয়েকবার বুঝিয়ে দেবেন।
- পরে এক একজন করে জানতে চাইবেন পারলে বেশ ভাল বলে প্রশংসা করবেন।
- এতে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ উৎসাহিত হবে। পাঠে আরও বেশি মনোযোগী হবে।
- পূর্ণিমার উৎসব পার্বণে গেলে কী হয় জানতে চাইবেন।
- বলবেন পাঠের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এটি আছে, তোমরা দেখ।
- প্রয়োজনবোধে পাঠের চারটি পূর্ণিমা কখন, কেন পালিত হয় বলে দেবেন।
- সময় থাকলে দ্বিতীয় পাঠে আশ্বিনী পূর্ণিমার সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।
- এতে পরবর্তী পাঠ জানার জন্য ও পড়ার জন্য কৌতূহল সৃষ্টি হবে।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. পূর্ণিমার এত কদর কেন?
২. পূর্ণিমার সৌন্দর্য তুলে ধর।
৩. ভগবান বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলো কখন ঘটেছিল?
৪. কেন ঘটেছিল?
৫. পূর্ণিমা ব্যতীত ধর্মীয় ও পারিবারিক আর কী কী উৎসব পালিত হয়?
৬. পার্বণ কাকে বলে?
৭. পূর্ণিমা ও পার্বণের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

খ. শূন্যস্থান পূরণ

১. জ্যোৎস্নার সমস্ত পৃথিবীর .... দূরীভূত হয়।
২. পার্বণ .... দ্বারা ও .... লাভ হয়।

৩. পূর্ণিমার .... জাতিদের সঙ্গে .... হয়।

৪. .... মধ্যে বন্ধুত্বভাব গড়ে উবে।

বাড়ির কাজ

ক. পূর্ণিমাগুলো কী স্মৃতি বহন করে?

খ. চারটি পূর্ণিমার নাম লেখ?

পাঠ : ০২ পৃষ্ঠা : ৬৪

বিষয়বস্তু

'আশ্বিনী পূর্ণিমা (আমরা জানি আশ্বিন ....উৎসবের জন্য বয়ে যায়)।'

শিখনফল

৯.২.১ পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে পারবে।

৯.২.২ পূর্ণিমাগুরো গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৯.২.৩ পূর্ণিমার দিনে বিহারে যেতে আগ্রহী হবে।

উপকরণ

ফানুস ওড়ানোর চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে প্রথমে গত পাঠের বিষয়বস্তু মনে আছে কি না জিজ্ঞাসা করবে।
- প্রয়োজনবোধে হাত তুলতে বলবে। দুইএক জন থেকে দুইএকটি প্রশ্ন করে জানতে চাইবে।
- পারলে বুঝবেন যে, পাঠ শেখা ভালো হয়েছে।
- এরপর আজকের পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলবেন।
- পাঠ শেষ করার পর বলবেন এই পাঠটি কত সুন্দর তাই না?
- চিত্র দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- আচ্ছা বল দেখি,এই পূর্ণিমা কখন হয়?
- এই পূর্ণিমায় কী ওড়ানো হয়?
- আশ্বিনী পূর্ণিমায় ভিক্ষুগণ কীসের ব্রত ভঙ্গ করেন?
- এই পূর্ণিমাতে আর কী উৎসব হয়?

- এভাবে পাঠ-সংশ্লিষ্ট উত্তরগুলো জানতে চাইবেন।
- মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়ন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. আশ্বিনী পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানোর উৎসবমুখর একটি দৃশ্যের বর্ণনা দাও।

২. এই পূর্ণিমায় সারা দিনের কর্মসূচি তৈরি কর।

মূল্যায়ন

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. আশ্বিনী পূর্ণিমার বিশেষত্ব কী?
২. এই পূর্ণিমার ঘটনাগুলো কী কী লিখে দাও।
৩. আশ্বিনী পূর্ণিমার গুরুত্ব তুলে ধর।
৪. আশ্বিনী পূর্ণিমার ভিক্ষু ও গৃহীদের কী ব্রত সমাপ্ত হয় লেখ।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম কী?
২. ভগবান বুদ্ধ কেন তাবতিংস স্বর্গে গিয়েছিলেন?
৩. ঋদ্ধি প্রদর্শন বলতে কী বোঝায়?
৪. আশ্বিনী পূর্ণিমা কীসের জন্য প্রসিদ্ধ?
৫. 'প্রবারণা' শব্দের অর্থ কী?
৬. প্রবারণায় ভিক্ষু ও গৃহীগণ কী করে?

বাড়ির কাজ

১. প্রবারণা উৎসবের উপর ১০টি বাক্যের একটি রচনা তৈরি কর।
২. ফানুস ওড়ানোর একটি দৃশ্য অঙ্কন কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ভগবান বুদ্ধ একসময় .... বর্ষাবাস যাপন করেন।
২. বুদ্ধের ধর্মদেশনায় .... ও নরায়ান উপকৃত হন।
৩. আশ্বিনী পূর্ণিমা ইতিহাসে বিশেষ .... বহন করে।
৪. এ পূর্ণিমাতে বৌদ্ধবিহারগুলোতে ....উদ্‌যাপিত হয়।

পাঠ : ০৩ পৃষ্ঠা : ৬৫–৬৬

বিষয়বস্তু

'শ্রাবণী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের .... সম্পর্কে জানতে পারবে।'

শিখনফল

৯.২.১ পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে পারবে।
৯.২.২ বুদ্ধপূর্ণিমার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে প্রথমে পূর্ব পাঠগুলোর ধারণা দেবেন।
- আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিতে বলবেন।
- প্রশ্ন করবেন-
- চিত্রে কী দেখছ?
- শিক্ষক চিত্রে বিষয় ব্যাখ্যা করবেন।
- পরে শিক্ষক তার নির্দিষ্ট পাঠ শুরু করবেন।
- শ্রাবণী পূর্ণিমার গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ঘটনা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য ভালো করে বোঝাবেন।
- পাঠের পর কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী থেকে দুইএকটি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- পারলে 'বেশ ভালো' বলে প্রশংসা করবেন।
- না পারলে পুনরায় বুঝিয়ে দেবেন।
- 'সংগীতি' কী? এ পর্যন্ত কয়টি বৌদ্ধ সংগীতি হয়েছিল?
- প্রথম সংগীতি কেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
- ধর্মীয় ইতিহাসে প্রথম সংগীতি কিসের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
- সংগীতি; মহাপরিনির্বাণ; রাজগৃহ; সপ্তপর্ণীগুহা; বেভার পর্বত ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ধর্মীয় ইতিহাসে শ্রাবণী পূর্ণিমাকে ঐতিহাসিক দিন বলা হয় কেন?
- শ্রাবণী পূর্ণিমার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. আশ্বিনী পূর্ণিমায় কোন সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়?
৩. 'সংগীতি' শব্দের অর্থ কী?
৪. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর কোন সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়?
৫. কোথায় অনুষ্ঠিত হয়, কেন হয়েছিল?
৬. সুভদ্র কে ছিলেন? তাঁর উক্তি কী ছিল?
৭. সপ্তপর্ণীগুহা কোথায়? কোন পর্বতে?
৮. রাজগৃহ কোথায়? এটি প্রসিদ্ধ কেন?

বাড়ির কাজ

- ১. শ্রাবণী পূর্ণিমার বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলোর উপর দশটি বাক্য লিখতে দেবেন।
- ২. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সংগীতির তাৎপর্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ০৪ পৃষ্ঠা : ৬৬

বিষয়বস্তু

'ফাল্গুনী পূর্ণিমা .... আনন্দঘন দিন ।'

উপকরণ

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত মেলার চিত্র ।

শিখনফল

৯.৪.২ স্বজন-পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে ।
৯.৪.৩ জ্ঞাতি মিলনের উপকারিতা বুঝতে পারবে ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্বপাঠ জিজ্ঞাসা করবেন ।
- পূর্ণিমার নামগুলো মনে আছে কি না জানতে চাইবেন ।
- প্রয়োজনে দুইএক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে জানবেন ।
- তারপর পাঠ শুরু করবেন । বলবেন আজকে পড়াচ্ছি ফাল্গুনী পূর্ণিমা ।
- শিক্ষক ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রীগণ অনুধাবন করে মতো পাঠটি পড়বেন ।
- পূর্ণিমার তাৎপর্য এবং নানা ঘটনা বুঝিয়ে দেবেন ।
- এতে পাঠটি বুঝতে সহজতর হবে ।
- পাঠ শেষ করার পর দুইএক জন দুর্বল অথবা কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে কিছু নমুনা প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেবেন । যেমন–

- ফাল্গুনী পূর্ণিমার গুরুত্ব কী?
- এক জ্ঞাতি সম্মেলনের দিন বলা হয় কেন?
- এদিন কোথায় জ্ঞাতি সম্মেলন হয়েছিল?
- কে করেছিলেন?
- এ পূর্ণিমায় কে ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন? দীক্ষা কে দিয়েছিলেন?

পরিকল্পিত কাজ

- ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ কর ।
- এটিকে 'জ্ঞাতি মিলনের' পূর্ণিমা বলা হয় কেন– সংক্ষেপে লিখ ।

মূল্যায়ন

ক. বাক্যাংশ মিলকরণ

বাম	ডান
১. সেদিন শাক্যরাজ্যে অনেক ২. ধর্মদেশনা দিয়ে ৩. বিশ্বের বৌদ্ধদের নিকট ৪. সকল স্বজন-পরিজন	১. ও জ্ঞাতিদের সাথে মিলন হয়। ২. পিতাকে অর্হত্বফল লাভ করেন ৩. এটি একটি স্মরণীয় তিথি ৪. আনন্দ-উৎসব ও ধুমধাম হয়েছিল ৫. শিষ্য-প্রশিষ্য নিয়ে জন্মভূমি শাক্যরাজ্যে গমন করেছিলেন।

বাড়ির কাজ

- ফাল্গুনী পূর্ণিমার আনন্দ-উৎসবের বর্ণনা লেখ।
- ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দিনব্যাপী কী কী করা হয়–এর একটি ধারাবাহিক তালিকা তৈরি করে আনবে।

পাঠ : ০৫ পৃষ্ঠা : ৬৭–৬৮

বিষয়বস্তু

'মধু পূর্ণিমা (মধু পূর্ণিমা বৌদ্ধ ----------- অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে)।'

শিখনফল

৯.২.১ পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে পারবে।
৯.২.২ বুদ্ধপূর্ণিমার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
৯.৩.১ পূর্ণিমাগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৯.৩.২ পূর্ণিমার দিনে বিহারে যেতে আগ্রহী হবে।

উপকরণ

পাঠের ছবি/ স্লাইডে দেখানোর জন্য অংঙ্কিত কোনো বানর কর্তৃক বুদ্ধকে মধুদানের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পাঠ শুরু করার পূর্বে শিক্ষক বলবেন - তোমরা কোনোদিন মধুদান করেছ?
- কাকে করেছ? কোথায় করেছ– বল দেখি?
- ছাত্র-ছাত্রীকে উৎসাহদানের জন্য স্লাইড/চিত্র দেখাবেন।
- তারপর বলবেন – আজকের পাঠ হলো মধু পূর্ণিমার পাঠ। এটি শেষ পাঠ।
- এখানে বেশ সুন্দর ঘটনা আছে।
- তোমরা মনোযোগের সাথে পাঠটি দেখ।

- তখন শিক্ষক পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- পাঠ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঘটনাগুলোকে আনন্দদানের জন্য তুলে ধরবেন ।
- পূর্ণিমার বিশেষত্ব বুঝিয়ে বলবেন ।
- পূজা, দান, সেবার কথা বোঝাবেন ।
- বানর ও মধুপূর্ণ মৌচাকের বর্ণনা দেবেন ।
- দান করার জন্য বুদ্ধের প্রতি বানরের শ্রদ্ধার ভাব তুলে ধরবেন ।
- হাতির সেবা-শুশ্রূষার কথা বলবেন ।
- দানচিত্ত গঠনের জন্য উৎসাহিত করবেন ।
- বনের পশু-পাখি হয়েও বুদ্ধকে পূজা, সেবা ও সেই মহৎগুণ প্রদর্শন করেছে –এগুলোকে ভালো করে তুলে ধরবেন ।
- পাঠ শেষে আনন্দদায়ক অথচ শিক্ষণীয় দুইচারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন-

নমুনা :

- মধু পূর্ণিমায় কী ঘটে ছিল?
- বনের হাতি প্রতিদিন বুদ্ধকে কী দিয়ে পূজা করত?
- হাতির নাম কী?
- হাতির পূজা দেখে বানরের কী ইচ্ছা হলো?
- বানর বুদ্ধকে কী দান করেছিল?
- বুদ্ধকে মৌচাক দান করতে গিয়ে বানর কী করেছিল?
- বানর কেন মারা গেল ? মৃত্যুর পর বানর কোথায় উৎপন্ন হয়?
- এভাবে মূল্যায়নমূলক পাঠ নিলে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ আনন্দ পাবে ।

পরিকল্পিত পাঠ

- বানর দ্বারা বুদ্ধকে মধুদানের ঘটনা বর্ণনা কর ।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১ । মধু পূর্ণিমার বিশেষত্ব তুলে ধর ।
২ । মধু পূর্ণিমার নামকরণের তাৎপর্য লেখ ।
৩ । পারিলেখ্য বনে বানরের মধুদানের ঘটনাটি বর্ণনা কর ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১ । বুদ্ধ মোট ----- বছর বর্ষাবাস যাপন করেন ।
২ । বুদ্ধ হাত বাড়িয়ে ------ সেই মধুপূর্ণ ----- হাতে নিলেন ।
৩ । ভিক্ষু সংঘকে ---- ----- ও ----- দান করেন ।

ঘ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক($\sqrt{}$)চিহ্ন দাও

১। মধুপূর্ণিমা পালিত হয় ---

ক. ভাদ্র মাসে　　খ. আশ্বিন মাসে
গ. কার্তিক মাসে　　ঘ. ফাল্গুন মাসে

২। হাতিটি বুদ্ধকে কী করত?

ক. দান দিত　　খ. সেবা শুশ্রূষা করত
গ. পূজা-অর্চনা করত　　ঘ. খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে দিত

৩। বানর কীসের সন্ধান পেয়েছিল?

ক. আঙ্গুর ফলের　　খ. পাকা আমের
গ. আমলকী-হরীতকীর　　ঘ. মধুপূর্ণ মৌচাকের

বাড়ির কাজ

- বানর কর্তৃক বুদ্ধকে মধুদানের দৃশ্যটি অঙ্কন করে আনবে।
- মধুপূর্ণিমার আলোকে পূজা, দান ও সেবার উপর দুইটি অনুচ্ছেদ লিখে আনবে।

দশম অধ্যায়

তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান

তীর্থস্থান সকল মানুষের পরম পবিত্র স্থান। বৌদ্ধধর্মে অনেক তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো বৌদ্ধদের নিকট অতিপবিত্র পুণ্যভূমি।

বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও দর্শনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে যায়। বৌদ্ধধর্মে তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে পুণ্যফল লাভের কথা বলা হয়েছে। এ সকল পবিত্র স্থান কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– তীর্থ ও মহাতীর্থ।

তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য

বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানসমূহকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। বুদ্ধের শিষ্য ও বৌদ্ধ রাজাদের অনেক কীর্তি এ স্থানগুলোতে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিবহ এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য, স্তূপ নির্মিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এ সকল স্থানকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। যেমন– কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী , বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী, বৈশালী, রাজগৃহ, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট প্রভৃতি। আবার গৌতম বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলোকে মহাতীর্থ বলা হয়। বৌদ্ধদের মহাতীর্থ চারটি: সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্ব লাভের পুণ্যস্থান বুদ্ধগয়া, প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান সারনাথ এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশীনগর।

তীর্থ, মহাতীর্থ ছাড়াও বৌদ্ধদের অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলোও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস মতে, বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য, বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ, কিংবা প্রাচীন সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসম্পন্ন স্থানকে ঐতিহাসিক স্থান বলা হয়। যেমন– গান্ধার, মথুরা, সাঁচি, অজন্তা, ইলোরা, তক্ষশিলা, নালন্দা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থান হলো অতীতে রাজা–মহারাজা বা মানুষের রেখে যাওয়া কীর্তি। এসব কীর্তি কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে হারিয়ে যায়।পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা আবার তা আবিষ্কার করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো এদেশের ইতিহাস–ঐতিহ্যে অত্যন্ত গৌরবময়।

তীর্থস্থানের গুরুত্ব

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্ম। ধর্ম পালন করা যেমন উচিত, তেমনি তীর্থ দর্শন করাও পবিত্র কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ নর–নারীগণ বিভিন্ন সময়ে তীর্থ ভ্রমণে যান। তীথস্থান দর্শনে ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এতে করে মন পবিত্র হয় এবং ধর্মে শ্রদ্ধাবোধ জাগে। তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানে নানা লোকসমাগম হয়। তাঁদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে সকলের মধ্যে মৈত্রী ভাব গড়ে উঠে। তীর্থ দর্শনের ফলে মানুষের দুঃখ খন্ডন ও অকুশল পরিহার হয়। পরকালে শান্তি ও সুগতি হয়। নিজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়।

তাই ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা দর্শনে জ্ঞান বাড়ে। ইতিহাস–ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। কারণ, এসব প্রসিদ্ধ ও গৌরব কীর্তি দর্শন করলে জানার কৌতূহল বাড়ে। মনে প্রসারতা ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত হয়। তোমরা বড় হলে অবশ্যই তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করবে।

এ অধ্যায়ে কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, নালন্দা, ময়নামতি ও চক্রশালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কপিলাবস্তু

কপিলাবস্তু একটি তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক নগরী। কপিলাবস্তু অনেক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু অবস্থিত। বর্তমান নাম পদরিবা। সন্ন্যাসী কপিলমুনির আশ্রমের জন্য এ রাজ্য ও রাজধানীর নাম হয় কপিলাবস্তু। অধিবাসীরা শাক্য নামে পরিচিত ছিলেন। কপিলাবস্তু ছিল রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী। এটি রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত। এ রাজ্যের অনতিদূরে লুম্বিনী উদ্যান। যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকে গৃহত্যাগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু নগরীতেই কাটান। তাই এখানে রয়েছে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি।

বাল্যকালে কপিলাবস্তু হলকর্ষণ উৎসব দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থ একসময় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আর একবার দেবদত্ত কর্তৃক তীরবিদ্ধ হাঁসকে সিদ্ধার্থ সুস্থ করে উড়িয়ে দেন। কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদে কুমার সিদ্ধার্থের সঙ্গে যশোধরার বিয়ে হয়। গৃহত্যাগের আগে সিদ্ধার্থ নগর প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে চারটি দৃশ্য অবলোকন করেন।

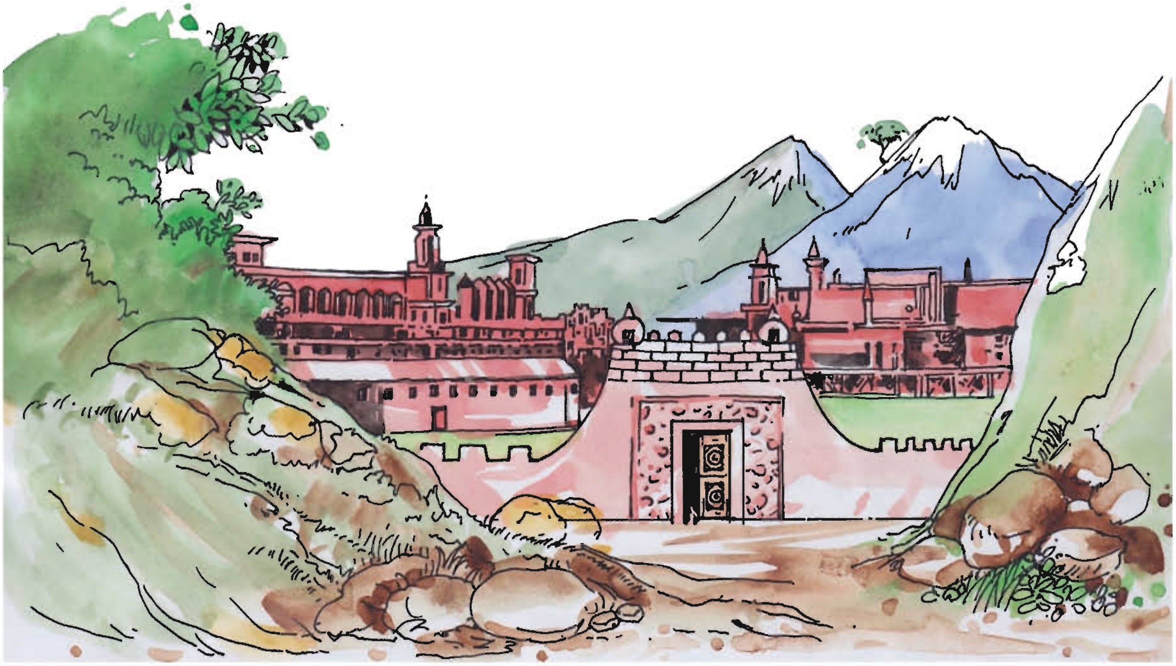

কপিলবাস্তুর রাজপ্রাসাদ

বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে বুদ্ধ প্রথম সশিষ্য পিতৃরাজ্য কপিলাবস্তু আসেন। অবস্থান করেন ন্যাগ্রোধ কুঞ্জে। এ সময় বুদ্ধের পিতা, বিমাতা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশের অনেকেই তাঁর ধর্মকথা শুনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। পুত্র রাহুলকেও তিনি এখানেই প্রব্রজ্যা দান করেন। কপিলবাস্তুতে বুদ্ধ বিনয় কর্মের অনেক বিধি বিধান প্রণয়ন করেন।

তিনি তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং রোহিণী নদীর পানি নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য কপিলবাস্তু অবস্থান করেন। সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তূপ ও সুবৃহৎ সংঘারাম নির্মাণ করেন। হিউয়েন সাঙ কপিলবাস্তু পরিভ্রমণ করেন। এসব কারণে কপিলবাস্তু বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

রাজগৃহ

রাজগৃহ ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত। রাজগৃহের বর্তমান নাম রাজগীর। এর চারপাশে পাঁচটি পাহাড়ে ঘেরা ও উপত্যকাময়। রাজগৃহ ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। এটি খুবই প্রাচীন নগরী। সমসাময়িককালে এটি অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজ্য ছিল। মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি বুদ্ধের পরমভক্ত। রাজা বিম্বিসার

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজা অনেক অবদান রাখেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনে অনেক ঘটনা ও কাহিনী রাজগৃহে সংঘটিত হয়। তাই রাজগৃহ বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র তীর্থভূমি।

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থের সাথে রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সাক্ষাৎ হয়। পরে তিনি প্রথম ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজগৃহকে কেন্দ্র করেই বুদ্ধ তাঁর ধর্ম ও সংঘের প্রচারকার্য শুরু করেন।

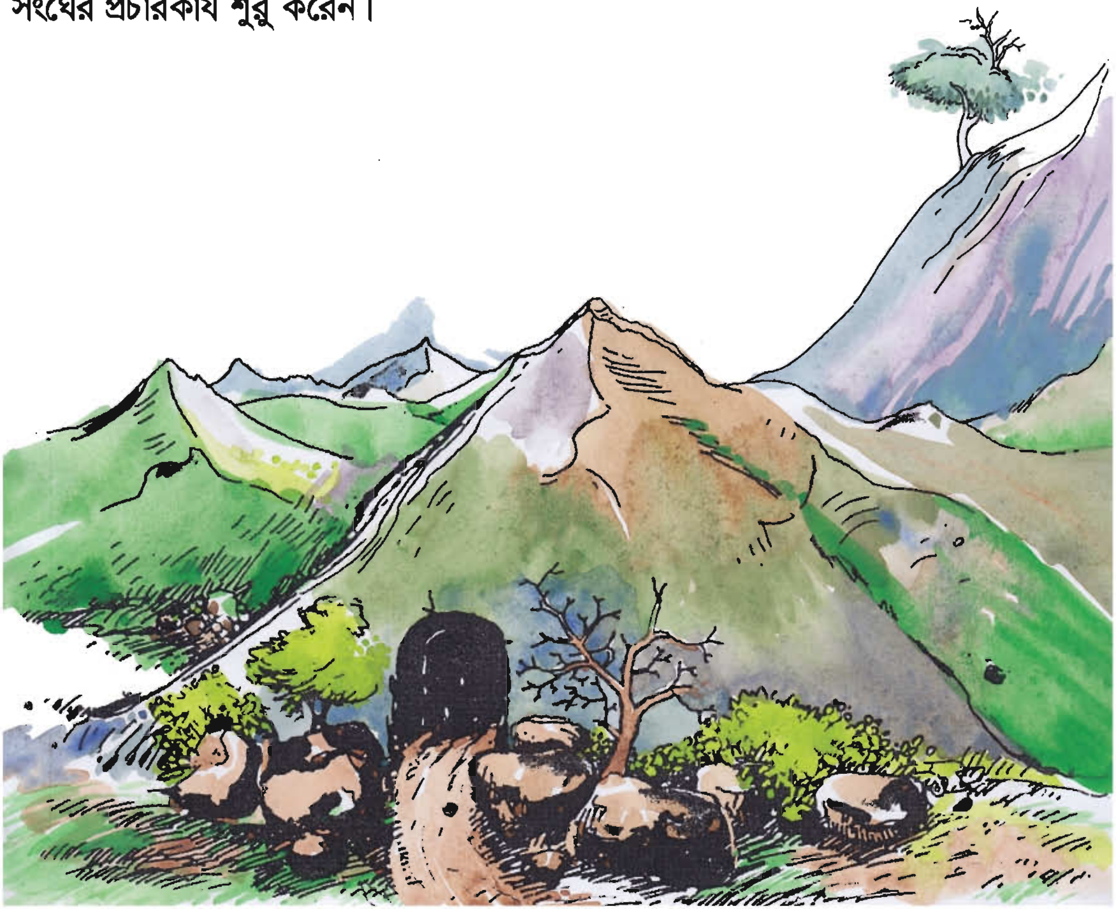

সপ্তপর্ণী গুহা, রাজগৃহ

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য বেণুবন বিহার দান করেন। বেণুবন বিহারে বুদ্ধ সাতবর্ষা অতিবাহিত করেন। এখানে অবস্থানকালে ভিক্ষুদের অনেক ধর্মোপদেশ দান করেন। রাজগৃহের বেণুবনে তিনি সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে প্রব্রজ্যা দেন।

বেণুবনের অদূরে আছে তপোদা নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান করেন। এই প্রস্রবণের ওপরে আছে পিপ্‌পলি গুহা। এখানে মহাকাশ্যপ বাস করতেন।

পিপ্‌পলি গুহার পশ্চিমে সপ্তপর্ণী গুহা। এখানে রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

রাজগৃহে রয়েছে রাজা বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবকের আম্রবন। জীবক বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। জীবক তাঁর আম্রবন বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দান করে দেন। এই আম্রবনে জীবকারাম বিহার নির্মাণ করা হয়।

ভগবান বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা ও কাহিনী রাজগৃহের সঙ্গে জড়িত। রাজগৃহের নগর পরিকল্পনা খুব সুন্দর। এই নগরী দুটি বড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এই প্রাচীরে ৯৬টি ছোট–বড় তোরণ দ্বার ছিল বলে জানা যায়। কলকাতা ও পাটনা থেকে ট্রেনে ও সড়কপথে রাজগৃহ তীর্থ দর্শনে যাওয়া যায়।

নালন্দা

বুদ্ধের সমসাময়িককালে নালন্দা উন্নত ও প্রভাবশালী নগরী ছিল। বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ হিসেবে নালন্দা ভারতবর্ষের খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এটি ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্যে অবস্থিত।

নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

রাজগৃহ থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। একদা নালন্দা ছিল জনবসতিপূর্ণ গ্রাম। গৌতম বুদ্ধ কয়েকবার নালন্দায় এসে পাবারিক আম্রকাননে বিশ্রাম করেন।

ইতিহাসমতে, সম্রাট অশোক নালন্দা মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে অনেক রাজা ও ধনী ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যে নালন্দা মহাবিহারের উন্নতি হয়। বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে নালন্দার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। এ সময় বড় বড় বিহার ও গ্রন্থাগার নির্মিত হয়। পাল রাজাগণ নালন্দা মহাবিহারের জন্য জমি দান করেন। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নালন্দা মহাবিহারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ছিল বলে মনে করা হয়। ইতিহাস মতে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ লোক বাস করতেন। তার মধ্যে ১৫০০ জন ছিলেন অধ্যাপক এবং ৮০,০০০ জন ছাত্র। ঘুমাবার সময় ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিক্ষাদান চলত। এখানের পাঠাগার ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। নালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এতে আটটি হল ঘর এবং ৩০০টি কক্ষ ছিল।

বহু খ্যাতিমান পণ্ডিত, দার্শনিক নালন্দার ছাত্র ছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে নয়; বিভিন্ন দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা নালন্দায় পড়াশোনা করতে আসতেন। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ প্রায় দশ বছর নালন্দায় অধ্যয়ন করেন। হিউয়েন সাঙ প্রায় পাঁচ বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুনও প্রথমে এখানকার ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি নালন্দার অধ্যক্ষ হন। বৌদ্ধ দার্শনিক ও তার্কিক দিঙনাগও নালন্দায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। পণ্ডিত ধর্মপাল নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে বৌদ্ধশাস্ত্রে অধ্যয়নের জন্য বিহার সরকার নব নালন্দা মহাবিহার নামে এখানে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

ময়নামতি

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে ময়নামতি অবস্থিত। একসময় ময়নামতি বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। প্রাচীনকালে এ অঞ্চল সমতট নামে খ্যাত ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে এ অঞ্চল দেব বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। সে সময় ময়নামতির নাম ছিল মদনাবতী। এরপর দশম শতাব্দীতে চন্দ্রবংশীয় রাজারা এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধারণা করা হয়,রাজা মানিক চন্দ্রের রানি ছিলেন ময়নামতি। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল লালমাই পাহাড়ে। লালমাইর প্রাচীন নাম লুহিতগিরি।

শালবন মহাবিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

এখানে অনেক বৌদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রাজারা অনেক বিহার, স্তূপ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কালক্রমে বিভিন্ন কারণে নগরী লুপ্ত হয়ে মাটিচাপা পড়ে যায়। বর্তমান খননকাজের ফলে সেসব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দ রাজার প্রাসাদ, রূপবান মুড়া, ভোজরাজার প্রাসাদ, ইটাখোলা মুড়া, কুটিলামুড়া (ত্রিরত্ন স্তূপ) ইত্যাদি প্রধান।

অষ্টম শতাব্দীতে দেব বংশীয় রাজা ভবদেবের সময়ই ঐতিহাসিক শালবন বিহার নির্মিত হয়। শালবন বিহারের চারদিকে চারটি প্রাচীর আছে। শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। মাঝখানে ছিল প্রধান চৈত্য। এর চারপাশে ছিল ১১৫টি কক্ষ। কক্ষগুলোতে ভিক্ষুরা ধ্যান–সামধি ও বিদ্যাচর্চা করতেন।

বিহারের সামনে আছে উঠান ও বারান্দা। বিহারের চারদিকের কোনায় চারটি পরিদর্শক গৃহ

ছিল। বিহারের প্রবেশপথ ছিল একটি।

ময়নামতির আশপাশে বহু বিহার ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কুটিলামুড়ায় তিনটি স্তূপকে মনে করা হয় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ–এ ত্রিরত্নের প্রতীক। চারপত্র মুড়ায় একটি বিহার। আনন্দ রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। প্রাসাদের সাথে একটি বিহার এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পদ্মপাণিমূর্তি। রূপবান মুড়াতে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী ও পঞ্চধ্যানী বুদ্ধসহ বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

এছাড়া ময়নামতি অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রাচীনকালের হাতিয়ার, তাম্রলিপি, মুদ্রা, অলঙ্কার, ব্রোঞ্জের মূর্তি, পোড়ামাটির চিত্রফলক ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র। প্রাপ্ত এসব জিনিস শালবন বিহারের পাশে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ময়নামতির দক্ষিণ অঞ্চলে এখনো অনেক বৌদ্ধ গ্রাম আছে। এখানকার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধি ব্যবহার করে। ইতিহাসমতে, নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

চক্রশালা

চক্রশালা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থান। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পূর্বে চক্রশালা অবস্থিত। চক্রশালার ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের স্মৃতিজড়িত। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার হারবাং এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরভূ মহাস্থবিরের কাছে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ধর্ম–বিনয় শিক্ষা করার জন্য তিনি বার্মা গমন করেন। সেখানে তিনি বিশ বছর বিনয় অধ্যয়ন করেন। দেশে ফেরার সময় তিনি কিছু জিনিস সঙ্গে এনেছিলেন। এগুলো হচ্ছে একটি চক্রাসন, তিনটি বুদ্ধমূর্তি (ত্রিভঙ্গ) ও কয়েক খণ্ড বুদ্ধাস্থি।

প্রথমে তিনি ভারতের আগরতলায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। এরপর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে সংঘরাম স্থাপন করেন। এখানে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। আরও পরে শিষ্যদের নিয়ে চক্রশালার এক আমবাগানে উপস্থিত হন।

পটিয়ার হাইডমজা নামে এক ধনী ব্যক্তি এই বাগানের মালিক ছিলেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের আগমনের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতে আমবাগানে আসেন। তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি তিন দিনব্যাপী এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের পিতা চকরিয়ার চেন্দি রাজা জানতে পেরে পুত্রকে চকরিয়া ফিরিয়ে আনেন।

চন্দ্রজ্যোতি স্থবির চলে যাওয়ার সময় চক্রাসনটি হাইডমজাকে দিয়ে যান। হাইডমজার আর্থিক সাহায্যে সেখানে একটি বিহার তৈরি করা হয়। এটাই চক্রশালা বিহার। বর্তমানে এখানে একটি স্মৃতি মন্দির বা চৈত্য আছে।

চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির ও তাঁর পিতা সেখানে বন্দনা ও পূজা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর বিষুবসংক্রান্তিতে সেখানে বিরাট মেলা বসে।

চক্রশালার চৈত্য, পটিয়া, চট্টগ্রাম

এই মেলাকে বৌদ্ধদের মিলনক্ষেত্র বলা চলে। বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি পবিত্র স্থান। প্রতিবছর সেখানে গিয়ে বৌদ্ধরা বন্দনা, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কপিলবাস্তু কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. নৈরঞ্জনা খ. অমরাবতী
গ. রোহিণী ঘ. অচিরাবতী

২. বুদ্ধের সময়ে মগধের রাজধানী ছিল–

ক. রাজগৃহ
খ. বৈশালী
গ. তক্ষশিলা
ঘ. শ্রাবস্তী

৩. প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক. কপিলাবস্তুতে
খ. সপ্তপর্ণী গুহায়
গ. নালন্দায়
ঘ. অমরাবতীতে

৪. শালবন বিহারে কয়টি কক্ষ আছে?

ক. ১১৫টি
খ. ১২০টি
গ. ১১০টি
ঘ. ৩০০টি

৫. চক্রশালায় কখন মেলা হয়?

ক. বৈশাখে
খ. বিষুবসংক্রান্তিতে
গ. প্রবারণায়
ঘ. ভাদ্র মাসে

৬. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন অধ্যাপক ছিলেন?

ক. ১০০০ জন
খ. ৫০০ জন
গ. ১৫০০ জন
ঘ. ৩০০ জন

৭. চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের জন্মস্থান কোথায়?

ক. চকরিয়া
খ. ব্রহ্মদেশ
গ. সীতাকুণ্ড
ঘ. পটিয়া

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. তীর্থ ভ্রমণ করা একটি ....।
২. কপিলবাস্তুর অধিবাসীরা .... নামে পরিচিত ছিলেন।
৩. জীবক বুদ্ধের পরম .... ছিলেন।
৪. বেণুবন বিহারে বুদ্ধ .... অতিবাহিত করেন।
৫. শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি দৈর্ঘ্য ও .... সমান।
৬. চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির ধর্মবিনয় শিক্ষার জন্য .... গিয়েছিলেন।

দশম অধ্যায়
তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য বলতে পারবে ।
১০.২ তীর্থস্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে ।
১০.৩ পাঁচটি তীর্থস্থানের অবস্থান ও গুরুত্ব বলতে পারবে ।

শিখনফল

১০.১.১ তীর্থ ও মহাতীর্থ কী বলতে পারবে ।
১০.১.২ তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে ।
১০.২.১ তীর্থস্থানের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে ।
১০.২.২ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব বলতে পারবে ।
১০.৩.১ তীর্থস্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে ।
১০.৩.২ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলতে পারবে ।
১০.৩.৩ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নাম ও এর গুরুত্ব বলতে পারবে ।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৭১–৭২

বিষয়বস্তু

‘তীর্থস্থান সকল .... স্থানসমূহের দর্শন করবে ।’

শিখনফল

১০.১.১ তীর্থ ও মহাতীর্থ কী বলতে পারবে ।
১০.১.২ তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে ।
১০.২.১ তীর্থস্থানের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে ।

উপকরণ

বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থ ও মহাতীর্থের চিত্র/ছবি, ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ তীর্থের ছবি ।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠদানের পূর্বে চিত্র/ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি ও মনোযোগ

আকর্ষণ করবেন।

- তীর্থস্থান পাঠটি যে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দদায়ক এ কথা বলবেন।
- শিক্ষক কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা তীর্থ দর্শনে গমন করার কথা বলবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন এবং নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- বিষয়বস্তু সহকারে সহজ-সরল করে বুঝিয়ে দেবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-

- তীর্থস্থান কী?
- তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য কী?
- কয়েকটি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের নাম বল?

- শিক্ষার্থী কম বেশি সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
- শিক্ষার্থী অপারগ হলে পাঠ্যপুস্তকে চিহ্নিত করে উত্তরদানে সাহায্য করবেন।
- প্রয়োজন হলে সংশোধন করে দেবেন।
- সঠিক উত্তরদাতাদের প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বারবার চেষ্টা ও মনোযোগী হতে বলবেন।
- কী বুঝেছে তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- মৌখিকভাবে উত্তর আদায় করে খাতায় লিখতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ১. বৌদ্ধ তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য খাতায় লেখ।
- ২. কয়েকটি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম লেখ।

মূল্যায়ন

- শিখনফল-ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।
- পাঠদানের বিষয় কতটুকু বুঝেছে তা অবহিত হতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. এক কথায় উত্তর দাও

১. বৌদ্ধ তীর্থ কাকে বলে?
২. কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম লেখ?
৩.ঐতিহাসিক স্থান দর্শনকেন গুরুত্বপূর্ণ?

বাড়ির কাজ

১. তীর্থস্থান কাকে বলে?

২. তীর্থস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৭২–৭৩

বিষয়বস্তু :

'কপিলাবস্তু একটি .... প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।'

শিখনফল

১০.২.২ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১০.৩.১ তীর্থস্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে।
১০.৩.২ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কপিলাবস্তু রাজপ্রাসাদের চিত্র, ভিডিও চিত্র এবং ফ্ল্যাশকার্ড)

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- কপিলাবস্তুর চিত্র দেখিয়ে বলবেন-

  ক) এটি কীসের চিত্র?
- বলবেন, এটি কপিলাবস্তুর চিত্র।
- চিত্র দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন চিত্রে কী দেখতে পারছ?
- জিজ্ঞাসা করবেন-

  ক) তোমরা কপিলাবস্তুর নাম শুনেছ?
  খ) এটি কী জন্য প্রসিদ্ধ?

- পাঠ ঘোষণা : কপিলাবস্তু একটি তীর্থস্থান..........
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু সহজ করে ধারণা দেবেন।
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর শুদ্ধ পাঠ ও উচ্চারণ লক্ষ করবেন।
- পাঠ্যাংশের সারসংক্ষেপ শিক্ষক পুনর্ব্যাখ্যা দেবেন।
- শিক্ষক শিখনফল জানার জন্য সহজভাবে প্রশ্ন করবেন-

- কপিলবাস্তু কোথায় অবস্থিত?
- রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী কোথায় ছিল?
- শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে কেন বিবাদ হয়েছিল?

- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো উত্তর সহজে দিতে পারবে।

- প্রয়োজনে শিক্ষক তাদের সহায়তা প্রদান করবেন।
- বিষয়ের পাঠ্যটি সকলে বুঝতে পেরেছে কি না যাচাই করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্রে কী কী দেখা যাচ্ছে তা খাতায় লেখ। (দলীয়কাজ)

মূল্যায়ন

- পাঠ চলাকালীন প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করবেন।
- পাঠদানের বিষয় মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক শিখনফল অর্জিত হয়েছে কি না যাচাই করতে শূন্যস্থনের এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. কপিলাবস্তুর অধিবাসীরা .... নামে পরিচিত ছিলেন।
২. অবস্থান করেন .... কুঞ্জে।
৩. হিউয়েন সাঙ .... পরিভ্রমণ করেন।

বাড়ির কাজ

১. কপিলাবস্তু কোথায় অবস্থিত? কপিলাবস্তুর বর্ণনা দাও।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৭৩–৭৫

বিষয়বস্তু

'রাজগৃহ ভারতের.............................. দর্শনে যাওয়া যায়।'

শিখনফল

১০.২.২ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১০.৩.১ তীর্থস্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে। (রাজগৃহ)

উপকরণ

অধ্যায়ে প্রদত্ত রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার রঙিন চিত্র/ছবি, কম্পিউটার স্লাইড শো।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবেন।

- পূর্বের ক্লাসে কী পড়ানো হয়েছেন জানবেন।
- পাঠ শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের রঙিন চিত্রটি দেখাবেন। (প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে স্লাইডের মাধ্যমে)
- রাজগৃহের চিত্র দেখিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-
- তোমরা চিত্রে কী দেখতে পাচ্ছ?
- রাজগৃহ কোন জেলায় অবস্থিত?
- পাঠ ঘোষণা করবেন- রাজগৃহ ....
- পাঠটি সংক্ষেপে সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।
- ২/১ জন শিক্ষার্থীকে পাঠটি পর্যায়ক্রমে পাঠ করতে দেবেন।
- বার সকলকে পাঠটি নিজের মতো পড়তে বলবেন।
- ছোট ছোট প্রশ্ন করে বোধগম্যতা যাচাই করবেন।
- শিক্ষক রাজগৃহ সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে বলবেন।

নমুনা–

- রাজা বিম্বিসার কার পরম ভক্ত ছিলেন?
- রাজগৃহে বুদ্ধের কোন দুইজন শিষ্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন?
- প্রথম সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
- জীবকের আম্রবন কোথায়?

- খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন, লিখতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- ২/১ জনকে কী লিখেছে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়িতে নিয়মিত রুটিন অনুসারে পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি থেকে পাঠ যাচাই করবেন।
- তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজ বা ক্লাসের পাঠের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করুণ।

ক. এক কথায় উত্তর দাও

১. রাজগৃহের বর্তমান নাম কী?
২. মগধের রাজাকে ছিলেন?
৩. বেণুবন বিহারে বুদ্ধ কত বর্ষা অতিবাহিত করেন?
৪. বুদ্ধের পরম ভক্ত ও চিকিৎসক কে ছিলেন?

খ. মিলকরণ– নমুনা

বাম	ডান
১. রাজগৃহ ছিল ২. পিপ্‌পলি গুহার পশ্চিমে ৩. বেণুবনের অদূরে আছে তপোদা নামে	১. সপ্তপর্ণী গুহা। ২. একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। ৩. মগধের রাজধানী

বাড়ির কাজ

১. রাজগৃহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৭৫–৭৬

বিষয়বস্তু

'বুদ্ধের সমসাময়িক .... প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।' (নালন্দা)

শিখনফল

১০.২.২ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১০.৩.২ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

উপকরণ

নালন্দা মহাবিহারের রঙিন চিত্র, ভিডিও ফুটেজ এবং অনুরূপ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র।

শিখন শোখানোর কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন-
  - নালন্দা কী জন্য বিখ্যাত?
- পাঠ ঘোষণা : বিখ্যাত নালন্দা সম্পর্কে পাঠ করব।
- নালন্দা চিত্র প্রদর্শন করবেন ও বর্ণনা দিবেন। (প্রজেক্টরের মাধ্যমে)
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ও জোড়ায় আলোচনা করতে নির্দেশ দেবেন।
- নালন্দা সম্পর্কে ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করবেন।
- সহজ-সরলভাবে বিষয়টি আলোচনা করবেন।
- প্রশ্ন করে নালন্দা সম্পর্কে বুঝেছে কি না যাচাই করবেন।
- কোনো কোনো শিক্ষার্থী আংশিক বা সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
- শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-
  - নালন্দা বর্তমানে কোন রাজ্যে অবস্থিত?

- কে নালন্দা মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন?
- কোন রাজা নালন্দা বিহারের জন্য জমিদান করেন?
- শীলভদ্র কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন?

● শিক্ষার্থীরা পুস্তকের আংশিক সাহায্য নিয়ে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
● যারা উত্তর দিতে পারবে না তাদের সহায়তা ও সংশোধন করে দেবেন।
● শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ সমাপনের জন্য প্রশংসা করেন।

মূল্যায়ন

● লিখিত ও মৌখিকভাবে শিখনফল শেখানোর কার্যাবলি থেকে মূল্যায়ন করবেন।
● বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:-

১। নালন্দা কোথায় অবস্থিত?
২।বুদ্ধ নালন্দায় কোথায় বিশ্রাম করেছিলেন?
৩। নালন্দা মহাবিহারের ভিত্তিকে স্থাপন করেন?
৪। কোন আমলে নালন্দার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়?
৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

বাড়ির কাজ

১. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা দাও।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৭৬–৭৮

বিষয়বস্তু

'কুমিল্লা শহর থেকে.... .... জন্মগ্রহণ করেন।' (ময়নামতি)

শিখনফল

১০.৩.১ তীর্থস্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে।
১০.৩.৩ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নাম ও এর গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ

ময়নামতির শালবন মহাবিহারের চিত্র এবং কুমিল্লার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের ছবি।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

● শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক ঐতিহাসিক স্থানের কথা বলবেন।
● শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
● শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের ছবিটি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন।
● কম্পিউটার স্লাইডে বা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে শালবন বিহার প্রদর্শন করবেন।
● পুস্তকে দেওয়া চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন-

ক) চিত্রে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

– ময়নামতি শালবন মহাবিহার।

খ. প্রদর্শিত অন্যান্য চিত্র দেখে কেমন লেগেছে?

– খুব ভালো লেগেছে/একটা ধারণা লাভ করবে।

- পাঠ ঘোষণা : ময়নামতি কুমিল্লা শহর থেকে................
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- ফ্ল্যাশ কার্ড এ লেখা বিষয়বস্তু দেখিয়ে থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে বোধগম্যতা যাচাই করবেন।

- পট্টিকেরার বর্তমান নাম কী?
- কোন রাজাদের রাজধানী ছিল ময়নামতি?
- কার নামে ময়নামতি নামকরণ করা হয়?
- শালবন মহাবিহারের চার পাশে কয়টি ছিল?
- কুটিলামুড়ায় কয়টি স্তূপ আছে?

শিক্ষার্থীরা বই দেখে সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে।

- দুর্বল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেকের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সঠিক প্রশ্নের উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পরস্পর খাতা পরিবর্তন করতে বলবেন।
- প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যসমূহ খাতায় লিখতে বলবেন।
- সঠিকভাবে লিখতে পেরেছে কি না মনিটর করবেন।
- যা লিখেছে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- সঠিক উত্তর যাচাই করবেন ও সংশোধন করে দেওয়ার নির্দেশ দিন।

পরিকল্পিত কাজ

- ময়নামতিতে কী কী প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন ও জিনিসপত্র পাওয়া যায় তার একটি তালিকা খাতায় লেখ। (দলীয় কাজ)

মূল্যায়ন

- নমুনা প্রশ্ন বা নতুনভাবে প্রশ্নের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন শেখানো কার্যাবলি ও পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করে উৎসাহিত করবেন।
- বাড়ির কাজ ভালো হলে সকল শিক্ষার্থীকে প্রশংসা করবেন।
- প্রয়োজন হলে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. এক সময় ময়নামতি .... ও .... চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল।

২. .... পাহাড়ে ছিল এ প্রধান নগরী।

৩. শালবন বিহারের চারদিকে চারটি .... আছে।

৪. কক্ষগুলোতে .... ধ্যান-সমাধি ও বিদ্যাচর্চা করতেন।

৫. শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি .... ও .... সমান।

বাড়ির কাজ

১. শালবন মহাবিহারের বর্ণনা দাও।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৭৮–৭৯

বিষয়বস্তু

'চক্রশালা একটি প্রসিদ্ধ .... কাজ সম্পন্ন করেন।'

শিখনফল

১০.৩.১ তীর্থস্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে।

১০.৩.২ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

১০.৩.৩ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নাম ও এর গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ

চক্রশালা চৈত্যের রঙিন চিত্র, ফ্যাশ কার্ড, চার্ট / পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে স্লাইড / ফ্ল্যাশ কার্ডের মাধ্যমে চিত্র/ছবি দেখাবেন।

চিত্রে কী কী দেখতে পারছে নির্দিষ্ট করে বলতে বলবেন।

পোস্টার পেপারে লিখে প্রশ্ন করবেন।

পাঠ ঘোষণা : চক্রশালা.............

- পাঠের বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন।
- শিক্ষক আনন্দ ও আগ্রহের সাথে মূলপাঠ পড়ে শুনাবেন।
- ভৌগোলিক বর্ণনা মাধ্যমে চক্রশালার অবস্থান আলোচনা করবেন।
- এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- আরো কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দুইটি দলে ভাগ করবেন- ক ও খ দল।
- জোড়ায়/দলীয়ভাবে ৩/৪ বার অনুশীলন করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তরগুলো সংশোধন করবে এবং খাতায় লিখবে।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে মনিটর করবেন।
- তীর্থস্থান অধ্যায়ের বিষয় সারসংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন।
- পাঠ্যাংশটি শিক্ষার্থীদের অবসরে পড়তে বলবেন।
- বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনে যাওয়া এবং তার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. তীর্থস্থান দর্শনের উপকারিতা কী কী লেখ এবং দলীয়ভাবে তালিকাবদ্ধ কর।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ ও বাড়ির কাজ।
- মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- অনুশীলনীর ভিত্তিতে শূন্যস্থান পূরণ ও মিলকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজের মূল্যায়নপূর্বক সম্মিলিতভাবে উৎসাহিত করবেন।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. মহাতীর্থ কয়টি ও কী কী?

২. কয়েকটি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম লেখ।

- নিরাময়মূলক ব্যবস্থার জন্য প্রশ্ন ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে উত্তর বলবেন।

ক) শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। ——— মহাস্থবির কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার হারবাং এ জন্মগ্রহন করেন।

২। তিনি ——— মহাস্থবিরের কাছে ভিক্ষুধর্মে ——— গ্রহন করেন।

৩। তিনি ——— বছর বিনয় অধ্যয়ন করেন।

৪। প্রতিবছর ——— সেখানে বিরাট মেলা বসে।

৫। বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি ——— স্থান।

বাড়ির কাজ

১. চক্রশালা কোথায় অবস্থিত?

২. চক্রশালার ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য	১. তপোদা নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ।
২. কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ বিনয় কর্মের	২. মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন।
৩. বেণুবনের অদূরে আছে	৩. প্রসিদ্ধ স্থান সারনাথ।
৪. সম্রাট অশোক নালন্দা	৪. অনেক বিধিবিধান প্রণয়ন করেন।
৫. শালবন বিহারের চারদিকে	৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র ছিলেন
৬. হিউয়েন সাঙ প্রায় পাঁচ বছর	৬. চারটি প্রাচীর আছে।
	৭. বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধ তীর্থ কাকে বলে?
২. চার মহাতীর্থ কী কী?
৩. রাজগৃহের বর্তমান নাম কী?
৪. শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে কী নিয়ে বিবাদ হয়?
৫. গৌতম বুদ্ধ নালন্দার কোথায় বিশ্রাম করেন?
৬. কার নামে ময়নামতি নামকরণ করা হয়?
৭. চক্রশালা কোথায় অবস্থিত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. তীর্থস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব লেখ?
২. তীর্থ ও মহাতীর্থের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৩. কপিলাবস্তু কোথায়? কপিলবাস্তুর বর্ণনা দাও।
৪. রাজগৃহ কোথায় অবস্থিত? রাজগৃহ বৌদ্ধদের তীর্থভূমি কেন?
৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা দাও।
৬. শালবন মহাবিহারের বর্ণনা দাও।
৭. চক্রশালার ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি

পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে।প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের নিজস্ব ধর্ম মত আছে। মানুষ ধর্মবাণী অনুসারে জীবনযাপন করে। ধর্ম মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। মানুষের মনে যে পশুত্ব থাকে,তা ত্যাগ করার জন্য ধর্মের উপদেশ অনুশীলন করা কর্তব্য। মনের পশুভাব বিনাশ কবে মনুষ্যত্ব ভাব জাগ্রত করার জন্যই ধর্মবাণী পালন করা প্রয়োজন।

বুদ্ধ বলেছেন,ধৈর্য পরম তপস্যা। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের সহনশীল হওয়া উচিত। সহনশীলতার অভাবেই ধর্মের নামে ঝগড়া-বিবাদ ও মানুষের প্রাণহানি হয়। সমগ্র মানব সমাজে অশান্তি নেমে আসে। সহনশীলতার অভাবে মানুষ অপরের কটুবাক্য সহ্য করতে পারে না। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, আক্রমণ করলেও নিজের মধ্যে রাগ জন্মে না। অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব আসে না।

ধর্ম মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। প্রকৃতভাবে ধর্মের আচরণ করবে। ধর্ম আচরণ করলে অপরের ক্ষতি সাধন করতে মনে ইচ্ছা জাগবে না। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াভাব জাগ্রত হবে। সকল প্রাণী সুখী হোউক বলে মনে-প্রাণে মৈত্রীভাব আসবে। মৈত্রী ভাবনাকারীর মনে হিংসা থাকে না।

ভালোবাসার দ্বারা সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুভাব জাগ্রত হয়। এর ফলে লোকসমাজে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতির দ্বারা সমাজে শান্তি বিরাজ করে। সমাজে যাতে সম্প্রীতি বিরাজ করে, সেজন্য সকলে সচেষ্ট থাকবে।

ধর্মহীন জীবন পশুতুল্য। ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীতে সুখ নেই। ধর্ম আচরণ দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানবিক গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। ধর্ম আচরণ দ্বারা মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগে। তখন মানবসমাজের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতি জাগলে একজন মানুষ অন্যের সাথে অপ্রীতিকর কোনো কাজ করতে পারে না। ধর্ম পালনের গুরুত্ব যে অপরিসীম,তা বুঝতে পারে। ধর্ম আচরণ দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়। এর ফলে সমাজে সম্প্রীতি জন্মে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। এ কারণে ধর্মের অনুশাসন অনুসারে জীবনযাপন করা কর্তব্য। এতে ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। পাড়া–প্রতিবেশীর সঙ্গে সহনশীল মনোভাব গঠন করতে শিক্ষা দেয়।

বর্তমানে মানবসমাজে ধর্ম-বর্ণ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিবছর অনেক নিষ্পাপ নিরীহ মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। ধর্মীয় চেতনা ও সহনশীলতার অভাবেই এসব গর্হিত কাজ করছে। তাই মনে-প্রাণে ধর্মবাণীর অনুসরণ ও প্রতিপালন করা উচিত।

ধর্মের অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করবে। এর ফলে মনে ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অন্য ধর্মের মানুষকে কখনো ছোট মনে করবে না। ঘৃণা করবে না। অবজ্ঞা করবে না। এতে নিজেই ছোট হয়।

বুদ্ধের সময়ে শাক্যবংশ, কোলিয়, লিচ্ছবি ও বৃজি বংশের লোকেরা নিজ মাতৃভূমির প্রতি অনুরক্ত ছিল। দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। আমরা বাংলাদেশি বৌদ্ধরা স্মরণাতীত কাল হতে এ দেশে বাস করে আসছি। আমাদের ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অনেক পুরাকীর্তি রয়েছে। বর্তমান যুগে অনেক বড় বড় বিহার, সংঘারাম, স্কুল, কলেজ ও অনাথালয় গড়ে উঠছে। নিজ দেশকে ভালোবাসবে। অন্যদেরও নিজ দেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করবে।

ধর্ম মানুষকে সুসভ্য হতে শিক্ষা দেয়। সুসভ্য হলে মানুষ অন্যকে ভালোবাসতে শেখে। প্রকৃত নাগরিকরূপে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। আপন দেশকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। তখন দেশের চলমান আইনের প্রতিও মানুষের শ্রদ্ধা জন্মে। মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। দেশকে সুসমৃদ্ধ ও বিশ্ববাসীর কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দেশের সকল সম্পদ যাতে সুরক্ষিত ও অপচয় না হয় সেজন্য সচেতন হতে হবে। শুধু নিজে নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিককে দেশমাতৃকার স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা জোগাতে হবে।

বৌদ্ধরা শান্তিপ্রিয় জাতি। বৌদ্ধরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গণতন্ত্র হলো দেশের সকল নাগরিকের ঐকমত্যের ফল শুভ। নাগরিকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একমত হয়ে যেকোনো বৃহত্তর কাজ সমাধান করতে পারে। বুদ্ধ নিজেও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে শাক্যবংশ, কোলিয় বংশ এবং বৃজি বংশের মধ্যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় সূত্রে গণতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন। তাই পরিবার, সমাজ এবং দেশকে সুসমৃদ্ধ করতে হলে গণতন্ত্রের আদর্শকে মানতে হবে। গণতন্ত্রের আদর্শে মাতৃভূমির সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমাদের মাতৃভূমিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সৌভ্রাতৃত্ব ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধন

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় দেশই গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। বৌদ্ধ মতে, মন হলো পূর্বগামী ও প্রধান। মানুষ মন দ্বারা চিন্তা করে। সে চিন্তার মধ্যে মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে হবে। মুক্তবুদ্ধি হলো, সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত মতের প্রতিফলন। মুক্তবুদ্ধির মধ্যে কপটতা থাকে না। মুক্তবুদ্ধির মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

তাই তোমরা নিজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হবে। পরে অন্যদেরও মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

মানুষমাত্রই স্বাধীন চিন্তাচেতনার অধিকারী। লেখাপড়া, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং রাষ্ট্রের সকল সুবিধা লাভ করা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক স্থানে বিবেকহীন নাগরিকদের দ্বারা মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে নির্যাতন, লুটপাট, হত্যাসহ বিভিন্ন অমানবিক ঘটনা ঘটছে। এর ফলে মানবিক গুণের অবক্ষয় হচ্ছে। আইনের আশ্রয় নিয়েও অনেকে ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ১৯৩০ সালের ২০এ ডিসেম্বর মানবাধিকার সংস্থা গঠন করেছে।

শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সকল প্রাণীকে বুদ্ধ ভালোবাসতে বলেছেন। নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে আঘাত না করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধাঙ্কুর রয়েছে বলে মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের অধিকার যেন কোনো রকমেই লঙ্ঘিত না হয়, সেজন্য সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. ধর্ম কাদের জন্য?

ক. মানুষের খ. দেবতার
গ. ছাত্রের ঘ. বন্ধুর

২. বুদ্ধের মতে পরম তপস্যা কী?

ক. ত্যাগ খ. ধৈর্য
গ. ক্ষমা ঘ. তিতিক্ষা

৩. কিসের দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়?

ক. কর্মের আচরণ খ. ধৈর্যের আচরণ
গ. ধর্মের আচরণ ঘ. মনের আচরণ

৪. ধর্মীয় চেতনা ও সহনশীলতার অভাবে কী কাজ হয়?

ক. হীন–নীচ কর্ম খ. কুশল কর্ম
গ. গর্হিত কর্ম ঘ. ভালো–মন্দ কর্ম

৫. পাড়া–প্রতিবেশীর সঙ্গে কী মনোভাব নিয়ে বসবাস করা উচিত?

ক. ক্রুদ্ধ
খ. হিংসা
গ. বিদ্বেষ
ঘ. সহনশীল

৬. সম্প্রীতি থাকলে একে অন্যের সাথে কী কাজ করতে পারে না?

ক. অধর্ম
খ. অবন্ধুত্ব
গ. অপ্রীতিকর
ঘ. মানহানিকর

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ধর্মের জন্য .... নয়।
২. ধৈর্য পরম .... ।
৩. ধর্মহীন জীবন........ ।
৪. ....দ্বারা সমাজে শান্তি বিরাজ করে।
৫. আমাদের ব্যক্তি ও .... স্বাধীনতা আছে।
৬. .... সালে মানবাধিকার সংস্থা গঠিত হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ধর্ম মানুষকে ভালো	১. হিংসা থাকে না।
২. সমগ্র মানবসমাজে	২. অন্যকে ভালোবাসতে শেখে।
৩. মৈত্রী ভাবনাকারীর মনে	৩. মানবাধিকার সংস্থা গঠন করেছে।
৪. অন্য ধর্মের মানুষকে	৪. অশান্তি বিরাজ করছে।
৫. সুসভ্য হলে মানুষ	৫. হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়।
৬. ১৯৩০ সালে ২০এ ডিসেম্বর	৬. কখনো ছোট করবে না।
	৭. ধৈর্য মহৎ গুণ।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ত্যাগ ধর্মের মূর্ত প্রতীক কে?
২. কীসের দ্বারা সমাজে সম্প্রীতি বিরাজ করে?
৩. কী আচরণ দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়?

৪. অন্য ধর্মের মানুষকে অবজ্ঞা করতে নেই কেন?
৫. কারা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় সম্প্রীতির গুণসমূহ উল্লেখ কর?
২. মানব সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতার প্রভাব কতটুকু বর্ণনা দাও।
৩. ধর্মীয় আচরণ দ্বারা কী লাভ হয় বর্ণনা কর।
৪. নিজ দেশকে কেন ভালোবাসবে ব্যাখ্যা কর।
৫. গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কেন আলোচনা কর।
৬. মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা দাও।

একাদশ অধ্যায়

ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১১.১ ধর্মীয় সহনশীলতা ও ত্যাগের গুণাগুণ জানতে পারবে।
১১.২ ধর্মীয়, সামাজিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারণা লাভ করতে পারবে।
১১.৩ নিজ দেশকে জানতে এবং ভালোবাসতে পারবে।
১১.৪ মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।
১১.৫ মানবাধিকার কী জানতে পারবে।

শিখনফল

১১.১.১ ধর্মীয় সহনশীলতা ও ত্যাগের গুণাগুণ জানতে পারবে।
১১.২.২ ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি কী বলতে পারবে।
১১.২.২ ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবে।
১১.২.৩ ব্যক্তিজীবনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারণা লাভ করতে পারবে।
১১.৩.১ নিজ দেশকে জানতে ও ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ হবে।
১১.৩.২ দেশমাতৃকার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হবে।
১১.৪.১ গণতন্ত্র কী–এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
১১.৪.২ মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।
১১.৫.১ মানবাধিকার কী বলতে পারবে।
১১.৫.২ মানবাধিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৮২

বিষয়বস্তু :

‘ পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক .... সকলকে সচেষ্ট থাকবে।’

শিখনফল

১১.১.১ ধর্মীয় সহনশীলতা ও ত্যাগের গুণাগুণ জানতে পারবে।
১১.২.২ ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি কী বলতে পারবে।

উপকরণ :

বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়ের চিত্র, চার্ট, সাইন পেন ও স্লাইড শো।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীকে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি এবং পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য একটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন।
  - বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী?
  - কয়েকটি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বল?
  - বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়ের চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন : এটি কিসের ছবি?
- প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে শিক্ষক প্রশংসা করবেন।
- পাঠ ঘোষণা : ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি .... (উচ্চারণ করে বোর্ডে লিখতে হবে)।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীরাও পর্যায়ক্রমে সরব পাঠ করবে।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন ও পড়ে শোনাবেন।
- পাঠশেষে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
  - সম্প্রীতি কাকে বলে?
  - ধর্মীয় সম্প্রীতি বলতে কী বুঝ?
  - ধর্মীয় সম্প্রীতি থাকলে কী হয়?
- শিক্ষক প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর আদায় করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি কীভাবে স্থাপন করা যায়? (দলীয় কাজ)।
- শিক্ষক দলীয় কাজ মনিটরিং করবেন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক দলগত কিংবা এককভাবে শিখন শেখানোর কার্যাবলি পরিচালনার সময় মূল্যায়ন করবেন।
- মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবে যাচাই করবেন।
- প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. বুদ্ধের মতে পরম তপস্যা কী?

খ. কীসের দ্বারা সমাজের সম্প্রীতি বিরাজ করে?

খ.শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ধর্ম মানুষকে ——— হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়।

২। বুদ্ধ বলেছেন, ——— পরম তপস্যা।

৩। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের ——— হওয়া উচিত।

৪। ধর্ম মানুষের জন্য ——— বয়ে আনে।

৫। মৈত্রী ভাবনা কারীর মনে ——— থাকে না।

৬। সম্প্রীতির দ্বারা সমাজে ——— বিরাজ করে।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৮৩

বিষয়বস্তু :

'ধর্মহীন জীবন পশুতুল্য .... ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করবে।'

শিখনফল

১১.২.২ ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবে।

১১.২.৩ ব্যক্তিজীবনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারণা লাভ করতে পারবে।

উপকরণ

সম্প্রীতির চিত্র, ভিডিও ফুটেজ।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে বুদ্ধমূর্তি ও সম্প্রীতির চিত্র দেখাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন।
- ধর্মীয় সম্প্রীতি কী তা সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের বলবেন।
- ধর্মীয় অনুশাসন কী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
- প্রশ্ন করবেন : তোমরা কী কী ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন কর?
- শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক বিষয়বস্তু থেকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- ধর্মহীন জীবন কী?
- ধর্ম আচরণ করলে কী হয়?
- কীভাবে সহনশীলতা অনুশীলন করতে হয়?

- শিক্ষক প্রশ্নগুলো জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- সঠিক উত্তর যাচাই করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।

দলীয় কাজ :

সকল ধর্মের মানুষ একসঙ্গে দেশের জন্য কীভাবে কাজ করতে পারে?

শিক্ষক দলীয় কাজ মনিটরিং করবেন।

দলীয় কাজ উপস্থাপন।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক শিখন শেখানোর কার্যাবলির মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।

বাড়ির কাজ

১. ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ ।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৮৩–৮৪

বিষয়বস্তু

'ধর্ম মানুষকে সুসভ্য .... গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ।'

শিখনফল

১১.৩.১ নিজ দেশকে জানতে ও ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ হবে ।
১১.৩.২ দেশমাতৃকার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হবে ।
১১.৪.১ গণতন্ত্র কী–এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ।

উপকরণ :

পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত চিত্র ।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক চিত্র দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন:
- এখানে তোমরা কী দেখছ?
- পাঠ ঘোষণা করবেন ।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন ।
- পাঠটি পড়ে কী জানল জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন ।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠ সম্পর্কে শ্রেণির উদ্দেশে বলতে বলবেন ।
- নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন :

- গণতন্ত্র বলতে কী বুঝ?
- বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় সূত্রে কী বলেছেন ?

- প্রশ্নের উত্তর জোড়ায় আলোচনা করবে ও খাতায় লিখতে বলবেন ।
- সঠিক উত্তর যাচাই করবেন ।
- দলীয় কাজ : মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদের কী করা উচিত?
- দলীয় কাজ উপস্থাপন ।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানোর কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন ।

ক. শূন্যস্থান পুরণ কর :

নমুনা :

১. ধর্ম মানুষকে ----- হতে শিক্ষা দেয় ।
২.ধর্মের অনুশাসন মেনে ——— করবে ।
৩. বাংলাদেশে ——— অনেক পুরাকীর্তি রয়েছে ।
৪. ধর্ম মানুষকে ——— হতে শিক্ষা দেয় ।
৫. সুসভ্য হলে মানুষ অন্যকে ——— শেখে ।
৬. বৌদ্ধরা গণতন্ত্রের প্রতি ——— ।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৮৪–৮৫

বিষয়বস্তু

'বর্তমান পৃথিবীর প্রায় .... সচেতন হওয়া প্রয়োজন ।'

শিখনফল

১১.৪.২ মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার উদ্বুদ্ধ হতে পারবে ।
১১.৫.১ মানবাধিকার কী বলতে পারবে ।
১১.৫.২ মানবাধিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারবে ।

উপকরণ :

ভিডিও চিত্র প্রদর্শন ।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন ।
- পাঠ ঘোষণা করবেন ।
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন :

- মানবাধিকার কী?
- নাগরিক অধিকার কী কী?
- কত সালে মানবাধিকার সংস্থা গঠিত হয়েছিল?
- বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছেন?

- পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ।
- প্রশ্নের উত্তরগুলো জিজ্ঞাসা করবেন ।
- উত্তরগুলো খাতায় লিখতে বলবেন ।
- দলীয় কাজ

ক) মানবাধিকার অনুশীলনের জন্য কী কী করা যায়?
খ) প্রাণীদের প্রতি সদয় আচরণ কেন করা উচিত?

- দলীয় কাজ মনিটরিং করবেন ।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন ।

পরিকল্পিত কাজ

তোমার আশপাশে মানবাধিকার অনুশীলনের একটি উদাহরণ লিখে আনবে ।

মূল্যায়ন

শিখন শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, দলগত উপস্থাপনা ইত্যাদি মূল্যায়ন করবেন ।

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:-

১ । বৌদ্ধ ধর্মে 'মন' সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
২ । বুদ্ধ সফল প্রাণীর কিরূপ আচরণ করতে বলেছেন?

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবেশ

প্রকৃতি ও পরিবেশে মানুষ বেঁচে থাকে। শুধু মানুষই নয়, সমস্ত প্রাণীই বাঁচার জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির মধ্যে চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। সে উপাদানগুলো হলো– পঠবী ধাতু, তেজধাতু, অপধাতু ও বায়ুধাতু অর্থাৎ পৃথিবী, তাপ, জল ও বায়ু। মানুষ ও সকল প্রাণী এ চারটি মৌলিক উপাদানে সৃষ্টি।

আমরা সবাই জানি,আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের পরিবেশে রয়েছে গাছপালা, ঘরবাড়ি, পশুপাখি, রাস্তাঘাট, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত এবং আরও অনেক কিছু। এসব প্রকৃতির অংশ। এসব উপাদান মানুষ ও অন্যান্য জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলোর ক্ষতি হলেই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই দেখা যায়, মানবসমাজ গঠনের সেই শুরু থেকেই প্রকৃতির প্রতি রয়েছে মানুষের গভীর মনোযোগ।

বৌদ্ধধর্মের সাথেও পরিবেশের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ভিত্তি প্রকৃতি ও পরিবেশ। গৌতম বুদ্ধের জন্ম রাজপ্রাসাদে নয়,লুম্বিনী বনের শালবৃক্ষের নিচে। জন্মগ্রহণ করেই তিনি প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেছেন।শুধু তা-ই নয়–শৈশবে, কৈশোরে তাঁকে তোমরা দেখেছ প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে এবং প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। এমনকি রাজপুত্র হয়েও প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। অনেক সময় রাজপ্রাসাদের নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায়নি। তাঁকে দেখা গেছে তখন রাজ উদ্যানে কোনো গাছের নিচে কিংবা হ্রদের পাশে বসে একান্ত মনে ধ্যান করতে। গৃহত্যাগের পর যখন তিনি দুঃখ মুক্তির সন্ধান করে যাচ্ছেন,তখনও তিনি কোনো নগরে যাননি,গিয়েছেন প্রকৃতির কোলে। নীরবে জ্ঞানসাধনা করেছেন কোনো না কোনো বৃক্ষের নিচে। এভাবে গৌতম পরিবেশ ও প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রকৃতির সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। তাই তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশের বহু উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন– তিনি বলেছেন, কোনো গাছের শিকড় যদি

ভেঙে গেলেও তার শিকড় থেকে গাছ আবার বেড়ে ওঠে। তেমনি মানুষের লোভ যদি ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে বিভিন্ন সময়ে লোভ নামক শত্রুটি বেড়ে ওঠে। এতে মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে। ঘাস ও আগাছার কারণে যেমন জমি অনুর্বর হয়, আর মানুষের অন্তর কলুষিত হয় রাগ, লোভ ও হিংসার কারণে।

পরিবেশ–প্রকৃতিতে বুদ্ধ শুধু গাছ–পাতা–লতা ইত্যাদির কথা বলেননি। প্রকৃতি থেকে জন্ম নেওয়া সকল প্রাণীর কথাও তিনি গভীর মমতা দিয়ে অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন, দীর্ঘ, বৃহৎ, মাঝারি, ছোট অথবা ক্ষুদ্র যেসব প্রাণী আছে অথবা যে সকল প্রাণী দেখা যায়; আর যে সকল প্রাণী দেখা যায় না; যারা দূরে বাস করে বা কাছে বাস করে; যারা জন্মেছে বা জন্মাবে, তারা সকলেই সুখে থাকুক। কী সুন্দর মানবিক উক্তি, ভাবলে অবাক হতে হয়।

এ ছাড়া প্রকৃতির সকল উপাদানের রক্ষা করার প্রতি ছিল বুদ্ধের সচেতন দৃষ্টি। কারণ বুদ্ধ বুঝেছিলেন বৃক্ষ কেবল নিসর্গ প্রকৃতির শোভা নয়, তা মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ। পশুপাখিরাও তাদের নিজস্ব পরিবেশে জন্ম নেয়।

মানবজীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অসাধারণ। তাই তো বলা হয় বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। দেশের বনাঞ্চল প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে।

বুদ্ধের সময়েও বৃক্ষরোপণের প্রবণতা ছিল। ধ্যানের জন্য নির্জন বন ও শান্ত পরিবেশ উত্তম। রাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ নানা বিহার ও আবাস নির্মাণ তৈরি করেছিলেন ছায়াঘেরা বন–বনাঞ্চলে। যেমন: জেতবন বিহার, বিশাখারাম, আম্রকানন বিহার, বেণুবন বিহার প্রভৃতি। এই সব বিহারের সাথে উদ্যান, পুকুর, পানীয় জলের কূপ থাকত। সেই সাথে পুরো বিহার এলাকায় থাকত নানা রকমের গাছপালা। প্রার্থনা হলের সামনে থাকত নানা জাতের ফুলের বাগান। এ ছাড়া নানা রকম ঔষধি গাছের লতা–পাতা, গুল্ম, ফুল–ফলাদিও থাকত। কারণ তখন প্রকৃতিতে উৎপন্ন গাছ পালা–লতা–পাতা মূল ইত্যাদিই বিভিন্ন রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হতো। মহাবর্গ গ্রন্থে বুদ্ধ চর্বি, নবনীত, তেল, মধু ও গুড়—এই পাঁচ প্রকার ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথা বলেছেন।

বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন ভেষজ বিশারদ জীবক। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে যত গাছ–লতা–গুল্ম–মূল আছে, সবই ভেষজ। ব্যবহৃত লতা–পাতার মধ্যে ছিল নিম পাতা, তুলসী পাতা, কার্পাস পাতা। আর ফলের মধ্যে ছিল হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পিপুল, মরিচ,

প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বলিত জীব বৈচিত্র্যের দৃশ্য

বিড়ঙ্গা প্রভৃতি। তাহলে আমাদের জানতে হবে নানা বৃক্ষরাজি, লতা–পাতা, ফল–ফুল আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী ভেষজও বটে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফলের গুণ অনেক বেশি।

বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণবাদীরা বনাঞ্চল সৃষ্টি ও রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষার ভাবনা বুদ্ধের সময় যেমন ছিল, তেমনি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজার আমলেও লক্ষ করা যায়। সম্রাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের তথা জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আদেশ জারি করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল রাজ্যে কোনো গাছ কাটতে হলে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। পশু-পাখি নিয়ে নানা ধরনের নিষ্ঠুর খেলার নিয়ম নিষিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া যাগযজ্ঞ ও রাজকীয় ভোজনের জন্য পশু বধের রীতিও তিনি নিষিদ্ধ করেন।

পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবল সরকার কিংবা কোনো সংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষের নয়; দায়িত্ব সকল নাগরিকের, প্রতিটি ব্যক্তির। যারা অজ্ঞানতবশত পরিবেশদূষণে যুক্ত হচ্ছেন তাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যারা অতি মুনাফার লোভে জেনে-শুনেও পরিবেশ ধ্বংস করার কাজে যোগ দিয়েছেন, তাদেরও চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। আর পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে যখন প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করে, তখনই তা আমাদের কাছে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে নেমে আসে। এর ফলে পৃথিবীতে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা এবং ভূমিকম্পের মতো মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের এর কারণ সম্পর্কে প্রথমে সচেতন হতে হবে। এর সাথে সাথে অন্যান্য প্রতিরোধব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমানে জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্পের করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। সচেতনতা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সকলের ধারণা থাকতে হবে। দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণকাজ সম্পর্কে সকলের সচেতন ও তৎপর হওয়া কর্তব্য।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. প্রকৃতির মধ্যে কয়টি মৌলিক উপাদান রয়েছে?

ক. চারটি খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি ঘ. সাতটি

২. ভৈষজ্যের কথা কোন গ্রন্থে আছে?

ক. ধর্মপদে খ. মহাবর্গে
গ. জাতকে ঘ. খুদ্দক পাঠে

৩. বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নাম কী ছিল?

ক. জীবক খ. জনক
গ. সীবক ঘ. সরক

৪. বুদ্ধ কত প্রকার ভৈষজ্যের কথা বলেছেন?

ক. পাঁচ খ. সাত
গ. দশ ঘ. বার

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. প্রকৃতির মধ্যে চারটি .... উপাদান রয়েছে।
২. পশু-পাখিরাও তাদের .... পরিবেশে জন্ম নেয়।
৩. পরিবেশ রক্ষায় .... ভূমিকা অসাধারণ।
৪. প্রার্থনা হলের পাশে থাকত নানা জাতের .... বাগান।
৫. পশু-পাখি নিয়ে নানা ধরনের .... খেলার নিয়ম নিষিদ্ধ ছিল।
৬. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলে পরিবেশের .... নষ্ট হবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম	ডান
১. প্রকৃতি ও পরিবেশে	১. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।
২. বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ভিত্তি	২. রক্ষার জন্য আদেশ জারি করেছিলেন।
৩. বুদ্ধের সময়ও বৃক্ষরোপণের	৩. মানুষ বেঁচে থাকে।
৪. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফলের	৪. প্রকৃতি ও পরিবেশ।
৫. সম্রাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের তথা জীববৈচিত্র্য	৫. প্রবণতা ছিল।
	৬. গুণ অনেক বেশি।
৬. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলে	৭. ধারণা লাভ করতে হবে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধমতে প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক চারটি উপাদান কী কী?
২. ধ্যানের জন্য বুদ্ধ কোন স্থানকে উত্তম বলেছেন?
৩. পরিবেশের ওপর কী নির্ভর করে?
৪. কয়েকটি ভেষজ লতা–পাতা ও ফলের নাম লেখ।
৫. জীবক কে ছিলেন?
৬. বনরাজিবেষ্টিত কয়েকটি বিহারের নাম লেখ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের জন্য কী উপকার সাধন করে বর্ণনা দাও।
২. ভৈষজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৩. জগতে জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজন কেন বর্ণনা দাও।
৪. প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. সম্রাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কী করেছিলেন?
৬. বুদ্ধ ছায়াযুক্ত শান্ত পরিবেশকে পছন্দ করতেন কেন বর্ণনা দাও?

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবেশ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১২.১ বৌদ্ধধর্মের আলোকে প্রকৃতি ও পরিবেশ কী বলতে পারবে।
১২.২ প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা ও ভালোবাসতে পারবে।
১২.৩ প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে যত্নবান হতে পারবে।
১২.৪ কয়েকটি ভেষজ বৃক্ষের নাম বলতে পারবে।
১২.৫ ফলজ বৃক্ষের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
১২.৬ প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
১২.৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার সহজ কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

শিখনফল

১২.১.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
১২.১.২ প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১২.২.১ প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা ও ভালোবাসতে পারবে।
১২.২.২ প্রকৃতির সাথে পরিবেশের যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান তা বলতে পারবে।
১২.৩.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে পারবে।
১২.৩.২ মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১২.৪.১ কয়েকটি ভেষজ বৃক্ষের নাম সম্পর্কে জানতে পারবে।
১২.৫.১ ফলজ বৃক্ষের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা পাবে।
১২.৬.১ জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
১২.৬.২ প্রাণী ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় আগ্রহী হবে।
১২.৭.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী বলতে পারবে।
১২.৭.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৮৮

বিষয়বস্তু

'প্রকৃতি ও পরিবেশে ------- একাত্ম করে নিয়েছেন।'

শিখনফল

১২.১.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
১২.১.২ প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১২.২.১ প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা ও ভালোবাসতে পারবে।

উপকরণ :

প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র, কলকারখানা ও যানবাহনে পূর্ণ নগরীর চিত্র, বুদ্ধ ও প্রকৃতিবিষয়ক কয়েকটি চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র দেখিয়ে কী দেখছে প্রশ্ন করবেন।
- নগরের চিত্র দেখিয়ে কী দেখছে প্রশ্ন করবেন।
- কোন পরিবেশটি ভালো লাগছে প্রশ্ন করবেন।
- উত্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করবেন।
- প্রকৃতি ও পরিবেশ সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য খুবই প্রয়োজন তা উল্লেখ করে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন :

ক) পরিবেশ কাকে বলে?

খ) প্রকৃতির উপাদান কয়টি ও কী কী?

গ) প্রকৃতির উপাদানসমূহের ক্ষতি হলে কী হয়?

ঘ) গৌতম বুদ্ধ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কগুলো উল্লেখ কর।

- প্রশ্নগুলো পড়তে ও খাতায় তুলতে বলবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- প্রশ্নগুলোর উত্তর কী হতে পারে তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- সঠিক উত্তর মৌখিকভাবে যাচাই করবেন।
- উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শ্রেণির উদ্দেশে পাঠ করতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- কীভাবে আমাদের চারপাশে পরিবেশদূষণ হচ্ছে একটি তালিকা তৈরি কর। (দলীয় কাজ)। দলীয় কাজ উপস্থাপন।
- বুদ্ধ ও প্রকৃতি-বিষয়ক চিত্রগুলো দেখিয়ে বুদ্ধের জীবনের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলির সাহায্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

১। গৌতম বুদ্ধ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। তিনি কোথায় দুঃখমুক্তির সাধনা করেন?

৩। কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ঠ হয়?

বাড়ির কাজ

- বুদ্ধের জীবনের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে চারটি ঘটনা উল্লেখ কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৮৮–৮৯

বিষয়বস্তু

'তাই তাঁর ধর্ম ----------- সৃষ্টি করতে হবে।'

শিখনফল

১২.২.২ প্রকৃতির সাথে পরিবেশের যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান তা বলতে পারবে।
১২.৩.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে পারবে।
১২.৩.২ মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

উপকরণ :

বুদ্ধ ও প্রকৃতিবিষয়ক কয়েকটি চিত্র, পোস্টার পেপার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- চিত্র দেখিয়ে বুদ্ধ, প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন।
- প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন : বৃক্ষ, বনাঞ্চল ও প্রাণীদের মধ্যে কী সম্পর্ক?
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- প্রশ্নের উত্তর জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- আলোচনা শেষে উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন।
- শ্রেণিকে দুই দলে ভাগ করবেন।
- দলের সদস্যরা প্রকৃতি সংরক্ষেণ বুদ্ধের উপদেশসমূহের তালিকা তৈরি করবে।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন।
- উপস্থাপনার জন্য প্রশংসা করে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

- প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং বন ও বন্যপ্রানীর চিত্র অঙ্কেন কর।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি দ্বারা ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।

  ক. শূন্যস্থান পূরণ কর:

  ১. ——— প্রাকৃতিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
  ২. দেশের ——— প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাক্ষে।
  ৩. দেশে ব্যাপক ——— ও বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে।
  ৪. পশুপাখিরাও তাদের ——— পরিবেশে জন্ম নেয়।

বাড়ির কাজ

- প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য বুদ্ধ কী বলেছেন?

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৮৯– ৯০

বিষয়বস্তু

' বুদ্ধের সময়েও -------- ফলের গুণ অনেক বেশি ।'

শিখনফল

১২.৪.১ কয়েকটি ভেষজ বৃক্ষের নাম সম্পর্কে জানতে পারবে ।
১২.৫.১ ফলদ বৃক্ষের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা পাবে ।

উপকরণ

বাস্তব উপকরণ, যেমন : আমলকী, হরীতকী, তুলসী পাতা, মরিচ ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- উপকরণসমূহ দেখিয়ে কোনটি কী জিজ্ঞাসা করবেন ।
- এগুলোর পরিচয় ও গুণ বর্ণনা করবেন ।
- বলবেন, এগুলোকে ভেষজ বলা হয় ।
- পাঠ ঘোষণা করবেন ।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন ।
- শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন
- নিচের প্রশ্নগুলো লিখবেন :

ক) কয়েকটি বিহারের নাম বল ।
খ) বিহারের পরিবেশ বর্ণনা কর ।
গ) মহাবর্গে বর্ণিত ভেষজগুলোর নাম লেখ ।
ঘ) বুদ্ধের চিকিৎসকের নাম কি?
ঙ) কয়েকটি ভেষজের নাম লেখ ।

- উত্তরগুলো জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন ।
- উত্তরের সঠিকতা যাচাই করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

- ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষের একটি তালিকা তৈরি কর ।

মূল্যায়ন

ক. ভেষজ আমাদের কী কাজে আসে? উদাহরণ দাও ।
বাড়ির কাজ মূল্যায়ন ।
খ. জীবন কে ছিলেন?

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৯০–৯১

বিষয়বস্তু

'বর্তমানে পরিবেশ ------- তৎপর হওয়া কর্তব্য ।'

শিখনফল

১২.৬.১ জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
১২.৬.২ প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আগ্রহী হবে।
১২.৭.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী বলতে পারবে।
১২.৭.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

উপকরণ

বিভিন্ন জীবের জীবন ধারণবিষয়ক চিত্র, ভিডিও/স্লাইড, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বিষয়ক ভিডিও চিত্র, পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- চিত্র, ছবি বা ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য বিষয়ে সচেতন করবেন।
- পরিবেশ রাক্ষয় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা বিষয়ক ভিডিও চিত্র/স্লাইড প্রদর্শন করবেন।
- নিচের প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন :

  ক) কীভাবে পরিবেশ ভালো রাখা যায়?
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- প্রশ্নের উত্তরটি জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলবেন (দলীয় কাজ)।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে কী করতে হয় তার একটি সচিত্র তালিকা প্রদর্শন করবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ:

পরিবেশ রক্ষার উপায় বর্ণনা কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. পরিবেশ রক্ষায় সম্রাট অশোক কী আদেশ দিয়েছিলেন?
২. কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম লেখ।
৩.জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলে কী ক্ষতি হয়?

খ. শূন্যস্থান কর

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অনুসরণীয়।

  ক. পশুপাখি নিয়ে নানা ধরনের ——— খেলার নিয়ম ——— ছিল।
  খ. ——— ধ্বংস হলে ——— ভারসাম্য নষ্ঠ হবে।

বাড়ির কাজ

- ভূমিকম্প হলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কী করতে পার?

সমাপ্ত